২০ রাকাত তারাবীর হাদীস সহীহ

শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. রচিত
‘সালাতুত্ তারাবীহ’ পুস্তিকার জবাব

২০ রাকাত তারাবীর হাদীস সহীহ

মূল

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী

বিশিষ্ট সলফী শায়খ, সাবেক গবেষক ও মুহাদ্দিস

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, সৌদিআরব

অনুবাদ

মাওলানা আবু সায়েম

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম (দিলুরোড মাদরাসা)

৩৯/এ দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদনা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

উস্তাযুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

খতিব, মহানগর জামে মসজিদ, রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

২০ রাকাত তারাবীর হাদীস সহীহ - ৩

২০ রাকাত তারাবীর হাদীস সহীহ

(নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. রচিত 'সালাতুত্ তারাবীহ' পুস্তিকার জবাব)

প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৬ ঈ.

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ই-মেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 24 07 63 65

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, কালার ক্রিয়েশন
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, mdfaruque81@gmail.com

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মূল্য :: ১২০ [একশো বিশ] টাকা মাত্র

---

20 RAQAT TARABIR HADIS SOHIH
Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
E-mail : maktabatulazhar@yahoo.com
abusayem786@gmail.com
Price : Tk. 120.00 US $ 20.00 only.

উৎসর্গ

আমার জননী মমতাময়ী মায়ের নামে। যার জন্য জীবনের সবগুলো নেক আমলের সওয়াব উৎসর্গ করে আল্লাহর রহমতের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি। তাঁরই মাগফিরাত কামনায়। -আবু সায়েম

প্রকাশকের কথা

বর্তমান সমাজের দীন সচেতন যে কেউ লা-মাযহাবী সম্প্রদায় ও তাদের বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনবগত নয়। তাকওয়া অর্জন ও সংযমের মাস রমযানের গুরুত্বপূর্ণ আমল 'কিয়ামুল লায়ল' তথা তারাবীর নামায তাদের সে সকল কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম বিষয়।

তারাবীর নামায শুধু আট রাকাত পড়া যথেষ্ট, বিশ রাকাত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই অথবা আট রাকাত থেকে বেশি পড়া বেদআত এমন বক্তব্য ছড়িয়ে তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং মুসলিম সমাজের একতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতিকে চুরমার করছে।

ভারতবর্ষের পর আরব জাহানের যার রচনার মাধ্যমে এই ফেতনা ব্যাপক প্রসার লাভ করে তিনি হচ্ছেন শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ.। তার এ বিষয়ক রচনাটির নাম 'সালাতুত তরাবীহ'। বহু ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থাকার পরও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা আলবানী সাহেবের এ বইটিরই তাকলীদ করে আসছেন। বাংলা ভাষায় তারাবীহ সম্পর্কে তাদের রচনাবলীতে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। তাই প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাষায় আলবানী সাহেবের এ বইটির স্বরূপ উন্মোচন করার।

আলবানী সাহেবের জীবদ্দশাতেই খোদ আরব জাহানের অনেক আলেম তার এ রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে সৌদি কেন্দ্রীয় ফতোয়া বিভাগের সাবেক গবেষক ও মুফতী মুহম্মদ বিন ইসমাঈল আনসারী রহ. অন্যতম। তিনি সালাফী হওয়া সত্ত্বেও আলবানী সাহেবের অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত মতের বিরুদ্ধে রচনা করেছেন এবং এ সংক্রান্ত আলবানী সাহেবের রচনাবলীর স্বরূপ উম্মোচন করেছেন। তার এ সকল রচনাবলীর একটি হচ্ছে 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাকআতান ওয়ার রাদ্দু আলাল আলবানী ফি তাযঈফিহি'। আমাদের এ পুস্তিকা '২০ রাকাত তারাবীর হাদীস সহীহ' তার এ রচনার একটি সরল অনুবাদ।

সঙ্গত কারণেই আমরা আলবানী সাহেবের 'সালাতুত তারাবীহ' এর স্বতন্ত্র খণ্ডন না লিখে ইসমাঈল আনসারী রহ. এর এ খণ্ডনমূলক রচনার অনুবাদ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

অনুবাদের এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন মগবাজার দিলুরোড মাদরাসার মুহাদ্দিস বন্ধুবর মাওলানা আবু সায়েম। সম্পাদনা করে ধন্য করেছেন জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার সনামধন্য উস্তাযুল হাদীস মাওলানা তাহমীদুল মাওলা। আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিষেশকরে হাদীস গবেষণার প্রাজ্ঞ ও বরেণ্য সাধক জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস এবং 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' বইয়ের সুযোগ্য লেখক মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব অনুবাদটি দেখে দিয়ে আমাদের চিরঋণী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং সুস্থতাপূর্ণ নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

বিনীত
ওবায়দুল্লাহ
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা

■■ সূ চি প ত্র ■■

অনুবাদকের ভূমিকা

ইতিহাসের আলোকে ২০ রাকাত তারাবীহ ১৩
শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. এর পরিচিতি ১৪
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শায়খ আলবানী ১৫
শায়খ আলবানী রহ. এর 'সালাতুত তারাবীহ' ১৭
আলবানী সাহেবের 'সালাতুত তারাবীহ' খণ্ডনে যারা স্বতন্ত্র রচনা করেছেন ১৮
যারা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার ৮ রাকাতের মতটি খণ্ডন করেছেন ১৮
সমকালীন আরব আলেমদের যারা ২০ রাকাত তারাবীহ প্রমাণিত বলেছেন ১৯
আমাদের দেশের লা-মাযহাবী ভাইদের অবস্থা ২০
তাউহীদ পাবলিকেশন্সের সহীহ বুখারীর অনুবাদ ও টীকায় জালিয়াতি ২০

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম, নাম ও বংশ পরিচয় ২৪
শিক্ষাজীবন ২৪
কয়েকজন উস্তায ও ইজাযত দানকারী শায়খ ২৭
কয়েকজন ছাত্র ২৫
যোগ্যতা ও গুণাবলী ২৫
আক্বীদা বিশ্বাস ২৫
কর্মজীবন ২৫
রচনাবলী ২৬
তার সম্পাদিত ও টীকাযুক্ত গ্রন্থাবলী ২৭
অন্যের মত খণ্ডনের পদ্ধতি ২৮
ইসমাঈল আনসারী ও শায়খ আলবানী ২৮
মৃত্যু ৩০
লেখকের ভূমিকা ৩৫
উমর রা. এর যুগের তারাবীহ সংক্রান্ত সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে দুই বর্ণনার তুলনামূলক মূল্যায়ন ৩১

প্রথম অধ্যায়

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের হাদীস সহীহ হওয়ার প্রমাণ

১. বাইহাকী রহ. এর 'আস্ সুনানুল কুবরা' গ্রন্থের বর্ণনা ৩৪
২. মুসনাদে আলি ইবনুল জা'আদ এর বর্ণনা (টীকা) ৩৪
৩. 'কিতাবুস সিয়াম' ফিরয়াবী এর বর্ণনা (টীকা) ৩৪
৪. বাইহাকী রহ. এর 'মারিফাতুস সুনান' গ্রন্থের বর্ণনা (টীকা) ৩৫
আরব আলেমদের দৃষ্টিতে ২০ রাকাত তারাবীহ (টীকা) ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
আলবানী রহ. এর দলীল

১ নং দলীল : মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর ১১ রাকাতের বর্ণনা ৩৮
মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনাটি অধিক অগ্রগণ্য হওয়ার ৫ কারণ ৩৮
২ নং দলীল : হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতির ঘটনা ৩৯
৩ নং দলীল : জুরী রহ. এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম মালেক রহ. মাযহাব ৪০
৪ নং দলীল : ইমাম শাফিয়ী ও তিরমিযী রহ. এর দুর্বলভাবে উপস্থাপন ৪১
৫ নং দলীল : আলী রা. এর আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য ৪২
৬ নং দলীল : আয়শা রা. এর ১১ রাকাতের বর্ণনা ৪২
৭ নং দলীল : জাবির রা. এর ৮ রাকাতের মারফু বর্ণনা ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়
আলবানী রহ. এর দলীলসমূহের জবাব

সংক্ষিপ্ত জবাব ৪৬
খতিব বাগদাদী রহ. এর বক্তব্য ৪৬
ইমাম সুয়ূতি রহ. এর বক্তব্য ৪৭
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সনআনী রহ. এর বক্তব্য ৪৮
দূর্বল হাদীস অনুযায়ী সকলের আমল করার আরেকটি নমুনা (টীকা) ৪৯
২০ রাকাত তারাবীহ সকলের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হওয়ার প্রমাণ ৫০
ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. এর বক্তব্য ৫০
ইমাম তিরমিযী রহ. এর বক্তব্য ৫০
ইবনে রুশদ মালেকী রহ. এর বক্তব্য ৫১
ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী রহ. এর বক্তব্য ৫১
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য ৫১
আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. এর বক্তব্য ৫২

বিস্তারিত জবাব

১ নং দলীলের জবাব ৫৩
১ নং আপত্তির জবাব ৫৩

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা ছাড়া সহীহ বুখারীর আরো অনেক বর্ণনাকারী সম্পর্কেও 'মুনকারুল হাদীস' মন্তব্য রয়েছে (টীকা) ৫৬
২ নং আপত্তির জবাব ৫৬
ইমাম বুখারী রহ. এর শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এর আলোচনাও 'মিযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে রয়েছে (টীকা) ৫৭
৩ নং আপত্তির জবাব ৫৯
ইযতিরাবের সংজ্ঞা, শর্ত ও হুকুম (টীকা) ৫৯
ইযতিরাব মূলত ৮ রাকাতের হাদীসে, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে তিন ধরণের বর্ণনা ৬০
১. ইমাম মালেক রহ. থেকে ১১ রাকাতের বর্ণনা ৬০
ইমাম মালেক রহ. ছাড়াও মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর আরো তিন ছাত্রের ১১ রাকাতের বর্ণনা (টীকা) ৬০
২. ইবনে ইসহাক থেকে ১৩ রাকাতের বর্ণনা ৬১
৩. দাউদ ইবনে কায়স থেকে ২১ রাকাতের বর্ণনা ৬১
উল্লেখিত ৩ ধরণের বর্ণনার মাঝে সমন্বয় ৬২
সমন্বয়ের ১ নং পদ্ধতি ৬২
সমন্বয়ের ২ নং পদ্ধতি ৬২
'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' এ বর্ণিত দাউদ ইবনে কায়স এর ২১ রাকাতের বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি ও তার জবাব ৬৩
৪ নং আপত্তির জবাব ৬৬
৫ নং আপত্তির জবাব ৬৭
আলবানী রহ. এর মতেও ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনা সহীহ ! ৬৭
আবু বকর নাইসাবুরী রহ. এর 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থ ও ইসমাঈল ইবনে উমাইয়ার সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা : একটি পর্যালোচনা (টীকা) ৬৮
২ নং দলীলের জবাব ৭০
ঈসা ইবনে জারিয়া আলবানী রহ. এর মতেও আপত্তিকর (টীকা) ৭৩
৩ নং দলীলের জবাব ৭৪
ইয়াযীদ ইবনে রুমান ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এর বর্ণনা ৭৬
বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম শায়খ আকরামুজ্জমান সহীহ বুখারীর রাবী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে বললেন মিথ্যাবাদী ! (টীকা) ৭৬
উল্লিখিত দুই রেওয়াত সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি ও জবাব ৭৭
মুরসাল বর্ণনাকে আলবানী রহ.ও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন (টীকা) ৭৭
আলবানী রহ. এর অনুমান নির্ভরতা দেখুন ! ৭৮

ইমাম মালেক রহ. এর সঠিক মাযহাব ৭৯
ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. এর ১১ এর অতিরিক্ত রাকাত অস্বীকার ও তার জবাব ৮১
৪ নং দলীলের জবাব ৮২
ইমাম তিরমিযী রহ. সবল মতকেও মাজহুল সীগা দ্বারা বলেন (টীকা) ৮৪
৫ নং দলীলের জবাব ৮৫
আলী রা. এর তারবীহ সম্পর্কে আবু আব্দির রহমান সুলামীর বর্ণনা ৮৭
সুলামীর বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি ও তার জবাব ৮৭
সুওয়াইদ ইবনে গাফালার বর্ণনা ৮৮
শুতাইর ইবনে শাকাল এর বর্ণনা ৮৮
আবুল হাসনা এর বর্ণনা ৮৮
আবুল হাসনা এর বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি ও তার জবাব ৮৯
অপরিচিত আবুল হাসানা আর এই আবুল হাসনা এক ব্যক্তি নয় (টীকা) ৮৯
আবু সা'দ বাক্কালের বর্ণনার সমর্থনে আমর ইবনু কায়স এর বর্ণনা ৯০
৬ নং দলীলের জবাব ৯১
এ বর্ণনা তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত (টীকা) ৯১
৭ নং দলীলের জবাব ৯৩

চতুর্থ অধ্যায়

তারাবীহ এর নামাজ সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত

১. ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বক্তব্য ৯৬
২. ইমাম তিরমিযী রহ. এর বক্তব্য ৯৭
৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য ৯৭
৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য ৯৮
৫. আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস ১০১
তারাবীহর এর নামাজ এবং সালাতুর রাগাইব এক নয় ১০১
৬. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস ১০২
৭. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য ১০২
১৩ থেকে বেশি রাকাত বিতর পড়ার হাদীস সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি ১০৩
৮. ইমাম সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য ১০৪
৯. শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. এর বক্তব্য ১০৫
১০. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য ১০৫
পুস্তিকার সারসংক্ষেপ ১১০

অনুবাদকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর অশেষ শোকর। একমাত্র তাঁর মেহেরবানীতে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি। মূল কিতাব শুরু করার পূর্বে কিছু কথা আরজ করছি।

ইতিহাসের আলোকে ২০ রাকাত তারাবীহ

রাসূলুল্লাহ সা. মাঝে মধ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন। কত রাকাত পড়েছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোন সহীহ সূত্রে জানা যায় না। তবে হযরত উমর রা. এর খিলাফতকাল থেকে এ পর্যন্ত ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়ে আসছে। এ দীর্ঘ সময় কোথাও ৮ রাকাত পড়ার প্রচলন ছিল না।

এ কারণে সুদীর্ঘ বার শতাব্দীকাল পর্যন্ত সাধারণ কিতাবাদী ছাড়াও বিশেষত তারাবীহ নিয়ে যে সকল স্বতন্ত্র গবেষণা ও রচনা হয়েছে, সেগুলোতেও ২০ রাকাতের কম সংখ্যার উপর কারো আমল ছিল বলে উল্লেখ নেই। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী (মৃত্যু ২৯৪ হিজরী) এর 'কিয়ামু রমযান', ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরী) এর 'ইশরাকুল মাসাবিহ ফি সালাতিত তারাবিহ', ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (মৃত্যু ৮৭৯ হিজরী) এর তারাবীহ সংক্রান্ত রিসালা (যা তার 'মজমুআতুর রাসায়েল' এর মধ্যে রয়েছে) ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরী) এর 'আল মাসাবিহ ফি সালাতিত তারাবিহ' নামে তারাবীহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র রিসালা রয়েছে। কিন্তু এগুলোতে ২০ রাকাতের কম কারো আমল ছিল বলে উল্লেখ নেই। অনুরূপ এগুলোতে এমন কোন ঐতিহাসিক মসজিদের নামও উল্লেখ নেই যেখানে তারাবীহ ২০ রাকাত নয় আট রাকাত হত।

জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার শিক্ষক ও মসজিদে নববীর মুদাররিস শায়খ আতিয়্যা সালেম 'আত তারাবীহ আকসারু মিন আলফি আম ফি মসজিদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নামে একটি স্বতন্ত্র রিসালা রচনা করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ.ও 'রাকাআতে তারাবীহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরা দুজনেই

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রাসূল সা. এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বত্র ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়ে আসছে।

সর্বপ্রথম ১২৪৮ হিজরীতে ভারতের আকবরাবাদ থেকে একজন ৮ রাকাত তারাবীহর ফতোয়া দেন। তীব্র প্রতিবাদের মুখে সেই ফতোয়া টিকেনি। এরপর ১২৮৫ হিজরীতে লা-মাযহাবী আলেম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী নামে আরেকজন একই ফতোয়া দেন এবং বলেন, ২০ রাকাত তারাবীহ বিদআত। তার ফতোয়ারও তীব্র বিরোধিতা হয়। এমনকি ১২৯০ হিজরীতে তাদেরই দলভুক্ত লা-মাযহাবী আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল 'রিসালায়ে তারাবীহ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে ঐ ফতোয়ার খণ্ডন করেন। রিসালাটি মারকাযুদ দাওয়াহ ঢাকাসহ বিভিন্ন মাকতাবায় সংরক্ষিত আছে।

এদিকে ১২৬০ হিজরীতে হাফেজ আব্দুল্লাহ গাজীপুরীও তারাবীহ ৮ রাকাতের পক্ষে ফতোয়া দিয়ে 'রাকাআতুত তারাবীহ' নামে একটি রচনা লেখেন, যা তারই শিষ্য আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃত্যু ১৩৫৩ হিজরী) স্বীয় তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'তে বিভিন্ন দলীল দিয়ে সমর্থন করে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন এবং এটিই একমাত্র হক হিসাবে প্রকাশ করেন।

ভারতবর্ষের পর আরববিশ্বে এ নব আবিষ্কৃত বেদআতের আবির্ভাব ঘটে। সেখানে সর্বপ্রথম শায়খ নসীব রিফায়ী (মৃত্যু ১৪১৩ হিজরী) 'আওযাহুল বয়ান ফিমা সাবাতা ফিস সুন্নাতি ফি কিয়ামি রমযান' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে এ বেদআতকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এর খণ্ডনে আরব জাহানের কয়েকজন আলেম সম্মিলিতভাবে রচনা করেন, 'আল ইসাবাহ ফিল ইনতিসার লিল খুলাফইর রাশিদীনা ওয়াস সাহাবা'।

শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী সাহেবের এটা সহ্য হয়নি। তাই তিনি শায়খ নসীব রিফায়ী এর সমর্থনে এবং 'আল ইসাবাহ' এর খণ্ডনে 'সালাতুত তারাবীহ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। [১]

শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়: শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের

[১]. এটি তার 'তাসদীদুল ইসাবা ইলা মান যাআমা নুসরাতাল খুলাফাইর রাশিদীনা ওয়াস সাহাবা' গ্রন্থের ছয় পুস্তিকার ২য় পুস্তিকা হিসাবে ১৩৭৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

আলবেনিয়া রাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজধানী স্কুডার শহরে ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাজাতী। তিনি ছিলেন তৎকালীন উসমানিয়া খেলাফত আমলের আলবেনিয়ার একজন হানাফী আলেম। ইসলাম বিরোধী শাসক আহমদ যুগু এর নির্যাতনের মুখে বহু আলেমের সাথে তিনিও আলবেনিয়া ছেড়ে স্বপরিবারে সিরিয়ার দামেস্কে হিজরত করেন।

শিক্ষাজীবন

শায়খ আলবানীর হাতেখড়ি হয় দামেস্কের 'মাদরাসাতুল ইসআফ আল খাইরী'তে। সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালীম-তরবিয়তের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তাই তার পিতা নূহ নাজাতী তাকে আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াননি। বরং তিনি নিজেই পুত্রকে ঘরোয়া পরিবেশে কুরআন মাজীদ, তাজবীদ, সরফ ও ফিকহে হানাফী এর পাঠ দান করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী তার পিতা থেকে জাগতিক শিক্ষা হিসাবে ঘড়ি মেরামত করার কারিগরি শিক্ষা লাভ করেন। পিতার সাথে এ পেশায় নিযুক্ত হন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি বেশ সুনামও অর্জন করেন।

সর্বপ্রথম তিনি মিশরের রশিদ রেজা সম্পাদিত আল-মানার পত্রিকার বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠে হাদীস অধ্যয়নে উৎসাহী হন। তখন তার বয়স ছিল ২০ বছর।

অতঃপর তিনি তুখোড় মেধাশক্তি ও নিজস্ব অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক পড়াশুনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি হাদীসের তাহকীক ও গবেষণায় ব্যাপক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠেনি।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শায়খ আলবানীর নিয়োগ ও অব্যাহতি

অধ্যয়ন ও গবেষণার এক পর্যায়ে শায়খ আলবানী বিভিন্ন স্থানে দরস দান শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩৮১ হিজরী থেকে প্রায় তিন বছর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর নতুন নতুন মত উদ্ভাবনের ফলে তৎকালীন সৌদি ধর্মীয় নেতা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম তাঁকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান

করেন এবং সেখানে তাঁর অবস্থানের সুযোগ বাতিল করে দেন। অব্যাহতি লাভের পর তিনি পুনরায় সিরিয়ার দামেস্কে চলে যান এবং সেখানে রাজনৈতিক কারণে দুই দুই বার কারাভোগ করেন। অবশেষে তিনি জর্ডান চলে যান এবং বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। ২২ জুমাদাল উখরা ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ২ অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সনে শনিবার জর্ডানের রাজধানী আম্মানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। [আল-ইত্তিজাহাতুল ফিক্‌হিয়্যাহ ফিল কারনির রাবি আশার]

মূল্যায়ন

এটা সত্য যে, শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. তার জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ ইলমে হাদীসের খেদমতে ব্যয় করেছেন। মানুষের সামনে সহীহ হাদীস এবং যয়ীফ হাদীসের পার্থক্য নির্ণীত হোক, এ ব্যাপারে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আক্বীদা আহকাম ও হাদীস শাস্ত্রীয় মূলনীতির বিষয়ে তিনি কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার শিকার ছিলেন। যার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে তার গবেষণা ও রচনাবলীতে। বিশেষ করে এ বিষয়টি তো সর্বজন স্বীকৃত যে, আক্বীদা ও আহকামের মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে তিনি প্রচুর ভুল ও বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। এ সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্যুতিসমূহ তার সমসাময়িক আরব-অনারব উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন।

আলবানী সাহেবের বিভিন্ন রচনাবলীর খণ্ডনে তাদের লিখিত কিতাবের এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের জানামতে বর্তমানে যার সংখ্যা প্রায় শতকের কাছাকাছি হবে। দেখুন আব্দুল্লাহ শামরানী এর রচনা 'সাবাতু মুআল্লাফাতিল আলবানী' এর ৫ম অধ্যায়। এখানে তার বিভিন্ন রচনাবলীর খণ্ডনে লিখিত ৫৭ টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার ভাল অবদানসমূহ দ্বারা উম্মাহকে উপকৃত করুন; তার রচনাবলীর মন্দ প্রভাব থেকে সকলকে হেফাজত করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন।

আলবানী সাহেবের রচনা ও গবেষণাগুলো সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। নমুনা স্বরূপ মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা মিরপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক আলকাউসার পত্রিকার ২০০৫ এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা : অনূদিত বাংলা সংস্করণ একটি

পর্যালোচনা' ও ২০১৬ এর এপ্রিল সংখ্যায় 'আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ আলবানী রহ. শায়েখ শুআইব আরনাঊতের দৃষ্টিতে' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখা যেতে পারে।

তাই আক্বীদা ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত যে সকল মাসআলায় আলবানী সাহেব বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছেন সেগুলিতে এবং বিশেষ করে যে বিষয়গুলোতে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে তাতে তাঁর কোন মত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মতের সমর্থন ব্যতীত যে কোন বিষয় তাঁর থেকে নেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

শায়খ আলবানী রহ. এর 'সালাতুত তারাবীহ'

আমাদের জানামতে ৮ রাকাত তারাবীহ প্রমাণ করার জন্য জোরদার চেষ্টা করেছেন দুজন। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী। পরবর্তী সকলেই এ ব্যাপারে তাদের অন্ধ তাকলীদ করে আসছেন।

প্রথম ব্যক্তি শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তার 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে দলীলের আলোকে তারাবীহ ৮ রাকাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং ২০ রাকাত তারাবীহকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু একটি সর্বজনবিদিত ও সুপ্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকার করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য ভুলের শিকার হয়েছেন। যার কিছু নমুনা মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ. রচিত 'রাকাআতে তারাবীহ' ও মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব রচিত 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' (বর্ধিত সংস্করণ) এ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ.। তিনি 'সালাতুত তারাবীহ' নামে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। তিনিও সুপ্রমাণিত একটি বিষয়ের অস্বীকার করতে যেয়ে বহু ভুলের শিকার হয়েছেন। বরং এক্ষেত্রে তিনি মুবারকপুরী সাহেবের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালার কোনই তোয়াক্কা করেননি; বরং ৮ রাকাত প্রমাণের স্বার্থে অনেক মূলনীতিকেই পাল্টে দিয়েছেন। কোন কোন স্থানে তিনি মহা আজগুবি কথার অবতারণা করেছেন।

ফলে 'সালাতুত তারাবীহ' নামক তার বইটি ভ্রান্তি-বিচ্যুতি, মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের একটি খোলা দলীল হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইলমে উসূলে হাদীস, জরাহ তাদীল ও ইলমে উসূলে

ফিকহে তার অপরিপক্বতা ও দৈন্যদশাও এ বইটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। যা সত্যিই মর্মান্তিক। এর পরও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা তারাবীর মাসআলাতে শায়খ আলবানীর এ বইটিকেই নিজেদের একমাত্র অবলম্বন বানিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন।

সঙ্গত কারণেই খোদ আরব জাহানসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার এ কিতাবের খণ্ডনে অনেকেই কলম ধরেছেন। তন্মধ্যে শায়খ ইসমাঈল আনসারী রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলবানী সাহেবের 'সালাতুত তারাবীহ' খণ্ডনে যারা স্বতন্ত্র রচনা করেছেন

১. শায়খ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী রচিত 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাকআতান ওয়ার রদ্দু আলাল আলবানী ফি তাযঈফিহি'
২. সিরিয়ার বিশিষ্ট আলেম বদরুদ্দীন হাসান দিয়াব দিমাশ্কী রচিত 'আনওয়ারুল মাসাবীহ আলা যুলুমাতিল আলবানি ফি সালাতিত তারাবীহ'
৩. জামিয়া উম্মুল কুরা মক্কা এর সাবেক গবেষক ও মসজিদে হারামের মুফাসসির শায়খ আলী সাবুনী রচিত 'আল হাদয়ুন নাবাবীয়্যুস্ সহীহ ফি সালাতিত তারাবিহ'
৪. জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ রিয়াদ এর শিক্ষক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ সাবিহী রচিত 'আদাদু সালাতিত তারাবীহ'

যারা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার ৮ রাকাতের মতটি খণ্ডন করেছেন

৫. মুস্তফা ইবনুল আদাবী তার 'আত্ তারশীদ' গ্রন্থে
৬. আবু মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহ্হাব মাহিয়্যা তার 'আল মাদাদ লিবয়ানি খাতায়ি মান হাদ্দা রাকাআতিল লাইলি বিল আদাদ' গ্রন্থে
৭. জামিয়াতুল ইমাম মালিক সাউদ এর শিক্ষক আব্দুর রহীম বিন ইবরাহীম তার 'হুকমুত তারাবীহ ওয়ায যিয়াদাতু ফিহা আলা ইহদা আশারা রাকআতান' গ্রন্থে
৮. শায়খ আহমদ বিন ইয়াহইয়া নজমী তার 'তাসীসুল আহকাম' গ্রন্থে
৯. শায়খ হাসান উমর তার 'আদাদু রাকাআতিত তারাবিহ ওয়াল ইজতিমাউ

আলা সালাতিন বা'দাহা' গ্রন্থে

সমকালীন আরব আলেমদের যারা সাহাবী যুগ থেকে ২০ রাকাত তারাবীহ প্রমাণিত বলেছেন

১০. জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার শিক্ষক ও মসজিদে নববীর মুদাররিস শায়খ আতিয়্যা সালেম [১]

১১. সৌদি কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার প্রথম প্রধান মুফতী শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ রহ. [২]

১২. সৌদি কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. [৩]

১৩. জামিয়া মুহাম্মদ বিন সাউদ এর অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন [৪]

১৪. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জিবরীন [৫]

১৫. শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ [৬]

১৬. শায়খ সালেহ বিন ফাওজান [৭]

১৭. মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আত তুওয়াইজিরী [৮]

১৮. সৌদি কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার মুফতী আব্দুর রাজ্জাক আফীফী [৯]

১৯. সৌদি কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার মুফতী আব্দুল্লাহ কাউদ [১০]

২০. শায়খ আব্দুল আজিজ সালমান [১১]

এরো আগে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, শায়খ মুহাম্মদ

---

১. 'আত তারাবীহ আকসারু মিন আলফি আম ফি মসজিদিন নাবিয়্যি সা.' গ্রন্থে

২. দেখুন, ফাতাওয়া ও রাসায়িল, শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম ২/১৯৫;

৩. দেখুন, মজমুউ ফাতাওয়া বিন বায ১১/ ৩২০- ৩২৪; আল জওয়াবুস সহীহ মিন আহকামি সালাতিল লাইলি ওয়াত তারাবীহ, বিন বায পৃষ্ঠা ৩-৭

৪. দেখুন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দরব লিল উসাইমিন ৮/২

৫. দেখুন, ফাতাওয়াশ শায়খ ইবনে জিবরীন ২৪/৭

৬. দেখুন, ফাতাওয়াল ইসলাম সুওয়ালুন ওয়া জওয়াব ১/ ৬১৮৭ ফতওয়া নং ৮২১৫২

৭. দেখুন, ইতহাফু আহলিল ঈমান বিদুরুসি শাহরি রমাযান ১/৪৪

৮. রাসূলুল্লাহ সা. এর প্র্যাকটিক্যাল নামাজ (বাংলা অনুবাদ), পিস পাবলিকেশন্স

৯. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা ৭/১৯৮

১০. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা ৭/১৯৮

১১. আল মানাহিলুল হিসান ১/৮৮

বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী ও নবাব সিদ্দিক হাসান কিন্নাউজীসহ আরব বিশ্বের সমসাময়িক সর্বজন স্বীকৃত আরো অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ২০ রাকাত তারাবীহ সাবাহায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

এ সকল ফতোয়ার জন্য দেখুন মুহাম্মদ সাঈদ আওয়াদ মু'দাদী রচিত 'আল কওলুস সহীহ ফি রাকাআতিত তারাবীহ'। বিশেষভাবে হযরত উমর রা. থেকে ২০ রাতাক তারাবীহ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে দেখুন, শায়খ কামাল কালিমী রচিত 'ফসলুল খিতাব ফি বয়ানি আদাদি রাকাআতি সালাতিত তারাবীহ ফি যামানি উমারাবনিল খাত্তাব'।

আমাদের দেশের লা-মাযহাবী ভাইদের অবস্থা

আমাদের দেশের লা-মাযহাবী ভাইদের অবস্থা মুবারকপুরী ও আলবানী সাহেব থেকেও করুণ। তারা সহীহ তাকলীদের বিরোধিতা করেন, অথচ এখানে এসে তারা শায়খ আলবানী ও মুবারকপুরী সাহেবের অন্ধ তাকলীদ করছেন। এমনকি তাদের ভুল ও বিচ্যুতিগুলোরও তাকলীদ করছেন। যাকে কেউ জায়েয মনে করে না। অনেকেই শায়খ আলবানী ও মুবারকপুরী সাহেবের ভুলগুলো চিহ্নিত করে সতর্ক করেছেন, তারপরও তারা তাই গ্রহণ করছেন। বরং তারা আরো নতুন নতুন ভুল ও বিচ্যুতির সূচনা করেছেন, যাতে ভুল-ত্রুটি এমনকি বিকৃতির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। এখানে নমুনা স্বরূপ এর দু'একটি উদাহরণ পেশ করছি।

তাউহীদ পাবলিকেশন্সের সহীহ বুখারীর অনুবাদ ও টীকায় জালিয়াতি

শায়খ আকরামুজ্জমান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত তাউহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীর অনুবাদের ২/৩৪৩ নং পৃষ্ঠায় টীকায় হযরত উমর রা. এর যুগের ২০ রাকাত তারাবীহকে খণ্ডন করেছেন। এ মর্মে বর্ণিত বিখ্যাত তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর বক্তব্য জাল প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেন,

'তা ছাড়া কেউ কেউ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, যেমন ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক কোন কথাই সত্য নয়; বরং প্রত্যাখ্যাত। কারণ, সে হল মিথ্যাবাদী।'

তার এ কথার বরাত হিসাবে তিনি 'আল জারহু ওয়াত তাদীল' ও 'তাহবীযুত

তাহযীব' এর নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি কি পরিমাণ জালিয়াতি ও অসত্য কথা বলেছেন দেখুন-

প্রথম কথা হচ্ছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর রাবী। সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটিই তাঁর সূত্রে বর্ণিত। তাই ইয়াইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক কোন কথাই যদি সত্য না হয়, সবই জাল হয়, তাহলে তো সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসসহ সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর অনেক হাদীস জাল!

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তিনি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে যে দুটি কিতাবের বরাত দিয়েছেন সেখানে এ ধরণের কোন কথা তো নেই, থাকতেও পারে না; বরং আছে সম্পূর্ণ উল্টা কথা। দেখুন, আল জারহু ওয়াত তা'দীল ৯/১৪৯; তাহযীবুত তাহযীব ১১/১৯৫

শায়খ আলবানী রহ. তো এ বর্ণনাটিকে সর্বোচ্চ মুনকাতি তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন বলেছিলেন, কিন্তু এ কি করলেন আমাদের দেশের শায়খ আকরামুজ্জামান সাহেবগণ?!

একই জায়গায় তিনি হযরত সায়েব রা. থেকে ২০ রাকাতের যে বর্ণনা বাইহাকী রহ. এর 'মারিফাতুস সুনানে' রয়েছে তা উল্লেখ করে লিখেছেন,

'এ হাদীসটির সনদ যয়ীফ। হাদীসের সনদে ... খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ রয়েছে। সে যয়ীফ। তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত, তার কোন বর্ণনা দলিল হিসাবে গণ্য নয়, তদুপরি সে ছিল শিয়া ও মিথ্যাবাদী। (তাহযীব ২য় খণ্ড)'

এখানে তিনি খালেদ ইবনে মাখলাদকে লিখেছেন খালেদ ইবনে মুখাল্লাদ এবং তাকে যা বলার বলেছেন। অথচ খালেদ ইবনে মাখলাদ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী। এর সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হলে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত তাঁর হাদীসগুলোর কি দশা হবে? ইমাম বুখারী ও মুসলিম কি মিথ্যুকের হাদীসও গ্রহণ করেছেন? হায়, হায় !! আর যে কিতাবের বরাত তিনি দিয়েছেন, তাতে এসব কথার কোন হদিস নেই।

এগুলো কি শুধু সাধারণ জালিয়াতি বা খিয়ানত? এমন মিথ্যাচার রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে? আহলে হাদীস নামে এটাই কি হাদীসের অনুসরণ?! আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ থেকেও রক্ষা করুন।

শুকরিয়া

শুকরিয়া জানাচ্ছি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকা এর সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, রামপুরা, ঢাকা এর সম্মানিত ইমাম ও খতীব, হাদীস গবেষণার প্রাজ্ঞ ও বরেণ্য সাধক উস্তাযে মুহতারাম **হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন** দামাত বারাকাতুহুম এর। হযরত তার শত ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আন্তরিকতা নিয়ে এ অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ও দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং সুস্থতার সাথে দীর্ঘয়ু দান করুন। আমাদেরকে তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

অন্তরের গভীর থেকে শুকরিয়া জানাচ্ছি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার উস্তাযুল হাদীস, বান্দার ইলমী সফরসঙ্গী ও মুখলিস দোস্ত মাওলানা তাহমীদুল মাওলাকে। মূলত এ প্রচেষ্টা তার অবিরাম উৎসাহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফসল। আল্লাহ তার মতো উদ্যমী ও ইলম অনুরাগী ব্যক্তিদের জন্ম দিয়ে আমাদের এ মাটিকে উর্বর করুন।

আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম দিলুরোড মাদরাসার। যে মাদরাসাটি আমিসহ আরো অনেককে দ্বীনী খেদমতের সুযোগ করে দিয়েছে। আল্লাহ মাদরাসাটিকে কবুল করুন এবং তার কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

শুকরিয়া জানাচ্ছি মাকতাবাতুল আযহার এর সত্ত্বাধিকারী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবকে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং দীনী বই-পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে কবুল করুন। আমীন।

শেষ কথা

কিতাবটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে লেখকের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে কিছুটা সম্প্রসারিত ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই, মূল কিতাবে অনেক জায়গায় শিরোনাম না থাকলেও বুঝার সুবিধার্থে লেখকের আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমিক নম্বর যোগ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ টীকা যুক্ত করা হয়েছে।

হাদীসের নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বার মুদ্রিত কিতাবসমূহের বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন রকম রয়েছে। তদ্রূপ 'মাকতাবা শামেলা' থেকেও কিছু নাম্বার যুক্ত করায় বিভিন্নতা আরো বেড়ে গেছে। অনেক জায়গায় বন্ধনীতে ভিন্ন নুসখার পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কোন হাদীস বা নস খুঁজে না পেলে হতাশ না হয়ে অন্যান্য সংস্করণে ধৈর্যের সাথে খুঁজে দেখতে পাঠককে অনুরোধ করছি।

আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সেই ঐতিহাসিক উক্তি তো সকলের জানা- 'আল্লাহ তায়ালা একমাত্র কুরআনকেই নির্ভুল করার ইচ্ছা করেছেন'[১]। তাই তথ্য ও মুদ্রণের ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকবৃন্দ এমন বিষয়ে অবগত করলে অবশ্যই তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক রচিত সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত সংখ্যা
২. মাওলানা আব্দুল মতীন রচিত দলিলসহ নামাযের মাসায়েল (বর্ধিত সংস্করণ)
৩. মাসিক আল কাউসার পত্রিকার আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা : অনূদিত বাংলা সংস্করণ একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ
৪. আল ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ লিল আলবানী, হিন্দা কুনী
৫. উইকিপিডিয়া ইত্যাদি

[১]. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উক্তিটি ইমাম বাইহাক্বী রহ. সনদসহ 'মানাকিবুশ শাফেয়ী' ২/৩৬ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আরো দেখুন: খতীব বাগদাদী রহ. এর 'মুযিহু আওহামিল জামই ওয়াত তাফরিক' ১/১৪; 'রদ্দুল মুহতার' ১/২৮, 'কাশফুল আসরার' আব্দুল আযীয বুখারী ১/৪।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম, নাম ও বংশ পরিচয়

আবু মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী। পশ্চিম আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ দিক জুড়ে থাকা মালির টিম্বাকটু শহরে ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ ইসাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

লেখক তাঁর চাচা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আনসারীর কাছে কুরআন পাঠ দিয়ে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে হিফজুল কুরআন সমাপ্ত করেন। এরপর আরবী ভাষাজ্ঞানসহ ইসলামী ইলমের অন্যান্য শাখায়ও পড়াশুনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি নাহ্‌ব শাস্ত্রের 'আলফিয়া' গ্রন্থটি তার মামা মুহাম্মদ বিন হারুন ইদরিসী রহ. এর নিকট পড়েন। তদ্রূপ কা'ব ইবনে যুহায়ের কৃত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্তুতিগাঁথাসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের আরো অনেক মৌলিক কিতাবাদী মুখস্থ করেন।

লেখকের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন জাবিহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছোট বেলায় বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইলম অর্জনে নিবিষ্ট থাকেন। কাঠ জ্বালিয়ে তার আলোতে অর্ধরাত বা তারও বেশি সময় অধ্যয়ন করা ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিতাবকে ছাদ বা খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দীর্ঘ সময় পড়তে থাকতেন, যাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেও কিতাব মাটিতে পড়ে না যায়।

কয়েকজন উস্তায ও ইজাযত দানকারী শায়খ

১. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আনসারী
২. হামূদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদ তুওয়াইজিরী
৩. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক গুমারী
৪. আব্দুল আজীজ গুমারী
৫. ফজলুল্লাহ বিন আহমদ জিলানী হিন্দী

৬. মুহাদ্দিসে কাবীর হাবীবুর রহমান আজমী

কয়েকজন ছাত্র

১. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জিবরীন
২. আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ (প্রধান মুফতী, সৌদি আরব)
৩. সালেহ বিন গানিম আস সাদালান
৪. আব্দুল্লাহ বিন হামূদ তুওয়াইজিরী

যোগ্যতা ও গুণাবলী

তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, ও আরবী ভাষা শাস্ত্রে বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার মালিকানাধীন প্রায় কিতাবেই তিনি সংশোধন, সমর্থন বা সমালোচনামূলক টীকা যুক্ত করতেন এবং প্রতি কিতাবের মলাটে ঐ কিতাবের বিশেষ ফাওয়ায়েদ ও মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত সূচী তৈরি করতেন, যাতে প্রয়োজনের সময় তা খুঁজে বের করা সহজ হয়।

তিনি তাঁর এ সকল যোগ্যতার পাশাপাশি ইবাদত, তাকওয়া, খোদাভীতি, দানশীলতা, নম্রতা ও ভদ্রতার গুণেও ভূষিত ছিলেন।

আক্বীদা বিশ্বাস

শায়খ সালেহ লাহিদান তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন, শিরক-বিদআত মুক্ত আক্বীদা ও সলফের তরীকার অনুসারী। খালেস তাউহীদের বিশ্বাসের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত সৌদি রাষ্ট্রের প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন।

শায়খ আব্দুল আজীজ বিন বায রহ. বলেন, তিনি একজন সলফী ইমাম ছিলেন।

কর্মজীবন

১৩৭০ হিজরীতে মক্কা মুকাররমায় আগমন করে আল-মাদরাসাতুস সাওলাতিয়াতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৩৭২ হিজরীতে মসজিদে হারামে নিয়মিত দরস দানের সুযোগ লাভে ধন্য হন।

১৩৭৪ হিজরীতে 'মা'হাদুর রিয়াদ আল ইলমী'তে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম এর মসজিদে দরস

দেওয়া শুরু করেন।

১৩৭৫ হিজরীতে 'মা'হাদু ইমামিদ দাওয়াহ'তে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং এখানে ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

১৩৮২ হিজরীতে সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা 'আর রিআসাতুল আম্মাহ লিইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা'র সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন যার তৎকালীন নাম ছিল 'দারুল ইফতা'।

১৩৮৪ হিজরীতে 'দারুল ইফতা' থেকে অব্যাহতি নেন এবং রিয়াদের প্রধান বিচারালয়ে বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনি এক বছর দুই মাস নিযুক্ত থাকার পর পুনরায় আবার ১৩৮৫ হিজরীতে 'দারুল ইফতা'য় ফিরে আসেন এবং সেখানকার সৌদি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনি ১৩৯৩ হিজরী পর্যন্ত বহাল থাকেন। ১৩৯৩ হিজরীতে 'দারুল ইফতা'র বিশেষ গবেষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৪০৫ হিজরীতে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত এ পদেই বহাল থাকেন। দারুল ইফতা থেকে প্রশাসনিকভাবে অবসর গ্রহণের পরও তিনি গবেষণা কর্ম ও রচনার কাজ অব্যাহত রাখেন। মৃত্যু পর্যন্তই দারুল ইফতা তাঁর থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতা নেয়।

রচনাবলী

- تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه
- إباحة التحلِّي بالذهب المحلَّق للنساء، والرد على الألباني في تحريمه
- التعقُّبات على سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
- رسالة في الردِّ على الألباني في انتقاده للشيخ سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب
- موقفنا من حملة الألباني على ابن حبان
- نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوية
- الإرشاد في القطع بقبول الآحاد
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام
- الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
- تجريد أحاديث الإسراء والمعراج من تفسير ابن كثير

- تحريم الملاهي
- التحفة الربانية شرح الأربعين النووية
- رسالة في نقد الاشتراكية
- رسالة في منع إثبات شهر رمضان بالحساب الفلكي
- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ﷺ
- القول المستجاد في صحة قصيدة بانت سعاد
- النبذة النحوية، في ترتيب الآجرومية
- حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين

তার সম্পাদিত ও টীকাযুক্ত গ্রন্থাবলী

- شرح العقيدة الواسطية لهراس
- تطهير الاعتقاد للصنعاني
- تحفة الناسك بأحكام المناسك؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب
- الرد على الجهمية للإمام أحمد وكتاب السنة لابنه عبد الله
- مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي حفص البزار
- الوابل الصيب لابن القيم
- كتاب الكبائر؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب
- مجموعة المناسك لابن تيمية وابن القيم والصنعاني
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب
- قرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن حسن
- حكم حلق اللحية في الإسلام للشيخ محمد الحامد
- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي
- الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لعبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي

অন্যের মত খণ্ডনের পদ্ধতি

তিনি শায়খ আলবানীসহ আরো অনেকের মত খণ্ডন করেছেন। তবে এসব খণ্ডনের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধান ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখাসহ খণ্ডনের অন্যান্য সকল নীতিমালার প্রতি সচেতন ছিলেন। যে কারণে সৌদির সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম এবং প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.সহ বড় বড় উলামায়ে কেরাম তার খণ্ডনগুলোকে পছন্দ করেছেন বলে বিভিন্ন জায়গায় মন্তব্য করেছেন।

একটি দৃষ্টান্ত। শায়খ আলবানী রহ. যখন তার 'আদাবুয যুফাফ' গ্রন্থে বলয় আকৃতির স্বর্ণ (কানের দুল, হাতের চুড়ি ও গলার হার) পরিধান মহিলাদের জন্য হারাম ফতোয়া দিলেন তখন তিনি এর খণ্ডনে 'ইবাহাতুত তাহাল্লী বিয যাহাবিল মুহাল্লাকি লিন-নিসা' রচনা করেন। এতে তিনি এর বৈধতার ব্যাপারে সকলের ইজমা ও এক্ষেত্রে আলবানী সাহেবে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি পুস্তিকাটি প্রকাশের আগে শায়খ আলবানী রহ. এর নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি এটি দেখে তার মতকে প্রত্যাহার করেন এবং এটি প্রকাশের প্রয়োজন না হয়। কিন্তু আলবানী রহ. পুস্তিকাটি দেখেও নিজের বিচ্ছিন্ন মতের উপর অবিচল থাকেন এবং মত প্রত্যাহারের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন শায়খ ইসমাঈল আনসারী 'আল মানহাল' পত্রিকার দুই সংখ্যায় প্রবন্ধ আকারে লেখাটি প্রকাশ করেন। যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

ইসমাঈল আনসারী ও শায়খ আলবানী

ইদানীং অনেকেই শায়খ আলবানী সাহেবের তাহকীককে চূড়ান্ত তাহকীক বলে প্রচার করেন। তাদের বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গী থেকে বুঝা যায়, আরব ও সালাফী আলেমরা আলবানী সাহেবের তাহকীকের অনুসরণ করেন। কিন্তু বাস্তবতা এর থেকে ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শায়খ ইসমাঈল আনসারী এর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবের বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও ভুল-ভ্রান্তি খণ্ডন। যে বিচ্যুতি ও ভ্রান্তিগুলো আজ উম্মতকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। এতে শায়খ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দলিলের মাধ্যমে আলবানী সাহেবের খণ্ডন করেছেন। এমন সুপ্রসিদ্ধ বিষয়গুলোতে আলবানী সাহেবের বিচ্যুতি থেকে বুঝা যায় আলবানী সাহেবের তাহকীকের উপর ভরসা করা নিরাপদ নয়।

মৃত্যু

তিনি ১৪১৭ হিজরীর ২৬ জিলহজ্ব জুমার দিন ফজরের সময় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সকলকে চির বিদায় জানিয়ে প্রভূর একান্ত সান্নিধ্যে চলে যান।

রিয়াদের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাযা হয়। তৎকালীন সৌদির প্রধান মুফতী আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ তার জানাযার নামায পড়ান। জানাযা শেষে তাঁকে রিয়াদের মাকবারাতুল উদে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১. ইসমাঈল মাহমূদ মুহাম্মদ রাবাবি'আহ রচিত, 'আশ শায়খ ইসমাঈল আল আনসারী ওয়া জুহুদুহু ফি খিদমাতিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ'

২. দারুস সুমাইয়ি রিয়াদ থেকে প্রকাশিত শায়খ ইসমাঈল আনসারী সম্পাদিত 'আল হাইদাতু ওয়াল ইতিযার' গ্রন্থের ভূমিকা

৩. মাকতাবাতুল ইমাম শাফেয়ী রিয়াদ থেকে প্রকাশিত শায়খ ইসমাঈল আনসারী এর রচিত 'ইবাহাতুত তাহাল্লী' এর পরিশিষ্ট

৪. আরবী উইকিপিডিয়া

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

এ পুস্তিকাটি আমার তারাবীহ বিষয়ক একটি পূর্ব গবেষণা। যার মাধ্যমে আমি শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. কর্তৃক তারাবীহ সংক্রান্ত ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা এর হাদীসটি দুর্বল আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। তাঁর অবাস্তব দাবী হল, 'তারাবীহ কোন সাধারণ নফল নামাজ নয়; তাই এতে ১১ রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত রাকাত যোগ করা চার রাকাত বিশিষ্ট যুহরের নামাজে ৫ম রাকাত যোগ করার ন্যায় অগ্রহণযোগ্য, বা শবে বরাতের বিশেষ নামাজের মত গর্হিত কাজ'।

আমার এ গবেষণাটি ১৩৮০ হিজরী সালে রিয়াদের 'রায়াতুল ইসলাম' নামক পত্রিকার প্রথম বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এরপর স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারেও ১৩৮৩ সালে রিয়াদ থেকে ছাপা হয়েছে। মুদ্রিত কপিগুলো শেষ হয়ে যাওয়ায় তা পূণর্মুদ্রণের এই প্রয়াস। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমি এ পুস্তিকাটি নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি:

১. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা এর হদীস এবং হাদীসটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দীসীনে কেরামের মতামত।
২. হাদীসটি দুর্বল সাব্যস্ত করার জন্য শায়খ আলবানী রহ. এর দলীল।
৩. শায়খ আলবানী রহ. এর দলীলসমূহের পর্যালোচনা ও জবাব।
৪. তারাবীহ এর নামাজ সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তাতে কোন রাকাত বৃদ্ধি করা যুহরের নামাজে অতিরিক্ত রাকাত যোগ করার মত নয় – এ বিষয়ের প্রামাণিক আলোচনা।

আল্লাহ তায়ালা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করার তাওফীক দান করুন এবং এর দ্বারা সকলকে উপকৃত করুন। আমীন।

-ইসমাঈল আনসারী

উমর রা. এর যুগের তারাবীহ সংক্রান্ত সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে দুই বর্ণনার তুলনামূলক মূল্যায়ন

হযরত উমর রা. এর যুগের তারাবীহ বর্ণনা করেছেন **সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে** তাঁর তিন ছাত্র	
ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা (ভাতিজা) ও ইবনু আবী যুবাব [১] **বর্ণনা করেছেন ২৩ রাকাত**	মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (ভাগিনা) **বর্ণনা করেছেন ১১ রাকাত**
১. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা থেকে তাঁর দুই ছাত্র মুহম্মদ ইবনে জাফর ও ইবনু আবি যীব উভয়ের সকল বর্ণনায় ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার কথা রয়েছে। শুধু ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া এর একটি সন্দেহপূর্ণ বর্ণনায় ২১ রাকাতের কথা রয়েছে। আর এ বিভিন্নতা সমন্বয়যোগ্য। **২.** এর সমর্থনে হযরত উমর রা. এর যুগের তারাবীহ সংক্রান্ত আরো পাঁচটি বর্ণনা রয়েছে। একটি মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রের বর্ণনা, অর্থাৎ আবুল আলিয়ার বর্ণনা। আর চারটি সহীহ গ্রহণযোগ্য মুরসাল বর্ণনা, অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই, ইয়াযীদ ইবেন রুমান ও মুহাম্মদ ইবনে কাআব আল কুরাযীর	**১.** তারাবীহর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে তার ছাত্রদের বর্ণনা তিন ধরণের ১১, ১৩ ও ২১। **২.** এ বর্ণনার পক্ষে সমর্থক কোন সহীহ বর্ণনা নেই।

[১]. ইবনু আবি যুবাব এর বর্ণনাটির জন্য দেখুন, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (হাদীস নং ৭৭৩৩); দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ (পৃষ্ঠা নং ৪০৮)।

বর্ণনা। **৩.** হযরত আলী রা. এর যুগেও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হত। এ সংক্রান্ত আবূ আব্দুর রহমান সুলামী[১] ও আবুল হাসনা এর বর্ণনাসহ আলী রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবি বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা ও আলী ইবেন রাবীআ প্রমুখদের আমল রয়েছে। **৪.** খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা ছিল ২০ রাকাত তারাবীহ। **৫.** চার মাযহাবের সকল ইমামগণই ২০ রাকাত প্রমাণিত হওয়ার কথা বলেছেন।	

সারকথা

এ কথা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত যে, হযরত উমর রা. এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হত। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে ২০ রাকাতের বর্ণনাই বিশুদ্ধ ও সহীহ। **১১** রাকাতের বর্ণনা শায ও দলবিচ্ছিন্ন- যা কোন ক্রমেই দলিলযোগ্য নয়।

[১]. হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (২/২২৪) আব্দুর রহমান সুলামী এর বর্ণনাটিকে দলিলরূপে পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত আলী রা তারাবীর জামাত ও রাকাত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন।

প্রথম অধ্যায়

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের হাদীস সহীহ হওয়ার প্রমাণ

প্রথম অধ্যায়

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার হাদীসটি সহীহ হওয়া বিষয়ে হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের মত

ইমাম বাইহাকী 'আস্ সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدِّيْنَوَرِيُّ بِالدَّامَغَانِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، أنبأنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: « كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ».

অর্থ: সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা বর্ণনা করেন, তাঁরা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। [আস্-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী: হাদীস নং ৪৮০১] [১]

---

১. আস্ সুনানুল কুবরা বাইহাকী এর উক্ত সনদ ছাড়াও হাদীসটি আরো তিনটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। যথা:

ক. মুসনাদে আলি ইবনুল জা'আদ এর বর্ণনা:

أخبرنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً».

এ বর্ণনা বিলকুল সহীহ। কারণ, এ বর্ণনায় ইমাম আলী ইবনুল জা'দ ও সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ এর মাঝে মাত্র দুইজন রাবী। ইবনু আবি যীব ও ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা। উভয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর রাবী। দেখুন, মুসনাদে ইবনুল জা'দ পৃষ্ঠা নং ১০০৯ (২/১০০৯), হাদীস নং ২৯২৬ (২৩৮৭)

খ. কিতাবুস সিয়াম ফিরয়াবী এর বর্ণনা:

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ «كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً».

এ হাদীসটিকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের যে সকল ইমাম সহীহ বলেছেন:

১. ইমাম নববী, আল মাজমু (৪/৩২)
২. ইমাম ওলী উদ্দিন ইরাকী, তারহুত তাসরীব (৩/ ৯৭)
৩. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী (৭/১৭৮) ও আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া (২/৫৫১)
৪. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, 'আল মাসাবীহ ফি সালাতিত তারাবীহ'- আল-হাভী ২/৭৪ (১/৩৩৫-৩৩৬)
৫. জহীর আহসান নিমাভী, আসারুস সুনান পৃষ্ঠা ৩৯৩ (২০২)
৬. শিহাবুদ্দীন ক্বাসতাল্লানী রহ. 'ইরশাদুস সারী' ৩/ ৪২৬
৭. আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ. 'তুহফাতুল আখয়ার' পৃষ্ঠা ১০৩
৮. সিদ্দিক হাসান কিন্নাউজী 'আওনুল বারী' ৩/৩৭৮ (২/৮৬১) [১]

দেখুন: আস সিয়াম, ফিরয়াবী হাদীস নং ১৭৬। এ হাদীসের সনদও সহীহ। এতে তামীম ইবনু মুনতাসির ছাড়া বাকী সকলেই সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর রাবী। আর তামীম ইবনুল মুনতাসিরও সিকা ও নির্ভরযোগ্য। দেখুন, তাকরীবুত তাহযীব; মাশিখাতুন নাসাঈ ১/ ৮৪; তারিখুল ইসলাম যাহাবী ৫/ ১০৯৫

গ. মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার বাইহাকী এর বর্ণনা:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ».

দেখুন: মারিফাতুস সুনান, বাইহাকী, হাদীস নং ৫৪০৯। এ সনদকে সহীহ বলেছেন,

১. ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম ১/৫৭৬ গ্রন্থে
২. ইমাম জামালুদ্দীন যায়লায়ী, নসবুর রায়া ২/১৫৪ গ্রন্থে
৩. ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী শরহুল মিনহাজ গ্রন্থে। তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/ ৪৪৬
৪. মুল্লা আলী ক্বারী, শরহুল মুআত্তা ও মিরকাতুল মাফাতিহ ৩/ ৯৭২ গ্রন্থে

ইমাম বাইহাকী রাহ. এর উভয় সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৮

১. তাসহীহ নং ৬,৭, ও ৮ অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম নববীর 'খুলাসা' গ্রন্থের তাসহীহ, ইমাম যায়লায়ী ও সুবকী রহ. এর তাসহীহ মারিফাতুস সুনানের

হাদীস ও ফিক্‌হের এ সকল ইমাম কর্তৃক হাদীসটি সহীহ আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও আলবানী রহ. তাঁর 'সালাতুত্ তারাবীহ' নামক পুস্তিকায় তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যা ১১ রাকাত থেকে বেশী (তথা ২০ রাকাত) প্রমাণিত হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থের লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. এর অনুকরণ করেছেন এবং হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। [১]

বর্ণনা সংক্রান্ত হওয়ায় তা মূল কিতাবে উল্লেখ থাকলেও টীকায় 'মারিফাতুস সুনানের' বর্ণনার সাথে নিয়ে আসা হয়েছে।

১. আরব আলেমদের দৃষ্টিতে ২০ রাকাত তারাবীহ

আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুদের আস্থাভাজন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া' গ্রন্থে ২৩/১১২, হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. তার ফাতাওয়ায় (আওনুল বারী, সিদ্দিক হাসান কিন্নাউজী ২/৮৬৪) এবং শাইখ বিন বায রহ. 'মজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাওবিআহ' গ্রন্থে ১১/৩২৫ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ২০ রাকাত তারাবীহ হযরত উমর রা. থেকে প্রমাণিত এবং এটি খুলাফায়ে রাশিদীন এর সুন্নত। এরূপ স্বীকারোক্তি আরব বিশ্বের সমসাময়িক সর্বজন স্বীকৃত আরো অনেক আলেমও দিয়েছেন, যা আমরা অনুবাদকের ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা 'আল লাজনাতুদ দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিইয়্যাতি ওয়াল ইফতা' থেকে প্রকাশিত 'ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দাইমা' এর ৭/১৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

'কেউ যদি তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত পড়ে তাহলে তার উপর আপত্তি করা যাবে না ... কারণ, হযরত উমর রা. সহ সাহাবায়ে কেরাম কোন কোন রাতে বিতর ছাড়া ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ সম্পর্কে তারাই অধিক অবগত।' এ ফতওয়ার শেষে স্বাক্ষর করেছেন, প্রধান মুফতী আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, নায়েবে মুফতী আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, সদস্য আব্দুল্লাহ বিন কায়ূদ।

উল্লেখ্য যে, পিস পাবলিকেশন-ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্র্যাকটিক্যাল নামায' বইয়ের 'তারাবীর সালাত' অধ্যায়ে তারাবীহ সালাতের রাকাত সংখ্যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে ২০ রাকাতের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লেখক তাতে তারাবীহ সালাতের ইতিহাসকে চার স্তরে আলোচনা করে লিখেছেন, 'সুতারাং ২০ রাকাতের অভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত'। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ২২০-২২৩)

সারকথা, শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী ও আব্দুর রহমান মুবারকপুরী এর পূর্বের যত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ এর বক্তব্য আমরা পেয়েছি তারা সকলেই এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এ দুজনের পূর্বে কেউ এটিকে যঈফ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাই নির্দ্বিধায় বলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. এর দলীল

যায়, এ হাদীসকে যঈফ বলা আলবানী ও মুবারকপুরী সাহেবের সুস্পষ্ট ভুল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমাদের দেশের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ এ ভুলের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী ও মুবারকপুরী রহ. এর তাকলীদ করছেন। এভাবে সতর্ক করার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা এর হাদীস দুর্বল আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আলবানী রহ. এর দলীল

১ নং দলীল : মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর বর্ণনা

ইমাম মালেক 'মুআত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

অর্থ: সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব রা. ও তামীমে দারী রা.কে সকলকে নিয়ে ১১ রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন।

আলবানী রহ. মনে করেন, সায়েব থেকে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের বর্ণনার তুলনায় মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের ১১ রাকাতের এই বর্ণনাটি অগ্রগণ্য। কারণ:

ক. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। (আর মুনকারুল হাদীস রাবী কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করলে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না। এখানে যেহেতু 'মুনকারুল হাদীস' রাবী ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা ২৩ রাকাত বর্ণনা করে নির্ভরযোগ্য রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর ১১ রাকাতের বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন, তাই তার ২৩ রাকাতের বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। (দেখুন, সালাতুত তারাবীহ, আলবানী পৃষ্ঠা নং ৫০)

খ. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে ইমাম যাহাবী রহ. 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (আর এ কথা সকলের জানা যে, তিনি তার এ গ্রন্থে শুধু 'মুতাকাল্লাম ফিহ' তথা সমালোচিত বর্ণনাকারীদের আলোচনা করেছেন। - টীকা নং ১, সালাতুত্ তারাবীহ, আলবানী পৃষ্ঠা : ৫০)

গ. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনায় তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে 'ইযতিরাব' (বিভিন্নতা) রয়েছে। তার কোন বর্ণনায় **২১** এবং কোন বর্ণনায় ২০ (বিতরসহ ২৩) রাকাতের কথা এসেছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ এর বর্ণনা 'ইযতিরাব'মুক্ত।

ঘ. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর ভাগিনা। তাই তিনি তার বর্ণনা সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ও সংরক্ষণকারী হবেন বৈ কি।

ঙ. হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী তার 'তাক্বরীবুত্ তাহযীব' কিতাবে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফকে 'সিকাতুন সাব্তুন' বলেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে শুধু 'সিকাতুন' বলেছেন।

২ নং দলীল : হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতির ঘটনা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমর্থন

মুহাম্মদ ইবনে নসর ও আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেন,

عن جابر بن عبد الله، قال: جاء أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ **يَعْنِي فِي رَمَضَانَ**، قَالَ: « وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟» ، قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي، قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

অর্থ: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, উবাই ইবনে কা'ব রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আজ রাতে **অর্থাৎ রমযান মাসে** আমার থেকে একটি বিষয় সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি ঘটনা? তিনি বললেন, আমার ঘরে কয়েকজন মহিলা রয়েছে। তারা বলল, আমরা কুরআন পড়তে জানি না, তাই আপনার পিছনে নামাজ পড়তে চাই। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি তাদেরকে ৮ রাকাত নামাজ ও বিতর পড়িয়েছি। বর্ণনাকারী

বলেন, এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বললেন না। সুতরাং তা সন্তুষ্টির মতই। [মুখতাসারু ক্বিয়ামিল লাইল, পৃ: ২১৭; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং : ১৮০১]

৩ নং দলীল : জুরী রহ. এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব সর্বোচ্চ ১৩ রাকাত

ইমাম সুয়ূতী বর্ণনা করেন,

قَالَ الجوري مِنْ أَصْحَابِنَا: عَنْ مالك أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَهُوَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ قَرِيبٌ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُحْدِثَ هَذَا الرُّكُوعُ الْكَثِيرُ؟

অর্থ: আমাদের শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী জুরী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, উমর রা. সকলকে যে বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সেটি আমার খুবই পছন্দনীয়। তা হচ্ছে ১১ রাকাত। এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাজ। তাকে (ইমাম মালেক কে) জিজ্ঞাসা করা হল, ১১ রাকাত কি বিতর সহ? তিনি বললেন হ্যাঁ, ১৩ রাকাতও কাছাকাছি, তবে আমার জানা নেই যে, (এর অতিরিক্ত) এত বেশি রাকাত কোথা থেকে আবিষ্কার হল? [আলহাভী লিল্ ফাতাওয়া ১/৪১৭]

আলবানী রহ. মনে করেন, এর মাধ্যমে ইমাম মালেক রহ. যে ২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকার করেছেন তা সুস্পষ্ট। তদ্রূপ মালেকী মাযহাবের ইবনুল আরাবী রহ.ও এ বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করেছেন। দেখুন 'আরিযাতুল আহওয়াযী' ৪/১৯

৪ নং দলীল : ২০ রাকাত এর মতকে ইমাম শাফিয়ী ও তিরমিযী রহ. দূর্বলতাবোধক শব্দে উল্লেখ করা

শাফেয়ী ও ইমাম তিরমিযী রহ. তারাবীহ ২০ রাকাতের উক্তিটি رُوِيَ শব্দ (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ 'বর্ণিত হয়েছে' ধরণের শব্দ) দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেন,

رَأَيْتهمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ

অর্থ: আমি তাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারায় ৩৯ রাকাত পড়তে দেখেছি। তবে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় হচ্ছে ২০ রাকাত। কারণ, এটি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। তারা মক্কাতেও এরূপ পড়ত এবং ৩ রাকাত বিতর পড়ত। [মুখতাসারুল মুযানী ৮/১১৪]

ইমাম তিরমিযী বলেন,

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً».

অর্থ: অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত সেটাই যা বর্ণিত আছে হযরত উমর, হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অর্থাৎ ২০ রাকাত। এটিই ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেয়ী রহ. এর মত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমাদের শহর মক্কা মুকাররামায় আমি এমনটিই পেয়েছি যে, তারা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। [জামে তিরমিযী ৩/১৬০]

আলবানী রহ. মনে করেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম তিরমিযী ২০ রাকাত তারাবীহ এর উক্তিটি মাজহুল সীগা (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ বর্ণিত হয়েছে ধরণের শব্দ) দ্বারা উল্লেখ করেছেন। এটাই এ কথার প্রমাণ যে, এ উক্তিটি

তাদের মতে দুর্বল। কারণ নববী রহ. বলেন, মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট رُوِيَ (বর্ণিত আছে) তথা মাজহুল শব্দে বর্ণনা করা দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়।

৫ নং দলীল : আলী রা. এর আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য

জনৈক রাফেযী এর বক্তব্য (আলী রা. দিন রাতে হাজার রাকাত নামাজ পড়তেন) এর খণ্ডনে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নত সম্পর্কে অবগত ও তার অনেক বেশি অনুগত ছিলেন। দিন-রাতে হাজার রাকাত নামাজ পড়া সম্ভব হলেও তা করে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করতে পারেন না। (কারণ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত নয়)।

আলবানী রহ. বলেন, চিন্তা করে দেখুন- 'ইবনে তাইমিয়া কিভাবে হযরত আলী রা. কে রাসূলের সুন্নতের তুলনায় অতিরিক্ত নামাজ পড়া থেকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।' এর দ্বারা আলবানী রহ. বুঝাতে চান যে, আলী রা. ২০ রাকাত তারাবীহর ব্যাপারেও সন্তুষ্ট নন। কারণ, তা (আলবানী রহ. এর দৃষ্টিতে) সুন্নাহ পরিপন্থী।

৬ নং দলীল : আয়েশা রা. এর ১১ রাকাতের বর্ণনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

অর্থ: আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাজ কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে ও রমযান ছাড়া অন্য মাসসমূহে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯; সহীহ মুসলিম,

হাদীস নং : ৭৩৮]

৭ নং দলীল [১] : জাবির রা. এর ৮ রাকাতের মারফু বর্ণনা

ইমাম তাবারানী হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ.

অর্থ: হযরত জাবির রা. বলেন, রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ ও বিতর পড়লেন। পরের রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসবেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত আমরা মসজিদে অপেক্ষায় থাকলাম। এরপর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা গত রাতে মসজিদে সমবেত হয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম আপনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়বেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের উপর তারাবীহ ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছি। (তাই বের হইনি।)

[আল মুজামুস্ সগীর, তাবারানী ৫২৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১০৭০; সহীহ ইবনে হিব্বান ২৪০৯, ২৪১৫; মুসনাদে আবু ইয়ালা আল মাউসিলী ১৮০২; ক্বিয়ামু রমাযান মুহাম্মদ ইবেন নসর পৃষ্ঠা ২১৭]

সকল ইমামদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার জন্য আলবানী রহ. এ সকল দলীলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সামনের অধ্যায়ে আমরা সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

[১]. অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

তৃতীয় অধ্যায়

আলবানী রহ. এর দলীলসমূহের জবাব

তৃতীয় অধ্যায়

আলবানী রহ. এর দলীলসমূহের জবাব

আলবানী রহ. যে দলীলগুলো উল্লেখ করেছেন আমরা তার দুটি জবাব দিব। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সংক্ষিপ্ত জবাব

কোন হাদীসের বক্তব্য যদি সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে গোটা উম্মতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হয়ে আসে তাহলে হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে তার সনদ তালাশ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এভাবে অনুসৃত হওয়াটাই বড় প্রমাণ। আমাদের আলোচ্য ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার হাদীসটিও তেমনি। নিম্নে এ সংক্রান্ত মুহাদ্দিসীনে কেরামের কিছু উক্তি পেশ করা হল।

১. হযরত মুআয রা. কে বিচারক হিসাবে প্রেরণের হাদীস সম্পর্কে খতিব বাগদাদী রহ. বলেন,

إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والْحِلُّ مَيْتَتُهُ ، وَقَوْلِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ ، وَقَوْلِهِ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ ، لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا، فَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذٍ، لَمَّا احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا غَنَوْا عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهُ.

অর্থ: উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে (আমলের মাধ্যমে) এই হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এবং এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এটাই প্রমাণ যে, এ হাদীসটি

তাঁদের নিকট সহীহ। এরূপ আরো কিছু হাদীস যেমন,

ক. لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (ওয়ারিশদের জন্য কোন অসিয়ত প্রযোজ্য নয়)

খ. সমুদ্রের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والْحِلُّ مَيْتَتُهُ (তার পানি পবিত্র এবং (কোন কারণবশত) মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল)

গ. إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ (পণ্য অক্ষত থাকা অবস্থায় যদি ক্রেতা-বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণে এক মতে পৌঁছতে না পারে, তাহলে উভয়ে হলফ করবে এবং বিক্রয়চুক্তি বাতিল করবে)

ঘ. الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (নিহত ব্যক্তির রক্তপন হত্যাকারী ব্যক্তির আকেলার উপর বর্তাবে)

এ হাদীসগুলো যদিও বাহ্যত সনদের আলোকে প্রমাণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, কিন্তু সকলেই আমলের মাধ্যমে যুগযুগ ধরে এগুলো সহীহ হিসাবে অনুসরণ করে এ কথার প্রমাণ করেছেন যে, এগুলোর সনদ তালাশ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ হযরত মুআজ রা. এর আলোচ্য হাদীসকে সকলেই প্রমাণযোগ্য বিবেচনা করে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই এর সনদ তালাশ করার প্রয়োজন নেই। [আলফক্বিহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/৪৭১]

ইবনুল কায়্যিম রহ.ও এ বিষয়টি 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে (১/২০২-২০৩) উল্লেখ করে এর প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

২. ইমাম সুয়ূতি রহ. বলেন,

يُحْكَمُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ إِذَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ: لِمَا حُكِيَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَ حَدِيثَ الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ» ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُونَ مِثْلَ إِسْنَادِهِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ عِنْدِي صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ. وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: رَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينَارُ

أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا» ، قَالَ: وَفِي قَوْلِ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى مَعْنَاهُ غِنًى عَنِ الْإِسْنَادِ فِيهِ.

অর্থ: কোন হাদীসের সহীহ সনদ না পাওয়া গেলেও যদি সকলের আমলের মাধ্যমে হাদীসের বক্তব্য অনুসৃত হয় তাহলে সে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে। যেমন, তিরমিযী রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, বুখারী রহ. 'সমুদ্রের হাদীস' (তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল) কে সহীহ বলেন। হাফেজ ইবনু আব্দিল বার রহ. 'আল ইসতিযকার' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীস বিশারদগণ এ ধরণের সূত্রকে সহীহ বলেন না, কিন্তু হাদীসটি আমার নিকট সহীহ। কারণ, সকল আলেম এটিকে আমলের মাধ্যমে অনুসরণ করে আসছে। তিনি 'আত তামহীদ' গ্রন্থে আরো বলেছেন, '২৪ ক্বিরাতে ১ দিনার' এ হাদীসটির বক্তব্যের ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় এর সনদ তালাশ করার প্রয়োজন নেই। [তাদরীবুর রাবী ১/৬৬]

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সানআনী রহ. বলেন,

قال الحافظ ابن حجر: « من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا، - يريد زين الدين في منظومته وشرحها - أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي رحمه الله : «وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة، لا أعلم منهم فيه خلافا». وقال في حديث «لا وصية لوارث» : «لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملت به».

অর্থ: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, যে বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তার মধ্যে একটি হল (যা আমার শায়খ যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. তার 'আলফিয়া' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেননি),

কোন হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে সকল আলেম ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাহলে সে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উসূল শাস্ত্রের অনেক ইমাম এই নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য, 'কোন পানির যদি স্বাদ, গন্ধ ও রং পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তা ব্যবহার যোগ্য নয়।' এ হাদীসটির সনদকে যদিও হাদীস বিশারদগণ সহীহ মনে করেন না, তথাপি এটিই সকলের বক্তব্য, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। তদ্রূপ, 'ওয়ারিশদের জন্য কোন অসিয়ত প্রযোজ্য নয়' এ হাদীসটিও উলামায়ে কেরাম প্রমাণিত বলে মনে করেন না। কিন্তু সকলে আমলের মাধ্যমে এটির অনুসরণ করেছে। [তাউযীহুল আফকার ১/২৫৭-২৫৮] [১]

হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের এসকল বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি উম্মাহর আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হয় তাহলে তার সনদ তালাশ করার প্রয়োজন হয় না।[২] আর ২০ রাকাত তারাবীহ যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকলের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে কিছু প্রমাণ উল্লেখ করছি।

---

১. ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. তার 'সহীহ' গ্রন্থের إِمَامَةِ الْمُسَافِرِ الْمُقِيمِينَ، وَإِتْمَامِ الْمُقِيمِينَ صَلَاتَهُمْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ অধ্যায়ে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণনা করার পূর্বে শিরোনামে তিনি লিখেছেন,

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهَا

অর্থ: হাদীসটি সনদের দিক থেকে প্রমাণিত হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, আলী ইবনে যায়দ ইবনে জুদআন সম্পর্কে মনে খটকা (দুর্বলতা) রয়েছে। তারপরও হাদীসটি আমি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কারণ, এ মাসআলায় উলামায়ে কেরামের কোন মতভেদ নেই; তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত। দেখুন, সহীহ ইবেন খুযাইমা, হাদীস নং ১৬৪৩।

২. সম্প্রতি শায়খ বিন বায ও ইবনে উসাইমিন রহ. এর বিশিষ্ট শাগরিদ শায়খ আতিফ ইবনুল হাসান ফারুকী এর أحاديثُ ضِعاف وعليها العمل بغير خلاف নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এতে কিছু হাদীসের ব্যাপারে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হাদীসগুলো সনদের বিচারে দুর্বল হলেও এর বক্তব্য অনুযায়ী উম্মাহর সর্বসম্মত আমল রয়েছে।

২০ রাকাত তারাবীহ সকলের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হওয়ার প্রমাণ

১. ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. (মৃত : ৪৬৩) বলেন,

وَهُوَ - عِشْرُونَ رَكْعَةً - الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

অর্থ: এটাই সহীহ যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ২০ রাকাত তারাবীহ পড়িয়েছেন। আর তাতে কোন সাহাবী দ্বিমত করেননি। [আল ইসতিযকার ৫/১৫৭]

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَنَا

অর্থ: তিনি আরো বলেন, এটিই (২০ রাকাত তারাবীহ) **অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত** এবং আমাদের নিকট এটিই পছন্দনীয়। [তারহুত তাছরীব ৩/৯৭]

২. ইমাম তিরমিযী রহ. (মৃত : ২৬৯) বলেন,

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً».

অর্থ: সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত সেটাই যা বর্ণিত আছে হযরত উমর, হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অর্থাৎ ২০ রাকাত। এটিই ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেয়ী রহ. এর মত। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমাদের শহর মক্কা মুকার্‌রামায় আমি এমনটিই পেয়েছি যে, তারা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। [জামে তিরমিযী ৩/১৬০]

৩. ইবনে রুশদ মালেকী রহ. (মৃত : ৫৯৫) বলেন,

اخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَداود: الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

অর্থ: ইমাম মালেক রহ. এর এক বক্তব্য অনুযায়ী এবং ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম দাঊদ এর বক্তব্য হচ্ছে বিতর ছাড়া তারাবীহ ২০ রাকাত। [বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২১৯]

৪. ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী রহ. (মৃত : ৮২৬) বলেন,

وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيٍّ وَشُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْحَارِثِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ

অর্থ: ২০ রাকাত তারাবীর মতই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম সাওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অধিকাংশ উলামা। ইমাম ইবনে আবি শাইবা রহ. 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে এ মতই বর্ণনা করেছেন হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, শুতাইর ইবনে শাকাল, ইবনে আবী মুলাইকা, হারেস আল হামদানী ও আবুল বাখতারী থেকে। [তরহুত তাসরীব ৩/৯৭]

৫. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত : ৭২৮) বলেন,

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أبي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ.

অর্থ: নিশ্চয় এ কথা প্রমাণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. লোকদের (সাহাবা ও তাবিয়ীদের) নিয়ে রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। এ জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে এটিই সুন্নত। কারণ, তিনি এ নামাজ পড়িয়েছেন আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে নিয়ে, তাদের কেউ এর উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। [মজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. (মৃত : ১২৪২) বলেন,

وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كانت صلاتهم عشرين ركعة.

অর্থ: উমর রা. যে তারাবীহ নামাজে উবাই ইবনে কা'ব রা. এর পিছনে সকলকে একত্রিত করেছিলেন তা ছিল ২০ রাকাত। [মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইলিন নাজদিয়্যাহ ১/৯৫]

আইম্মায়ে হাদীস থেকে এ ধরণের আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে, যা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ১১ রাকাত থেকে বেশি তারাবীহ গোটা উম্মাতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত। আমাদের আলোচ্য ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। অধিকন্তু এর সনদও সহীহ। যা আমরা সামনে বিস্তারিত জবাবের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দের নিকট তুলে ধরছি।

বিস্তারিত জবাব

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার হাদীস সংশ্লিষ্ট ৫টি আপত্তির জবাব

১ নং আপত্তি : ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। [১]

জবাব : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সম্পর্কে বক্তব্য বিভিন্ন রকম রয়েছে। আছরাম এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁকে 'সিকা' তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তদ্রূপ ইমাম আবু হাতেম, নাসাঈ, ইবনে সা'দ ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম মালেকসহ সকল ইমাম তাঁকে প্রমাণযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইবনে হিব্বান রহ. তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিষয়ে রচিত 'কিতাবুস্ সিকাত' এর অর্ন্তভুক্ত করেছেন।

আর ইমাম বুখারী ও মুসলিম দু'জনই যে তাঁকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন সেটি অবশ্যই আলবানী রহ. এর অজানা নয়। দেখুন, সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ৪৭০, ১০৭২, ২৩২৩, ৩৩২৫, ৬২৪৫, ৬৭৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৪৪, ৫৭৭, ১৫৭৬, ২১৫৩, ২৫৭২। এসব হাদীসে সনদে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা রয়েছেন।

সুতরাং ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা যদি মুনকারুল হাদীস হন, তাহলে বুখারী-মুসলিমের উপরোক্ত হাদীসগুলোকে কি বলা হবে?

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হাফেজ মিয্যী কৃত 'তাহযীবুল কামাল' ৩২/১৭২-১৭৪ এবং ইবনে হাজার আসকালানী কৃত 'তাহযীবুত তাহযীব' ৩/৩৯১ ও ফতহুল বারী এর ভূমিকা 'হাদয়ুস্ সারী' ১/৪৫৩।

আলবানী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর যে বক্তব্যটি দলিল হিসাবে পেশ করেছেন সেটি বর্ণনা করেছেন আজুররী রহ. ইমাম আবূ দাউদে রহ. এর সূত্রে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী 'হাদয়ুস সারী' তে বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

---

[১]. দেখুন, সালাতুত তারাবীহ আলবানী পৃষ্ঠা নং ৫০

قلت هذه اللفظة - منكر الحديث - يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم.

অর্থ: 'মুনকারুল হাদীস' শব্দটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এমন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন যিনি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক রাবীদের তুলনায় নিঃসঙ্গ অর্থাৎ এমন বিশেষ কিছু (একসূত্র বিশিষ্ট) বর্ণনা করেন যা তার সমসাময়িক বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রা. এর এ বিশেষ পরিভাষা রীতি তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝা গেছে। তাছাড়া ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে ইমাম মালেক রহ.সহ সকল ইমামগণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। [হাদয়ুস সারী- ফাতহুল বারীসহ ১/৪৫৩]

অতএব হাফেজ আসকালানী রহ. এর বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁকে 'মুনকারুল হাদীস' দোষযুক্ত করার জন্য বলেননি; বরং তার উদ্দেশ্য হল, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা বিশেষ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন যা তাঁর সমকালীন বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি। [১]

---

[১]. উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রা. সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে শুধু ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে 'মুনকারুল হাদীস' তথা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন এমনটি নয়। ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা ছাড়া সহীহ বুখারীর আরো অনেক বর্ণনাকারী সম্পর্কেও তাঁর এমন মন্তব্য রয়েছে। যেমন দেখুন:

ক. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত-তাইমী যিনি সহীহ বুখারীর ১ম হাদীসসহ একাধিক হাদীসের রাবী। দেখুন হাদীস নং ২৫২৯, ৩৮৫৬ ও ৪৮১৫। তার সম্পর্কে ইবনে হাজর আসকালানী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন,

محمد بن إبراهيم التيمي استنكر أحمد بعض حديثه

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্ তাইমী এর কিছু হাদীসকে ইমাম আহমদ রহ. মুনকার বলেছেন। দেখুন, ফতহুল বারী এর ভূমিকা 'হাদয়ুস সারী' ১/৪৬৩

খ. বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ যার থেকে সহীহ বুখারীতে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন, ৭৯, ৬৫১, ১০৫৯, ১৪৩৮, ২৩১৯, ২৬৬৩, ২৮৮৪, ৩১৩৬, ৩৬২২, ৩৮৭৬, ৪০৮১, ৪১২৮, ৪২৩০, ৪২৩৩, ৪৩২৩, ৪৩২৮, ৪৪১৫, ৫০৪৮, ৬০৬০, ৬১৯৮, ৬২৯৪, ৬৩৮৩, ৬৪০৭, ৬৪৮২, ৭০৪১। তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করছেন এভাবে,

ইমাম যাহাবী তার 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে আলী ইবনুল মাদিনী এর জীবনীতে বলেন,

بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه فيعرف ذلك، فانظر أول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم

بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ... قال أحمد روى مناكير، قلت احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة

অর্থ: ইমাম আহমদ রহ. বলেন, বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনে হাজার) বলবো, বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহকে ইমামদের সকলেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ এবং আরো অনেকে একসূত্র বিশিষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রেও 'মুনকার' পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। দেখুন, ফতহুল বারী এর ভূমিকা 'হাদয়ুস সারী' ১/৩৯২

ইমাম আহমদ রহ. এর মত ইমাম আবু বকর বারদিজীও ইউনুস ইবনুল কাসেম আলহানাফী সম্পর্কে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। ইবনে হাজার রহ. তার এ মন্তব্য সম্পর্কে বলেন,

مذهب البرديجي أَن الْمُنكر هُوَ الْفَرد سَوَاء تفرد بِهِ ثِقَة أَو غير ثِقَة فَلَا يكون قَوْله مُنكر الحَدِيث جرحا بَينا

অর্থ: 'মুনকার' বলার ক্ষেত্রে বারদিজীর রীতি হচ্ছে যে, কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবী নিঃসঙ্গ হলেই অর্থাৎ এক সূত্র বিশিষ্ট হাদীসকে 'মুনকার' বলেন, চাই এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক। তাই তাঁর 'মুনকারুল হাদীস' বক্তব্যটি কারো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আপত্তি নয়। দেখুন, ফাতহুল বারী এর ভূমিকা 'হাদয়ুস সারী' ১/ ৪৫৫

সহীহ বুখারীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে আরো যাদেরকে অনেকে 'মুনকার' হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন এবং এমন মন্তব্য তাদের নির্ভযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর জন্য 'হাদয়ুস সারী' থেকে এদের আলোচনা দেখুন: আহমদ ইবনে শাবীব আল হাবাতী, তাওবা বিন আবুল আসাদ আল আম্বরী, খুছাইম ইবনে ইরাক আলগিফারী, দাউদ ইবনুল হুসাইন আলমাদানী, আব্দুর রহমান ইবনে শুরাইহ আল মাআফিরী, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আততুফাবী, মুগীরা বিন মিকসাম আদ্দাব্বী, মুসা বিন নাফে আল হান্নাত প্রমূখ।

অর্থ: হাফেজ ও সিকা রাবী যখন কিছু হাদীস নিঃসঙ্গভাবে বর্ণনা করেন, এটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ও স্তর উন্নত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বুঝা যায় হাদীস শাস্ত্রের পিছনে তিনি মেহনত ও গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। তিনি সমসাময়িকদের তুলনায় এমন কিছু বিষয় অতিরিক্ত জানতেন যা তারা জানত না। হ্যাঁ, তবে যদি এ ক্ষেত্রে তার ভুল ও বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তাহলে তা তো বুঝাই যাবে। আপনি প্রথমে সাহাবায়ে কেরামের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, ছোট বড় নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেকেই এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ করেনি। এ কারণেই বলা হয়, এই সাহাবীর এ হাদীসের (অন্য কোন বর্ণনাকারী দ্বারা) সমর্থন নেই। তাবিঈদের বিষয়টিও এমনি। তাদেরও প্রত্যেকের নিকট এমন কিছু জ্ঞান ছিল যা অন্যদের নিকট ছিল না। [মিযানুল ই'তিদাল ৩/১৪০]

আর এটি জানা কথা যে, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা তারাবীহ এর হাদীসের ক্ষেত্রে ভুলের স্বীকার হননি এবং তিনি এক্ষেত্রে 'মুতাফার্‌রিদ' তথা সঙ্গীহীন ও একাকী নন। [১]

২ নং আপত্তি : ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে ইমাম যাহাবী তার 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (আর এ কথা সকলের জানা যে, তিনি তার এ গ্রন্থে শুধু 'মুতাকাল্লাম ফিহ' তথা অভিযুক্ত বর্ণনাকারীদের আলোচনা করেছেন। [টীকা ১, সালাতুত্ তারাবীহ, আলবানী পৃষ্ঠা ৫০])

জবাব : আলবানী রহ. কি ধারণা করেছেন যে, যাহাবী রহ. কৃত 'মিযানুল ই'তদাল' এ কোন বর্ণনাকারী অন্তর্ভুক্ত হওয়াই তার দুর্বলতার প্রমাণ?! বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। কারণ, স্বয়ং যাহাবী রহ. 'মিযানুল ই'তিদাল' এর শেষদিকে ৪/৬১৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন,

فأصله وموضوعه في الضعفاء وفيه خلق من الثقات ذكرتهم للذب عنهم ولأن الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا.

অর্থ: মূলত এ কিতাবের বিষয়বস্তু দুর্বল বর্ণনাকারীগণ। তবে এতে অনেক 'সিকা' তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদেরও স্থান হয়েছে। আমি তাদেরকে

---

[১]. সুতরাং ইয়াযিদ ইবনে খুসাইফা সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. এর 'মুনকারুল হাদীস' শব্দটি দোষ হিসাবে বলা হয়নি। তাই এর কারণে তাঁর নির্ভরযোগ্যতায় ও ২০ রাকাত তারাবীর বর্ণনায় কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ করেছি দোষমুক্ত করার জন্য এবং এ কথা বুঝানোর জন্য যে, তাদের ক্ষেত্রে কথিত সমালোচনা তাদের নির্ভরযোগ্যতায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এ জন্যই দেখা যায় তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে অনেক 'সিকা' তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উল্লেখ করে তাদের দোষমুক্ত করেছেন। যেমন,

১. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনে ইয়াস ওয়াসিতী সম্পর্কে বলেন, ইবনে আদী তাঁকে 'আল কামিল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে অনুচিত কাজ করেছেন। (দেখুন : ১/ ৪০২)

২. হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান সম্পর্কে বলেন, ইবনে আদী তাঁকে 'আল কামিল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করলে আমি তাঁকে এ গ্রন্থে উল্লেখ করতাম না। (দেখুন : ১/৫৯৫)

৩. সাবিত আল বুনানী সম্পর্কে বলেন, সাবিত তার নামের মতই সাবিত তথা দৃঢ় ও নির্ভুল বর্ণনাকারী। ইবনে আদী তাঁকে উল্লেখ না করলে আমিও করতাম না। (দেখুন : ১/৩৬৩)

৪. একজন বড় মাপের বর্ণনাকারী হুমাইদ ইবনে হিলাল সম্পর্কে বলেন, তাঁকে ইবনে আদীর 'আল কামিল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্যই আমি তাঁকে এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, অন্যথায় তিনি 'হুজ্জত' তথা দলীল হওয়ার যোগ্য। (দেখুন : ১/৬১৬)

৫. উআইস কারনী সম্পর্কে বলেন, বুখারী রহ. যদি তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ না করতেন তাহলে আমিও তাঁকে উল্লেখ করতাম না। কারণ তিনি একজন আল্লাহর নেক বান্দা। (দেখুন : ১/২৭৯)

৬. প্রসিদ্ধ হাফেজ আব্দুর রহমান ইবনে আবী হাতেম সম্পর্কে বলেন, আবুল ফযল সুলাইমানী যদি তাঁকে দোষযুক্ত হিসাবে উল্লেখ না করতেন তাহলে আমিও উল্লেখ করতাম না। এভাবে তাঁকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করে তিনি বড়ই মন্দ কাজ করেছেন। (দেখুন: ২/৫৮৮) [১]

---

[১]. ইমাম বুখারী রহ. এর শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.। যাঁর হাদীস দিয়ে ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারী অনেকটা ভরে রেখেছেন। স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. যাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আলী ইবনুল মাদীনী রহ. নিকট নিজেকে যতটা ছোট মনে হয়, অন্য কারো নিকট এতোটা ছোট মনে হয়নি।' (দেখুন : মিযানুল ইতিদাল ৩/১৪০, তাহযীবুত তাহযীব ৭/৩০৮ ও ৯/৪৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৬)।

ইমাম যাহাবী রহ. এ বিষয়ে (বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তাদের ব্যাপারে এমন সমালোচনা রয়েছে যা তাদের নির্ভরযোগ্যতায় প্রভাব ফেলতে পারেনি) একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। (গ্রন্থটির নাম, আর রুআতুস সিকাতুল মুতাকাল্লাম ফিহিম বিমা লা ইউজিবু রাদ্দাহুম) [১] এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেন,

وَقد كتبت فِي مصنَّفِي « الْمِيزَان » عددا كثيرا من الثِّقَات الَّذين احْتج البُخَارِيُّ أَو مُسلمٌ أَو غَيرُهمَا بهم، لكَون الرجل مِنْهُم قد دُوِّنَ اسْمُه فِي مصنَّفاتِ الْجرْح، وَمَا أوردتُهم لضعف فيهم عِنْدِي، بل ليعرف ذَلِك، وَمَا زَالَ يمر بِي الرجل الثبت وَفِيه مقَال من لَا يعبأ بِهِ.

অর্থ: আমি আমার রচিত 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এমন অনেক সংখ্যক 'সিকা' তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদেরও উল্লেখ করেছি যাদেরকে ইমাম বুখারী, মুসলিম বা অন্য কোন ইমাম প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারপরও তাদেরকে আমি এ জন্য উল্লেখ করেছি যে, সমালোচিত বর্ণনাকারী নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আমার নিকট তারা দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি– বিষয়টি এমন নয়। বরং সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁরা দুর্বল নয় এ কথা প্রমাণ করার জন্যই তাদেরকে এনেছি। আমি এমন অনেক বর্ণনাকারীর দেখা পেয়েই চলেছি যারা নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তাদের ব্যাপারে এমন ব্যক্তির সমালোচনা রয়েছে যার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। [আর রুওয়াতুস্ সিকাত আল মুতাকাল্লাম ফিহিম বিমা লা ইউজিবু রদ্দাহুম পৃ : ২৩]

এরপর তিনি এমন অনেক সমালোচিত অথচ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যার সম্পর্কে বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীস ও ইলালুল হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। (দেখুন : তাকরীবুত তাহযীব ১/৪০৩ রাবী নং ৪৭৫৮)

এই আলী ইবনুল মাদীনীর আলোচনাও 'মিযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে ৩/১৩৮ রয়েছে। তাই বলে তিনিও কি আলবানী রহ. এর দৃষ্টিতে দুর্বল?! যাহাবী রহ. তার নাম উল্লেখ করে বলেন, উকাইলী তাকে তার 'আয্ যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করে বড়ই নিকৃষ্ট কাজ করেছেন।

১. গ্রন্থটি পায় দুই যুগ পূর্বে পাকিস্তান থেকে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ ঢাকা) এর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনা করেছেন যাদের ক্ষেত্রে ঐ সমালোচনা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

(সুতরাং আলবানী সাহেবের এ আপত্তিটি খুবই স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক; বরং তা হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক বিচরণ সত্ত্বেও নেহায়েত অপরিপক্বতারই প্রমাণ বহন করে বৈকি!)

৩ নং আপত্তি : ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনায় তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে 'ইযতিরাব' (বর্ণনার বিভিন্নতা) রয়েছে। তার কোন বর্ণনায় ২১ এবং কোন বর্ণনায় ২০ (বিতরসহ ২৩) রাকাতের কথা এসেছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ এর বর্ণনা 'ইযতিরাব'মুক্ত।

জবাব : কোন 'ইযতিরাব' (বর্ণনার বিভিন্নতা) [১] যদি সমন্বয়যোগ্য হয় তাহলে তা দোষের কিছু নয়। এ কারণে হাদীস অগ্রহণযোগ্য হয় না। আমাদের হাদীসের ইযতিরাবও সমন্বয়যোগ্য। এ সম্পর্কে হাফেজ আসকালানী বলেন,

---

[১]. **মুযতারিব এর সংজ্ঞা**

কোন হাদীস এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে এমন বিভিন্নতার সাথে বর্ণিত হওয়া যার মাঝে সমন্বয় সম্ভব নয় এবং বর্ণনাগুলো শক্তির দিক থেকে সমপর্যায়ের হওয়ার কোন একটিকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করারও সুযোগ থাকে না।

হাদীস মুযতারিব হওয়ার শর্ত

ক. হাদীসগুলোর মাঝে এমন বিভিন্নতা ও ইখতিলাফ থাকা যা সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

খ. শক্তির বিচারে বর্ণনাগুলো সমপর্যায়ের হওয়ায় কোন একটিকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করতে না পারা।

ইযতিরাবের হুকুম

ইযতিরাব বর্ণনার জন্য একটি ত্রুটি যার কারণে বর্ণনাটি আমলযোগ্য থাকে না। তবে যদি কোন দিক দিয়ে একটি বর্ণনাকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হয় তাহলে রাজিহ তথা অগ্রগামী বর্ণনাটি অথবা যদি সমন্বয় করা সম্ভব হয় তাহলে সবগুলো বর্ণনা আমলযোগ্য হয়ে যায়।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'আন নুকাত' ইবনে হাজার ২/৭৭২- ৮১০; 'ফাতহুল মুগিস' সাখাবী ১/২৯০-২৯৬; আদ দুরারুস সামীনা ৯২-৯৩; ও 'আল হাদীসুল মুযতারিব' নামে উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত শুধু মুজতারিব হাদীস বিষয়ে তিন খণ্ডের একটি গবেষণাপত্র।

والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث

অর্থ: তারাবীহর নামাজ ২০ রাকাতের উপরে বর্ণনার যে বিভিন্নতা রয়েছে তা মূলত বিতর নামাজের কারণে। কারণ, বিতর কখনও এক রাকাত কখনো ৩ রাকাত পড়া হত। [ফাতহুল বারী ৪/২৫৩] [১]

(সুতরাং ইযতিরাবের অজুহাত দেখিয়ে ২০ রাকাতের বর্ণনাকে দুর্বল বলার কোন সুযোগ নেই।)

যদি শুধু সংখ্যার বিভিন্নতা 'ইযতিরাব' এর কারণ হয় এবং তার কারণে হাদীস অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমরা বলবো, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনার তুলনায় মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর বর্ণনায় আরো বেশি 'ইযতিরাব' রয়েছে। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে তিন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় **১১**, অন্য দুটিতে যথাক্রমে **১৩** ও **২১** রাকাতের কথা রয়েছে। (পক্ষান্তরে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা থেকে বর্ণনা রয়েছে দুই ধরণের, **২১** ও ২০ (বিতরসহ ২৩) রাকাতের, যার মাঝে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সমন্বয় করেছেন।)

ইযতিরাব মূলত ৮ রাকাতের হাদীসে!

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে তারাবীর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

ক. ইমাম মালেক রহ. থেকে **১১** রাকাতের বর্ণনা:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বলেন, সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম দারী রা.কে সকলকে নিয়ে **১১** রাকাত নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। [মুআত্তা মালেক হাদীস নং ৩৭৯;

[১]. সমন্বয়টি করেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। আর তাঁর মতে বিতির এক রাকাত। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

মারিফাতুস সুনান বাইহাকী হাদীস নং ৫৪১৩] [১]

খ. ইবনে ইসহাক থেকে ১৩ রাকাতের বর্ণনাঃ

حدثني محمد بن يوسف عن السائب فقال : «ثلاث عشرة».

অর্থ: ইবনে ইসহাক বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সায়েব ইবনের ইয়াযীদ থেকে ১৩ রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন। [ফাতহুল বারী ৪/২৫৩; ক্বিয়ামু রমযান মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী পৃ : ২২০]

গ. দাউদ ইবনে কায়স ও আরো অন্যান্যজন থেকে ২১ রাকাতের বর্ণনা

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

অর্থ: দাউদ ইবনে কায়েস এবং অন্যন্যদের থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর রা. রমজান মাসে উবাই ইবনে কা'ব এবং তামীমে দারী রা. এর পিছনে সকলকে ২১ রাকাত তারাবীহ নামাজের উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস নং : ৭৭৩০]

উল্লিখিত ৩ ধরণের বর্ণনার মাঝে সমন্বয়

---

১. ইমাম মালেক রহ. ছাড়াও মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর আরো তিন জন ছাত্র ১১ রাকাতের বর্ণনা করেছেন। যথা:

ক. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান। (দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২০ হাদীস নং ৭৭৫৩)

খ. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ। দেখুন, **সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর**।

গ. ইসমাঈল ইবনে জাফর। (দেখুন, আহাদিসু ইসমাঈল ইবনে জাফর ১/৪৯৯ হাদীস নং ৪৪০)

মুহাম্মদ বিন ইউসুফের এই চার ছাত্র ১১ রাকাতের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে এক হলেও এদের বক্তব্যের মাঝে বিভিন্নতা তথা ইযতিরাব রয়েছে। আবার মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর অপর দুই ছাত্র ইবনে ইসহাক এর বর্ণনায় ১৩ ও দাউদ ইবনে কায়স এর বর্ণায় ২১ রাকাতের ইযতিরাব তো রয়েছেই। বিস্তারিত দেখুন, রাকআতে তারাবীহ, হাবীবুর রহমান আযমী পৃষ্ঠা ২০; দলীলসহ নামাযের মাসায়েল (বর্ধিত সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৪০০-৪০১

আহলে ইলমদের পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন রকম বর্ণনার মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধন করা। তাই তারা এ বর্ণনাগুলোর মাঝে বিভিন্নভাবে সমন্বয় করেছেন।

১ নং পদ্ধতি: হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন,

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ بِحَسَبِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَتَخْفِيفِهَا فَحَيْثُ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ تَقِلُّ الرَّكَعَاتُ وَبِالْعَكْسِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْرُهُ

অর্থ: এ সকল বর্ণনাগুলো মাঝে এভাবে সমন্বয় সম্ভব যে, এগুলো বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হতে পারে কোন সময় কেরাত লম্বা করা হত তখন রাকাত কম হত, আবার কোন সময় কেরাত সংক্ষিপ্ত করা হত তখন রাকাত বেশি হত। ইমাম দাউদীসহ অরো অনেকে দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেছেন। [ফাতহুল বারী ৪/২৫৩]

২ নং পদ্ধতি: এই ইযতিরাব দূর করার ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনু আব্দিল বার ও ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. এর আরেকটি মত রয়েছে। মতটি হচ্ছে এই যে, ইমাম মালেক রহ. থেকে **১১** রাকাতের বর্ণনাটি ওহাম বা ভুল। (অর্থাৎ এখানে ইমাম মালেক রহ. থেকে বিচ্যুতি ঘটে গেছে) এ ক্ষেত্রে দাউদ ইবনে কায়সের **২১** রাকাতের বর্ণনাই সহীহ।

তবে এ মতটি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইমাম মালেক রহ. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে **১১** রাকাত বর্ণনার ক্ষেত্রে একাকী ও নিঃসঙ্গ নন। মুহাম্মদ বিন ইউসুফ এর আরো দুইজন ছাত্র আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানও মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে **১১** রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন। আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ এর বর্ণনা রয়েছে 'সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুরে'। আর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান এর বর্ণনা রয়েছে মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে (হাদীস নং ৭৭৫৩)। অতএব, ইমাম মালেক রহ. এর **১১** রাকাতের বর্ণনাটি ভুল এ কথা বলা যায় না। [১]

(মোটকথা ইযতিরাবের কারণে ইয়াযিদ ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের বর্ণনা

---

[১]. গ্রন্থকারের আপত্তি হল এ কথার উপর যে, বিচ্যুতিটি ঘটেছে ইমাম মালেক রহ.এর। তবে অনেক মুহাদ্দিস মনে করেন, এখানে 'ওয়াহাম' তথা ভুল হয়েছে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ এর। আর এটিই যথার্থ বলে মনে হয়।

নয়; বরং মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনাই দোষযুক্ত প্রমাণিত হয়।

ইবনে খুসাইফা কর্তৃক বর্ণিত ২০ রাকাতের বর্ণনাই সঠিক। আরবের বিখ্যাত সালাফী আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আততুওয়াইজিরী তারাবীর রাকাত সংখ্যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনার তুলনায় ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনার বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ উপরোক্ত কথাগুলোর বর্ণনাকারী। হাদীসের মৌল সূত্র অনুসারে একই রাবীর একই বিষয়ে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়। সুতরাং ২০ রাকাতের অভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।' (দেখুন, পিস পাবলিকেশন-ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্র্যাকটিক্যাল নামায' পৃষ্ঠা নং ২২২)

'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' এ বর্ণিত দাউদ ইবনে কায়স এর ২১ রাকাতের বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তিঃ

আলবানী রহ. বলেন, আব্দুর রাজ্জাক ও মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ এর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী যদিও ত্রুটিমুক্ত, তথাপি এ বর্ণনার ত্রুটি মূলত স্বয়ং আব্দুর রাজ্জাক এর মধ্যেই। কারণ তিনি সিকাহ হাফেজ এবং প্রসিদ্ধ লেখক হলেও শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আর এ কথা জানা নেই যে, এ বর্ণনা তার পরিবর্তনের আগের না পরের? তাই এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। [১]

জবাবঃ আব্দুর রাজ্জাক ও মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী হচ্ছেন, বরেণ্য ইমাম দাউদ ইবনে কায়স, যাকে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, আবু যুরআ, ইবনে সা'দ, নাসাঈ, কা'নাবী

---

১. শায়খ আলবানী এখানে উসূলে হাদীসের মারাত্মক অপব্যবহার করেছেন। যারা শাস্ত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন তাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। দেখুন, তার এ কথার কারণে আব্দুর রাজ্জাক এর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থ পুরোটাই অগ্রহণযোগ্য ও সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। যা গোটা উম্মতে মুসলিমার চিন্তা ও আমল বিরোধী। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

এভাবে একটি হাদীস গ্রন্থের সকল হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে হাদীস বিরোধীদের সহযোগিতা ছাড়া আর কি হচ্ছে বলুন?

ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ ইমামগণ সিকাহ বলেছেন। (দেখুন : হাফেজ আসকালানী কৃত 'তাহযীবুত তাহযীব')

আর আব্দুর রাজ্জাক রহ. অনেক উঁচু মাপের ইমাম ছিলেন। হাফেজ আসকালানী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني أحد الحفاظ الأثبات، صاحب التصانيف، وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده، فتكلم بكلام أفرط فيه، ولم يوافقه عليه أحد.

وقد قال أبو زرعة الدمشقي قيل لأحمد: من أثبت في ابن جريج، عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني؟ فقال «عبد الرزاق».

وقال عباس الدوري عن ابن معين: «كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف».

وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: قال لي هشام بن يوسف: «كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا».

অর্থ: ইমাম আব্দুর রাজ্জাক হচ্ছেন বহু গ্রন্থ রচয়িতা নির্ভরযোগ্য হাফিজুল হাদীসদের একজন। সকল ইমাম তাঁকে সিকা তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। শুধু আব্বাস ইবনে আব্দুল আজীম আল আম্বরী তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। তবে তার সমালোচনায় অতিরঞ্জন রয়েছে। যে কারণে কেউ এ সমালোচনার ক্ষেত্রে তার সাথে সহমত পোষণ করেননি।

ইমাম আবু যুরআহ রহ. বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, ইবনে জুরাইজ সম্পর্কে কে বেশি গ্রহণযোগ্য, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক না মুহাম্মদ ইবনে বকর আল-বারসানী? তিনি বললেন, 'ইমাম আব্দুর রাজ্জাক'।

ইয়াকুব ইবনে শাইবার সূত্রে বর্ণিত ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমাকে হিশাম ইবনে ইউসুফ বলেছেন, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন আমাদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে বড় হাফিজুল হাদীস। [হাদয়ুস সারী ফতহুল বারীসহ ১/৪১৯]

হাফেজ মিয্যী রহ. বলেন,

قال عبد الرزاق: كتب عني ثلاثة لا أبالي أن لا يكتب عني غيرهم، كتب عني ابن الشاذكوني، وهو من أحفظ الناس، وكتب عني يحيى بن مَعِين وهو من أعرف الناس بالرجال، وكتب عني أحمد بن حنبل وهو من أزهد الناس.

অর্থ: ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমার থেকে তিন ব্যক্তি হাদীস সংগ্রহ করার পর আর কেউ সংগ্রহ করল কি না- আমি তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। প্রথমজন হচ্ছেন, এ যুগের সবচেয়ে বড় হাফিজুল হাদীস ইবনুস সাযাকুনী। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন, হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন। তৃতীয়জন হচ্ছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, যিনি সবচেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি। [তাহযীবুল কামাল ১৮/৫৯]

হাফেজ যাহাবী রহ. আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এর জীবনীতে লিখেছেন,

ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال

অর্থ: যদি আমি আলী ইবনুল মাদীনী, তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, তাঁর উস্তাদ আব্দুর রাজ্জাক, উসমান ইবনে আবি শাইবা, ইবরাহিম ইবনে সা'দ, আফ্ফান, আবান আল আত্তার, ইসরাঈল, আযহার আস সাম্মান, বাহ্য ইবনে আসাদ, সাবেত আল বুনানী এবং জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ এ সকল মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দেই তাহলে তো হাদীসের দরজাই বন্ধ করে ফেলব। আর হাদীস বিষয়ে কথা বলাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সকল বর্ণনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যিন্দীকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে। [মিযানুল ইতিদাল ৫/১৬৯]

বাকি থাকল আব্দুর রাজ্জাকের শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। মূলত এ পরিবর্তন তাঁর রচনাবলীতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। আসরাম এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

বলেন,

مـن سـمع منـه بعـد مـا عمـي فلـيس بشـيء ومـا كـان فـي كتبـه فهو صحيح وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن

অর্থ: ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহ. রচনাবলীতে যা আছে তা সঠিক। তবে যারা তাঁর অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে শুনেছে এবং তা তাঁর রচনাবলীতে নেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তখন তাঁকে যা বলা হত তিনি তাই বলতেন। [হাদয়ুস সারী ফাতহুল বারী সহ ১/৪১৯]

আর দাউদ ইবনে কায়স সূত্রে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক রহ. এর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে রয়েছে। তাই তাতে তার শেষ বয়সের স্মৃতিশক্তিজনিত দুর্বলতার কোন প্রভাব পড়েনি।

(সুতরাং মুসান্নাফে বর্ণিত ইমাম আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনার বিষয়ে এমন আপত্তি উত্থাপন করা জরাহ-তাদীল বিষয়ে জ্ঞান স্বল্পতার একটি বড় প্রমাণ।)

৪ নং আপত্তি : মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদের ভাগিনা। তাই তিনি সায়েবের বর্ণনা সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ও সংরক্ষণকারী হবেন বৈ কি।

জবাব : সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. এর সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এর যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তদ্রূপ ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফারও তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কারণ, খুসাইফা ইবনে ইয়াযীদ এবং সায়েব ইবনে ইয়াযীদ দুজন আপন ভাই, সে হিসাবে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদের ভাতিজা।

হাফেজ ইবনু আব্দিল বার বলেন,

يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ ابْنُ أَخِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সায়েব ইবনে ইয়াযীদের ভাতিজা। ['আত তামহীদ লিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ : ২৩/২৫]

হাফেজ মিয্যী বলেন,

إن خصيفة بْن يزيد والسائب بْن يزيد أخوان.

খুসাইফা ইবনে ইয়াযীদ এবং সায়েব ইবনে ইয়াযীদ দুই ভাই। [তাহযীবুল কামাল ৩২/১৭২]

৫ নং আপত্তি : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'তাক্বরীবুত্ তাহযীব' কিতাবে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফকে 'সিকাতুন সাব্তুন' (দুটি গুণবাচক শব্দে) বলেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে শুধু 'সিকাতুন' (একটি গুণবাচক শব্দে) বলেছেন। [১]

জবাব : হাফেজ আসকালানী ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে শুধু 'সিকাতুন' বললেও, হাদীস শাস্ত্রের সর্বজনবিদিত ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাঁকে 'সিকাতুন হুজ্জাতুন' তথা নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য দুটি শক্তিশালী বিশেষণে উল্লেখ করেছেন। [হাদয়ুস সারী ফাতহুল বারীসহ ১/৪৫৩]

(মুহাম্মদকে ইয়াযীদ এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে কারণ আলবানী সাহেব উল্লেখ করেছেন এর অসারতা যে কোন শাস্ত্রবিদের কাছেই সুস্পষ্ট, বিশেষত 'তাক্বরীবুত তাহযীব' কিতাবের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যারা অবগত আছেন।)

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ও শায়খ আলবানী রহ. এর মতেও ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনা সহীহ !

শায়খ আলবানী রহ. তার 'সালাতুত তারাবীহ' গ্রন্থের ৫০ নং পৃষ্ঠায় ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনায় ইযতিরাব প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

قال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره (قلت : فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية) : قلت : أو واحد وعشرين ؟ قال : (يعني محمد بن يوسف) : لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد - ابنُ خصيفة، فسألتُ (السائل هو اسماعيل بن أمية) يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبتُ أن السائب قال: أحد وعشرين. قلتُ : وسنده صحيح.

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে **১১** রাকাতের বর্ণনা শুনে ইসামাঈল ইবনে উমাইয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বর্ণনায় রাকাত সংখ্যা **১১** নাকি **২১?**

---

১. 'তাকরীবুত তাহযীব' রিজাল শাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বিখ্যাত দু'জন রাবীর মধ্যে তুলনা করার সময়ও আলবানী সাহেব তাঁদের জীবনীর মূল বিস্তারিত গ্রন্থাদী না পড়ে কেবল 'তাকরীব' এর উপর এমনভাবে নির্ভর করাটা সত্যিই বিস্ময়কর।

তিনি উত্তরে বললেন, 'সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে ২১ রাকাতের বিষয়টি শুনেছে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা। এরপর আমি (ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া) ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি ধারণা করছি যে, সায়েব রা. বলেছেন ২১ রাকাত' [১]। আমি (আলবানী রহ.) বলি,

---

১. শায়খ আলবানী রহ. তার 'সালাতুত তারাবীহ' গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনায় ইযতিরাব প্রমাণ করতে গিয়ে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোন্ কিতাব থেকে তা সংগ্রহ করেছেন তার বরাত উল্লেখ করেননি। হাদীসের সনদটিও উল্লেখ করেননি। যে কিতাব থেকে হাদীসটি নিয়েছেন তা মুদ্রিত না পাণ্ডুলিপি তাও বলেননি। আলবানী রহ. এমনটি কেন করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। মুযাফ্ফর বিন মুহসিনও তার 'তারাবীহর রাকাত সংখ্যা একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' নামক পুস্তিকার ২৯ নং পৃষ্ঠায় উক্ত ইযতিরাবের প্রমাণে শায়খ আলবানী রহ. এর অন্ধ তাকলীদ করে গেছেন এবং এ বর্ণনাটির কোন সূত্র তিনিও উল্লেখ করেননি।

অবশ্য বর্ণনাটির আমরা পেয়েছি ইমাম আবু বকর নাইসাবুরী এর সাথে সম্বন্ধিত 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে। কিন্তু বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে আমরা এ বর্ণনাকে দলিলরূপে গ্রহণ করার উপযুক্ত মনে করি না। সম্ভবত এ দুর্বলতার কারণেই আলবানী সাহেব হাদীসের সনদও উল্লেখ করেননি এবং কিতাবের কোন তথ্যও দেননি। বর্ণনাটি দলীল হওয়ার উপযুক্ত না হওয়ার কারণ নিম্নরূপ:

'আল ফাওয়াইদ' নামক গ্রন্থটি এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে, মুদ্রিত হয়নি। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পোজকৃত শুধু একটি কপি আল মাকতাবাতুশ শামেলার ওয়েব সাইটে সফ্ট কপি আকারে পাওয়া যায়।

তাতে হাদীসটি সনদসহ এভাবে উল্লিখিত রয়েছে,

حدثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني إسماعيلُ بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد، أخبره أن السائب بن يزيد أخبره قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب، وتميم الداري، فكانا يقومان بمائة في ركعة فما ينصرف حتى نرى أو نشكَّ في فروع الفجر، قال فكنا نقوم بأحد عشر، قلتُ أو واحد وعشرين، قال: لقد سمع ذلك من السائبِ بن يزيدَ إبنُ خصيفةَ، فسألتُ يزيدَ بن خصيفة، فقال: أحسنتَ، إن السائب قال إحدى وعشرين، قال محمد: أو قلت لإحدى وعشرين، قال أبو بكر: هذا حديث حسن لو كان عند علي بن مديني لفرح به إلا إنه قال: ابن أخت السائب.

কিন্তু যেহেতু বিষয়টি কোন ইতিহাস বা সাধারণ তথ্য নয়; বরং এটি একটি হাদীস যার মাধ্যমে অন্য সহীহ হাদীসকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। তাই প্রথমেই প্রমাণিত হতে হবে যে,

এই বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

লক্ষ করুন, এখানে স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (আলবানী সাহেব যার সূত্রে ১১ রাকাত সহীহ বলে দাবী করেছেন) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে ২১ রাকাতের বর্ণনা শুনেছেন। আর এ বর্ণনা উল্লেখ করে আলবানী রহ. বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

তাহলে ফলাফল দাঁড়াল এই, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের সাক্ষ্য অনুযায়ী ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার ২১ রাকাতের বর্ণনা সহীহ এবং সেটি আলবানী রহ. এর নিকটেও সহীহ।

আলবানী রহ. মূলত ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনায় ইযতিরাব প্রমাণ করতে

---

১. 'আল ফাওয়াইদ' নামে আবু বকর নাইসাবুরী কোন কিতাব লিখেছেন কিনা? লিখে থাকলে এই পাণ্ডুলিপিটিই তার রচিত কিতাব কিনা? এ ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি যাচাই-সম্পাদনা বিষয়ক যাবতীয় শর্ত এতে বিদ্যমান রয়েছে কিনা?

২. সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে যিনি এ কপিটি প্রস্তুত করেছেন তার বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী এবং এ কপিটি তিনি যথাযথ প্রস্তুত করেছেন কিনা এ বিষয়ক কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

৩. পাণ্ডুলিপি থেকে প্রস্তুত করা কপি ও আলবানী সাহেবের উদ্ধৃত বর্ণনায় শব্দের তারতম্য রয়েছে। কিন্তু এ তারতম্য কিভাবে সৃষ্টি হল তাও আমাদের জানা নেই।

৪. এ সবকিছুর পরও যদি এ বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয় তবুও কয়েকটি কারণে এটি প্রশ্নবিদ্ধ :

ক. ২০ রাকাতের হাদীস ইয়াযিদ ইবনে খুসাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন দু'জন। ইবনু আবী যীব ও মুহাম্মদ ইবনে জাফর। আর এখানে ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা একা বলেন ২১ রাকাত।

খ. তাদের দু'জনের বর্ণনা এসেছে নিশ্চয়তাবোধক শব্দে। আর ইসমাঈলের বর্ণনায় এসেছে حَسِبْتُ (আমি ধারণা করেছি) তথা অনিশ্চয়তাবোধক শব্দ।

গ. তাদের দুজনের বর্ণনা তাহদীস বা রিওয়াহ, আর এটি হল মুযাকারা বা প্রশ্নের জবাব।

এখানে এ কথাও স্পষ্ট থাকা চাই যে, ২১ রাকাতের বর্ণনাটি তো লা-মাযহাবী বন্ধুদের মতানুসারে ২৩ রাকাতের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ, তারা বলে থাকেন বিতর এক রাকাতও পড়া যায়, তিন রাকাতও পড়া যায়। তাহলে মূল তারাবীহ ২০ রাকাতই প্রমাণিত হলো। ফলে হাদীসটি মুযতারিব থাকল না। (দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বার্ধিত সংস্করণ পৃ ৪০০; 'ফসলুল খিতাব ফি বয়ানি আদাদি রাকাআতি সালাতিত তারাবীহ ফি যামানি উমারাবনিল খাত্তাব' ড. কামাল কালিমী)।

গিয়ে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি যে তাঁর মতের বিরুদ্ধে এভাবে দলীল হয়ে দাঁড়াবে তিনি হয়তো সেটা টের পাননি।

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তা ছিল ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনা সংশ্লিষ্ট আলোচনা [১]। সামনে আমরা আলবানী রহ. এর অবশিষ্ট ৬ টি দলীল যাচাইয়ের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

২ নং দলীল : ঘরের মহিলাদের নিয়ে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর নামাজ পড়ানো সংক্রান্ত বর্ণনা

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ **يَعْنِي فِي رَمَضَانَ**، قَالَ: « وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟» ، قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي، قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

অর্থ: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, উবাই ইবনে কা'ব রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আজ রাতে **অর্থাৎ রমজান মাসে** [২] আমার একটি বিষয় সংঘটিত হয়েছে।

---

১. হযরত উমর রা. এর যুগের ২০ রাকাত তারাবীহ সংক্রান্ত ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার বর্ণনার সমর্থনে আরো ছয়টি বর্ণনা রয়েছে। দুইটি মুত্তাসিল বর্ণনা, অর্থাৎ ইবনু আবি যুবাব ও আবুল আলিয়ার বর্ণনা। আর চারটি সহীহ মুরসাল বর্ণনা, অর্থাৎ তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই, তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবেন রুমান ও তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে কাআব আল কুরাযীর বর্ণনা। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দলীলসহ নামাজের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃষ্ঠা নং ৪০৮-৪১৭]

২. এ বর্ণনায় ঈসা ইবেন জারিয়ার মত একজন মুনকারুল হাদীস রাবী রয়েছেন। তথাপি এটি মুসানাদে আহমদ ও তাবারানীর আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে রমযানের কোন কথাই নেই। 'অর্থাৎ রমজান মাসে' এ অংশটুকু শুধু মুসনাদে আবু ইয়ালাতে রয়েছে। অবশ্য কিয়ামুল লাইল এর বর্ণনায় আছে, 'হযরত উবাই রা. রমযানে আসলেন'।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে অনুমিত হয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া কখনো রমযানে আসার কথা বলেছেন; কখনো বলেছেন, 'অথাৎ রমযান মাসে'; আবার কখনো তিনি রমযানের প্রসঙ্গই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এতে করে তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাই বেশী করে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কী বিষয়? তিনি বললেন, আমার ঘরে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন, তারা বলল, আমরা কুরআন পড়তে পারি না, তাই আপনার পিছনে নামাজ পড়তে চাই। আমি তাদেরকে ৮ রাকাত নামাজ ও বিতর পড়ালাম। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বললেন না, অনেকটা সন্তুষ্টির মতই মনে হল। [মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং : ১৭৯৫ (১৮০১); এ ছাড়া হাদীসটি আরো যে সকল গ্রন্থে রয়েছে: ক্বিয়ামুল লাইল, পৃ: ৯০ (২১৭); আওসাত তাবারানী ৩৭৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২১০৯৮] [১]

জবাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উল্লিখিত হাদীসে নীরব থেকে মৌন সমর্থন করেছেন। তবে এই সমর্থন অবশ্যই ৮ রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়াকে বুঝায় না। স্বয়ং বর্ণনাকারী উবাই ইবনে কা'ব রা.ও এ কথা বোঝেননি। তাই তিনি উমর রা. এর খেলাফত কালে প্রথম দিকে ১১ রাকাত পড়েছেন এবং পরবর্তীতে কোন সঙ্গত কারণে ২০ রাকাত পড়েছেন। বিতর কখনো ৩ রাকাত আবার কখানো ১ রাকাত পড়েছেন। কোন একজন সাহাবীও তাঁর এ বিষয়টির বিরোধিতা করেননি।

এ জবাব তো তখন, যদি আমরা বর্ণনাটিকে সহীহ ধরে নেই। বাস্তবে বর্ণনাটি সহীহ নয়। কারণ, এ বর্ণনার সূত্রে একজন বর্ণনাকারী আছেন ঈসা ইবনে জারিয়া। যিনি দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك، لا أعلم أحدا روى

প্রমাণিত হয়। কেননা হাদীসটি কেবল তার সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। তাই রমযানের কথাটি 'মুদরাজ' তথা পরবর্তীতে যুক্ত শব্দ বলেই মনে হয়।

তাছাড়া কিয়ামুল লাইল এর সূত্রে মুহাম্মদ ইবেন হুমাইদ রাযী আছেন, যার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেছেন, فيه نظر 'তার ব্যাপারে আপত্তি আছে'। ইবনে হাজার বলেছেন, 'তিনি দুর্বল হাফেজ' ও যাহাবী রহ. বলেছেন, 'তাকে বর্জন করাই শ্রেয়'। সুতরাং 'রমজানে আসলেন' কথাটি তার বৃদ্ধিও হতে পারে। [দেখুন দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃ ৪৪৩]

এ ছাড়াও হাদীসটি মুসনাদুল হারিস (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াঈদি মুসনাদিল হারিস হাদীস নং ১৪৬) ও সহীহ ইবনে হিব্বানে (হাদীস নং ২৫৪৯ ও ২৫৫০) এসেছে। তবে এসব সনদেও উক্ত ঈসা ইবনে জারিয়া রয়েছেন।

১. শায়খ শুআইন আরনাঊত মুসনাদে আহমদ এর টীকায় এ বর্ণনাটিকে ঈসা ইবনে জারিয়ার কারণে দুর্বল বলেছেন।

عنه غير يعقوب، وقال الدوري عن ابن معين: عنده مناكير، حدث عنه يعقوب القمي وعنبسة قاضي الري ... وقال الآجري عن أبي داود: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: ما أعرفه، وروى مناكير، ... وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

অর্থঃ ইবনে আবী খাইসামা বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, ঈসা ইবনে জারিয়া তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। তার থেকে ইয়াকুব ছাড়া কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

দূরী বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, তাঁর (ঈসা ইবনে জারিয়ার) কাছে অনেক আপত্তিকর হাদীস রয়েছে যা তার থেকে ইয়াকুব কুম্মি ও রায় এলাকার বিচারক আনবাসা বর্ণনা করেছেন।

আজুররী বলেন, আবু দাউদ রহ. বলেছেন, ঈসা ইবনে জারিয়া 'মুনকারুল হাদীস' অর্থাৎ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী।

আবু দাউদ রহ. আরেক জায়গায় বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। তিনি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাজী ও উকাইলী তাকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইবনে আদী বলেন, তার হাদীসগুলো সংরক্ষিত নয়। (অর্থাৎ ভুল ও আপত্তিকর হওয়ায় বর্জনযোগ্য)। [তাহযীবুত তাহযীব ৮/২০৭]

যাহাবী রহ. বলেন,

وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك.

অর্থ: নাসাঈ রহ. বলেন, ঈসা ইবনে জারিয়া 'মুনকারুল হাদীস' (অর্থাৎ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী)। ইমাম নাসাঈ থেকে আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি মাতরুক তথা তার হাদীস বর্জনযোগ্য। [মিযানুল ই'তিদাল ৩/৩১১] [১]

[১]. ঈসা ইবনে জারিয়া সম্বন্ধে উল্লিখিত ছয়জন ইমামের সমালোচনার বিপরীতে শুধু ইমাম আবু যুরআ বলেছেন 'তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই' এবং ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে ব্যাখ্যা সম্বলিত সমালোচনা অগ্রগণ্য হয়ে থাকে যদি সেই জারহে অন্য কোন ত্রুটি না থাকে। ফলে ঈসা ইবনে জারিয়া যঈফ প্রমাণিত হন। বিশেষত নাসায়ী ও আবূ দাঊদ বলেছেন, 'মুনকারুল হাদীস'।

তাছাড়া তার বিষয়ে এতো সমালোচনার বিপরীতে আবু যুরআর প্রশংসামূলক শব্দ মোটেই শক্তিশালী নয়। আর ইবনে হিব্বানের 'সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করাও এমন সমালোচনার মুখে বিশেষ গুরুত্ব রাখে না।

সুতারাং হায়ছামী ও আলবানী সাহেব তার হাদীসকে হাসান বললেই এটা হাসান হয়ে যাবে না। একইভাবে 'মিযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে যাহাবী রহ. এর সনদকে ওয়াসাত বা মধ্যম স্তরের বলে যে মন্তব্য করেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলো সামনে রাখলে সেটিও সঠিক বলে মনে হয় না। [দেখুন, দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ ৪৪২-৪৪৩]

এজন্যই হাফেজ যাহাবী রহ. এর সনদকে মধ্যম পর্যায়ের বললেও নিমাভী রহ. তার এ মতকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ মধ্যম পর্যায় থেকেও নিচে। [দেখুন: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা ২০০ টীকা নং ২৭৭ মাকতাবা হক্কানিয়া]

এ সব বর্ণনায় দুর্বলতা কথা জানার পরও কেউ যদি এ ক্ষেত্রে হাইসামী ও আলবানী সাহেবের হাসান বলার বরাত দেয় তাহলে তা হবে অন্ধ তাকলীদ।

বিশেষ করে আলবানী সাহেবের কিতাব পড়ার যাদের অভ্যাস আছে তারা যদি ইনসাফের সাথে বলতেন, নিজের বিপক্ষের কোন হাদীসে এরূপ বর্ণনাকারী থাকলে আলবানী সাহেব এখানে কি বলতেন?!

ঈসা ইবনে জারিয়া সম্পর্কে স্বয়ং আলবানী রহ. এর কিছু বক্তব্য শুনুন,

ক. 'ঈসা ইবনে জারিয়ার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে' দেখুন, 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস্ যঈফা' হাদীস নং ৬২৬৪

খ. ইমাম হাইসামী রহ. কর্তৃক ইয়াকুব কুম্মি এবং তার শায়খ ঈসা ইবনে জারিয়াকে নির্ভরযোগ্য বলার প্রতিবাদ করে আলবানী সাহেব বলেন, 'ইয়াকুব কুম্মি এবং তার শায়খ ঈসা ইবনে জারিয়াকে নির্ভরযোগ্য বলা বৈধ হবে না। কারণ তাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মতবিরোধ রয়েছে। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, তাদের হাদীস হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রাখে'। দেখুন, 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস্ যঈফা' হাদীস নং ৬৭২২

গ. 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস্ সহীহা' গ্রন্থের ১৭৬০ নং হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 'এই সনদটি হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কারণ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু ঈসা ইবনে জারিয়া বিতর্কিত বর্ণনাকারী'। এরপর তিনি ইমাম বূসিরী রহ. কর্তৃক ঈসা ইবনে জারিয়াকে নির্ভরযোগ্য বলার প্রতিবাদ করে বলেন, 'তার এ কথায় আপত্তি আছে, যা অস্পষ্ট নয়'।

ঘ. 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস্ সহীহা' গ্রন্থের ১৭৬০ নং হাদীসের আলোচনায় ইমাম মুনযিরী কর্তৃক এক হাদীসের সনদকে 'জায়্যিদ' বলার প্রতিবাদ করে বলেন, 'এর সনদ কেবল হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কারণ ঈসা ইবনে জারিয়া এবং ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ কুম্মি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আপত্তি রয়েছে'।

ঙ. 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস্ সহীহা' গ্রন্থের ৬৮৭৩ নং হাদীসের আলোচনায় বলেন, 'ঈসা ইবনে জারিয়া হচ্ছেন এ হাদীসের আপত্তি (দুর্বলতার) কারণ। কারণ ইবনে হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি; বরং সকলেই তাকে দুর্বল বলেছেন'।

অতএব, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা যাকে সকল ইমামগণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকে পরিত্যাগ করে ঈসা ইবনে জারিয়ার মত বর্ণনাকারীকে গ্রহণ করা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। যাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবু দাঊদ, সাজী, উকাইলী, নাসাঈ ও ইবনে আদী দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩ নং দলীল : জূরী রহ. এর সূত্রে বর্ণিত, ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব সর্বোচ্চ ১৩ রাকাত

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন,

قَالَ الجوري مِنْ أَصْحَابِنَا: عَنْ مالك أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَهُوَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ قَرِيبٌ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُحْدِثَ هَذَا الرُّكُوعُ الْكَثِيرُ؟

অর্থ: আমাদের শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী জূরী রহ. বর্ণনা করেন যে, মালেক রহ. বলেছেন, উমর রা. সকলকে যে বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। তা হচ্ছে ১১ রাকাত। এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাজ। ইমাম মালেক রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হল, ১১ রাকাত কি বিতরসহ? তিনি বললেন হ্যাঁ, ১৩ রাকাতও কাছাকাছি। তিনি বলেন, তবে আমার জানা নেই যে, (এর চেয়ে অতিরিক্ত) এত বেশি রাকাত কোথা থেকে আবিষ্কার করা হল? [আলহাভী লিল্ ফাতাওয়া ১/৪১৭]

আলবানী রহ. মনে করেন, এর মাধ্যমে ইমাম মালেক রহ. স্পষ্টভাবে ২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকার করেছেন। তদ্রূপ মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনুল আরাবীও এ বিষয়ে তার অনুসরণ করেছেন। [দেখুন, আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/১৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]

উল্লেখ্য যে, আলবানী সাহেব যেখানে বললেন, 'তাদের হাদীস হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রাখে'। এর অর্থ হল যদি এর কোন সমর্থক বর্ণনা পাওয়া যায় তাহলে হাসান হবে। অথচ আলোচ্য হাদীসের উপযুক্ত কোন সমর্থক তো পাওয়াই যায় না, উপরন্তু এটির বিপরীত বর্ণনা ও আমল রয়েছে। তাহলে আলোচ্য হাদীসটি আলবানী সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন পর্যায়ের হবে তা সহজেই বোধগম্য।

জবাব : প্রথম কথা হচ্ছে, এই বর্ণনাটি 'মুনকাতি' তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন। কারণ, ইমাম মালেক রহ. মৃত্যু বরণ করেছেন ১৭৯ হিজরীতে (দেখুন তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ ১/১৫৭)। আর জূরী রহ. যার উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সুবকী রহ. এবং তার থেকে বর্ণনা করেছেন সুয়ূতী রহ.। তিনি হচ্ছেন আবু বকর নাইসাবুরীর শাগরিদ। তার জন্মই হচ্ছে ২৩৮ হিজরীতে (দেখুন, ইমাম সুবকী কৃত তাবাকাতুশা শাফিইয়্যাহ ৩/৪৫৭)। তাহলে ২৩৮ হিজরীতে জন্ম নেওয়া আবু বকর নাইসাবুরী এর শাগরিদ জুরি কিভাবে ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করা ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন?!

উল্লেখ্য যে, আলবানী রহ. তার 'সালাতুত্ তারাবীহ' পুস্তিকার ৭৯ নং পৃষ্ঠার ১ নং টীকায় জূরী নামে তিনজন ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেছেন, সুয়ূতী রহ. এই তিন ব্যক্তির কাকে বুঝিয়েছেন তা আমার সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই।

বাস্তবে আমাদের আলোচ্য জূরী এই তিনজনের কেউ নয়; বরং ইমাম সুবকী এর বর্ণনা অনুযায়ী এই জূরী হচ্ছেন আলী ইবনে হুসাইন কাজী আবুল হাসান জূরী। যিনি পারস্যের অন্তর্গত জুর নামক এলাকার দিকে সম্পৃক্ত। তিনি উঁচু মাপের একজন ইমাম ছিলেন। আবু বকর নাইসাবুরীসহ একদল মুহাদ্দিসীনে কেরামকে পেয়েছেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'কিতাবুল মুরশিদ ফি মুখতাসারিল মুযানী'। সুবকী আরো বলেন, ইবনুর রিফআহ ও আমার পিতা তক্বী উদ্দিন সুবকী বিভিন্ন সূত্রে তাঁর থেকে প্রচুর বর্ণনা করেন। দেখুন : তাবকাতুশা শাফিইয়্যাহ ৩/৪৫৭

ইমাম যাহাবী রহ.ও 'আল মুশতাবিহ ফি আসমাইর রিজাল' নামক গ্রন্থে তার আলোচনা করে বলেছেন, তিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন ফক্বীহ। ফিকহ শাস্ত্রে তার 'আল মুওজায' নামক দুই খণ্ডের একটি কিতাব রয়েছে। তিনি পারস্যের জুর নামক এলাকার। (দেখুন : ১/১৮৭, টীকা নং ২)

তাছাড়া ইমাম জূরী রহ.ও তো নিজের বর্ণিত ইমাম মালেক রহ. মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ইমাম মালেক রহ. এর এ মতটি উল্লেখ করে তা প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন,

وقال الجوري : إن عدد الركعات في شهر رمضان لا حد له عند الشافعي لأنه نافلة

অর্থ: তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট রমযানের তারাবীর ক্ষেত্রে কোন

রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নেই, কারণ তা নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, আল হাভী লিল ফাতাওয়া ১/৩৩৭]

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, 'আমার জানা নেই যে, ১১ বা ১৩ রাকাত থেকে অতিরিক্ত এত বেশি রাকাত কোথা থেকে আবিষ্কার হল?' - এ কথা ইমাম মালেক থেকে একটি অসম্ভব বিষয়। কারণ,

ক. ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে স্বয়ং ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর রা. এর যুগে রমজান মাসে সকলে ২৩ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। (দেখুন, মুআত্তা মালিক, হাদীস নং ৩৮০)। আরবী পাঠ :

عَنْ مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

খ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকেও স্বয়ং ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেন যে, উমর রা. এক ব্যক্তিকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেন। [১]

---

[১]. আমাদের দেশের বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম শায়খ আকরামুজ্জমান বিন আব্দুস সালাম তাউহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীর অনুবাদের ২/৩৪৩ নং পৃষ্ঠায় টীকায় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর এ বর্ণনাকে জাল বানানোর জন্য লিখেন, 'তা ছাড়া কেউ কেউ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, যেমন ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক কোন কথাই সত্য নয়; বরং প্রত্যাখ্যাত। কারণ, সে হল মিথ্যাবাদী।'

তার এ কথার বরাত হিসাবে তিনি 'আল জারহু ওয়াত তাদীল' ও 'তাহযীবুত তাহযীব' এর নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি কি পরিমাণ জালিয়াতি ও অসত্য কথা বলেছেন দেখুন-

প্রথম কথা হচ্ছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর রাবী। সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটিই তার সূত্রে বর্ণিত। তাই ইয়াইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক কোন কথাই যদি সত্য না হয়, সবই জাল হয়, তাহলে তো সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসসহ সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর অনেক হাদীস জাল!

(দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং : ৭৭৬৪)। আরবী পাঠ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

উল্লিখিত দুই বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি :

আলবানী রহ. তার 'সালাতুত তারাবীহ' পুস্তিকার ৫২-৫৫ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, এ উভয় বর্ণনা 'মুনকাতি' তথা বিচ্ছিন্ন ও মুরসাল। কারণ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ উভয়ের কেউ উমর রা. কে পাননি। তাই উভয় বর্ণনা দুর্বল। [১]

জবাব : ইলমে হাদীস এর সাথে যাদের ন্যূনতম সম্পর্ক আছে তাদের সকলের জানা যে, সব মুরসাল বর্ণনা পরিত্যাজ্য নয়। কোন মুরসাল বর্ণনার বক্তব্য যদি সকলের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত হয় তাহলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং তা দলীল হওয়ার উপযুক্ত।

ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ ، أَوْ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاء

অর্থ: যে মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন হাদীস সহীহ রয়েছে অথবা সে অনুযায়ী

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তিনি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে যে দুটি কিতাবের বরাত দিয়েছেন সেখানে এ ধরণের কোন কথা তো নেই, থাকতেও পারে না; বরং আছে সম্পূর্ণ উল্টা কথা। (দেখুন, আল জারহু ওয়াত তা'দীল ৯/১৪৯; তাহযীবুত তাহযীব ১১/১৯৫)

শায়খ আলবানী রহ. তো এ বর্ণনাটিকে সর্বোচ্চ মুনকাতি তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন বলেছিলেন, কিন্তু এ কি করলেন আমাদের দেশের শায়খ আকরামুজ্জামান সাহেব?!

১. এখানেও আলবানী সাহেব উসূলে হাদীসের ভুল ব্যবহার করেছেন। যা সামনে আলোচনা করা হবে। ইনশা আল্লাহ। আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানে যে দুটি বর্ণনা মুরসাল বা সূত্রবিচ্ছিন্ন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন- তা হল তাবেয়ী সাহাবীর আমল বর্ণনা করেছেন। আর এর পক্ষে মুরসাল ও মুত্তাসিল অনেক শক্তিশালী সমর্থক বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু বুকে হাত বাঁধার বিষয়ে তাউসের মুরসাল বর্ণনাটি যেখানে তাবেয়ী নবীজীর আমল বর্ণনা করেছেন- সেটি জোরের সাথে গ্রহণ করে নিয়েছেন। অথচ এর পক্ষে বিশেষ কোন শক্তিশালী সমর্থক বর্ণনাও নেই।

সলফের আমল রয়েছে তা সকলের নিকট দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। [ইক্বামাতুদ দলীল আলা ইবতালিত তাহলীল ; ১/৭৫] [১]

আলবানী রহ. এর অনুমান নির্ভরতা দেখুন !

আলবানী রহ. এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে লিখেছেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এর দুই মুরসাল বর্ণনার ক্ষেত্রে এ কথা বলা কোনভাবেই বৈধ হবে না যে, একটি অপরটির শক্তিসঞ্চারক। কারণ, দুর্বল বর্ণনা পরস্পরে শক্তি সঞ্চারণের জন্য শর্ত হচ্ছে বর্ণনাকারী যে সকল উস্তাদ

---

[১]. মুরসাল বর্ণনাকে আলবানী রহ.ও বিভিন্ন সময় প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন:

ক. বুকের উপর হাত বাধার মাসআলায় আলবানী রহ. 'ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবিল' (২/৭১) গ্রন্থে মুরসাল বর্ণান দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাউস থেকে বর্ণিত, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এরপর উভর হাত বুকের উপর বাধতেন'। এই মুরসাল বর্ণনাটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলেছেন, 'এ হাদীসটি যদিও মুরসাল, তথাপি এটি সকলের নিকট প্রমাণ হওয়ার যোগ্য'। আরো দেখুন, 'আসলু সিফাতি সালাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (১/২১৭)

খ. তদ্রূপ ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার মাসাআলায়ও তিনি মুরসাল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। 'আসলু সিফাতি সালাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এর ৩৩৩ নং পৃষ্ঠায় মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার বৈধতার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন,

ويدل على ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة **مرسلاً**: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه: هل تقرؤون خلف إمامكم؟. قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: إن كنتم لا بدَّ فاعلين؛ فليقرأ أحدكم بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ في نفسه.

অর্থ: এ বিষয়ের প্রমাণ হচ্ছে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার এর ই মুরসাল বর্ণনা, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি ইমামের পিছনে কেরাত পড়? কেউ বলল, হ্যাঁ। কেউ বলল, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ যদি পড়তেই চায় তাহলে যেন সূরা ফাতেহা মনে মনে পড়ে।

এ ছাড়াও তিনি এ গন্থের বিভিন্ন জায়গায় মুরসাল বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫৬ ইত্যাদি। বরং মুরসালকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তিনি যে শর্ত আরোপ করেছেন সে শর্ত অনুযায়ীও আমাদের আলোচ্য মুরসাল বর্ণনাগুলো সহীহ।

থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে তারা ভিন্ন হতে হবে। আর এখানে সেটি প্রমাণিত নয়। বরং প্রবল ধারণা তো এটিই যে, তারা উভয়ে একই উস্তাদ থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং হতে পারে সে উস্তাদ অজ্ঞাত বা দুর্বল, যাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। আর যদি উভয়ে ভিন্ন উস্তাদ থেকেও হাদীস শুনে থাকে তাহলেও হতে পারে তারা দুর্বল অগ্রহণযোগ্য। এ সব কিছুরই সম্ভাবনা ও সংশয় রয়েছে। আর সন্দেহ-সংশয় ও সম্ভাব্যতা থাকা অবস্থায় তা দিয়ে তো প্রমাণ পেশ করা যায় না।

জবাব : এ কথাগুলো নিছক মনের কল্পনা। যদি এমন কল্পনাকে গ্রাহ্য করা হয় তাহলে তো শরীয়তের সুপ্রমাণিত বিষয়াদিও এমন অবান্তর কল্পনার কারণে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তাছাড়া আলবানী রহ. সে সকল সম্ভাবনার কথা বলেছেন তাতে আমাদের এ আপত্তি করার অবশ্যই সুযোগ আছে যে, এখানে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনাকারীদের একজন। তাই প্রবল ধারণা তো এটাই যে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এ বর্ণনাটিও সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে শুনেছেন। ইয়াযীদ ইবনে রুমানের ব্যাপারটিও এমন হতে পারে। এবং উভয় বর্ণনার শুদ্ধতার বিষয়টি সমর্থন করবে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার ২০ রাকাতের বর্ণনা এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের ২১ রাকাতের বর্ণনা। গোটা উম্মতের আমলের বা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অনুসরণ করার সমর্থন তো রয়েছেই।

তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. এর সঠিক মাযহাব :

ফিকহে মালেকীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল মুদাওয়ানা'য় ইবনুল কাসিমের সূত্রে ইমাম মালেক রহ. বলেন,

قَالَ مَالِكٌ: بَعَثَ إِلَيَّ الْأَمِيرُ وَأَرَادَ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ يَقُومُهُ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً وَالْوِتْرُ ثَلَاثٌ، قَالَ مَالِكٌ: فَنَهَيْتُهُ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَقُلْتُ لَهُ: هَذَا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْأَمْرُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ تَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ.

অর্থ: মদীনা মুনাওয়ারায় মানুষ যত রাকাত তারাবীহ পড়ত তা থেকে কিছু কমানো যায় কিনা এ মর্মে আমার নিকট মদীনার তৎকালীন আমীর লোক প্রেরণ করলেন। ইবনুল কাসিম বলেন, তখন মদীনাতে রমযানে ৩৯ রাকাত নামায হত। ৩৬ রাকাত আর বিতর ৩ রাকাত। (৩৬ রাকাতের মধ্যে ২০ রাকাত তারাবীহ আর ১৬ রাকাত নফল)[১] ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি কমাতে বারণ করলাম এবং বললাম, আমি সকলকে এভাবেই পেয়েছি, এটিই হচ্ছে সেই পুরানো পদ্ধতি যার উপর আজো মানুষ অবিচল আছে। [আল-মুদাওয়ানা ১/২৮৭]

এ বর্ণনাটি একটি স্পষ্ট দলীল যে, ইমাম মালেক রহ. ১১ থেকে অতিরিক্ত রাকাত তারাবীহকে অস্বীকার করেননি এবং সকলে যদি পূর্বসূরিদের থেকে এক পদ্ধতিতে তারাবীহ পড়ে আসতে থাকে তাহলে তাদেরকে সে পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা সমীচীন নয়। কারণ, এর দ্বারা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অনাস্থা ও অস্থিরতাই শুধু বৃদ্ধি পায়।

আলবানী রহ. ইমাম মালেক রহ. এর ১১/১৩ রাকাতের যে মাযহাব জূরী নামক শাফেয়ী মাযহাবের এক ব্যক্তির বরাতে উল্লেখ করেছেন এ ব্যাপারে আমরা বলব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যদের কিতাব থেকে ইমাম মালেক এর মাযহাব বা মত গ্রহণ করার তুলনায় স্বয়ং তাঁর কিতাব মুআত্তা ও তার মাযহাবের কিতাব 'মুদাওয়ানা' থেকে তাঁর মাযহাব গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। ইবনু দাক্বিকিল ঈদ রহ. 'শরহুল ইলমাম' এর ভূমিকায় লিখেছেন,

مَـا جزمـت بنقلـه عَـن أَئِمَّـة الِاجْتِهَـاد تحريـت فِيـهِ،

---

১. সাহাবী যুগের শেষ দিকে মদীনাবাসীগণ যখন দেখলেন মক্কাবাসীগণ বিশ রাকাত তারাবী পড়েন বটে, কিন্তু তারা প্রতি চার রাকাত পর বিশ্রামের জন্য বিরতির সময় তওয়াফ করে অতিরিক্ত ফায়দা লাভ করছেন। তখন থেকে তারা সেখানে প্রত্যেক তারবীহার সময় চার রাকাত বাড়িয়ে নফল পড়তে লাগলেন। এভাবে সেখানে ২০+১৬ = ৩৬ রাকাত পড়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। কেউ আরো দু'রাকাত যোগ করে ৩৮ রাকাত পড়তে থাকেন। এভাবে তিন রাকাত বেতেরসহ তাদের ৩৯ বা ৪১ রাকাত হতো। [দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করন পৃষ্ঠা ৪২৬]

এভাবে মদীনায় ২য় হিজরী শতকে তারাবীহ ৩৬ রাকাত ও বিতর তিন রাকাত পড়া হতো। তৃতীয় শতকেও তাই হয়ে থাকবে। হিজরী ৪র্থ শতকে ৩৬ রাকাতের পরিবর্তে তারাবীহ ২০ রাকাতে ফিরে আসে। [আত তারাবীহ আকসারু মিন আলফি আম ফি মাসজিদিন নাবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' শায়খ আতিয়া সালেম পৃষ্ঠা নং ৪১-৪২]

ومنحتـه مـن طَرِيـق الِاحْتِيَـاط مَـا يَكْفِيـهِ، فَـإِن كَـانَ مـن أحـد الْمـذَاهب الْأَرْبَعَـة نقلتـه مـن كتـب أَصْـحَابه، وأخذتـه عَـن الْمَـتْن، فَأتيـتُ الْـأَمر مـن بَابـه، وَلـم أعتبـر حِكَايَـة الْغَيْـرِ عَـنْهُم، فَإِنَّـهُ طَرِيـقٌ وَقـع فِيـهِ الْخلَـل، وتعـدد مـن جمَاعَـة مـن النقلَـة فِيـهِ الزلـل، وَحكـى المخالفون للمذاهب عَنْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا.

অর্থ: 'আমি মুজতাহিদ ইমামগণের যে সব মাযহাব বর্ণনা করেছি, তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভালভাবে অনুসন্ধান করেছি এবং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আর চার মাযহাবের একটি হলে তা আমি সে মাযহাবের অনুসারীদের থেকে বর্ণনা করেছি এবং সরাসরি তাদের মূল কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছি। মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে এটিই সঠিক পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে আমি অন্যদের বর্ণনাকে গ্রাহ্য করিনি। কারণ, এটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। অনেক বর্ণনাকারী থেকে এ ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। অনেক ভিন্ন মতাবলম্বীগণ অন্য মাযহাবের এমন সব বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যা তাদের মাযহাবই নয়। [তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, সুবকী ৯/২৪০]

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. এর ১১ এর অতিরিক্ত রাকাত অস্বীকার :

আলবানী রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. এর মত ইমাম ইবনুল আরাবী রহ.ও তারাবীহ নামাজে ১১ এর অতিরিক্ত রাকাতকে অস্বীকার করেন। তিনি তার সুনানুত তিরমিযী এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আরিযাতুল আহওয়াযী'তে লিখেছেন,

والصحيح أن يصلى إحدى عشر ركعة، صلاة النبى عليه السلام وقيامه، فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه، فاذا لم يكن بد من الحد فما كان النبى عليه السلام يصلى مازاد النبى عليه السلام فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشر ركعة وهذه الصلاة هى قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبى عليه السلام.

অর্থ: ১১ রাকাত পড়াই সহীহ- যা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায। এ ছাড়া যত সংখ্যা বর্ণিত রয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। আর এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখাও নেই। যদি সীমা নির্ধারণ করতে হয়ই, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নামাজ পড়তেন অর্থাৎ 'রমযান ও

তার বাইরে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না' এটিই ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাতের নামাজ। তাই এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা আবশ্যক। [আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/১৯]

জবাব : ইবনুল আরবী এর 'আরিযাতুর আহওয়াযী' (৪/১৯) গ্রন্থের শুধু এতটুকু কথা আস্থাযোগ্য যা তিনি কথার শুরুতে বলেছেন, 'তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সীমা নেই'। কারণ, এ কথাটুকু তারই আরেকটি রচনা 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। [দেখুন, আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/১২৫] এতটুকু কথা ছাড়া 'আরিযাতুল আহওয়াযী' এর অবশিষ্ট ইবারতে প্রচুর বিকৃতি ও ত্রুটি রয়েছে; যার কারণে এর উপর আমি আস্থা রাখতে পারছি না।

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে বিষয়টি (২০ রাকাত তারাবীহ) সুপ্রমাণিত সে ক্ষেত্রে অন্য কারো দ্বিমত গ্রহণযোগ্য নয়। [১]

৪ নং দলীল : ২০ রাকাত এর মতকে ইমাম শাফিঈ ও তিরমিযী রহ. এর দুর্বলভাবে উপস্থাপন

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. তারাবীহ ২০ রাকাতের উক্তিটি رُوِيَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

رَأَيْتهمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ

অর্থ: আমি তাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারায় ৩৯ রাকাত তারাবীহ পড়তে দেখেছি। তবে আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে ২০ রাকাত, কারণ এটি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। তারা মক্কাতেও এরূপ তারাবীহ পড়ত এবং ৩ রাকাত বিতর পড়ত। [মুখতাসারুল মুযানী ৮/১১৪]

ইমাম তিরমিযী বলেন,

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا

[১]. শেষোক্ত কথাটি যদি ইবনুল আরাবীরও হয়, তবুও তা ঠিক নয়। কারণ, বক্ষমান প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ১১ এর বেশি সংখ্যার ব্যাপারে 'এর কোন ভিত্তি নেই' কথাটি একেবারেই দলিল বিহীন।

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً».

অর্থ: সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত সেটাই যা বর্ণিত আছে হযরত উমর, হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অর্থাৎ ২০ রাকাত। এটিই ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেয়ী রহ. এর মত। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমাদের শহর মক্কা মুকাররামায় আমি এমনটিই পেয়েছি যে, তারা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। [জামে তিরমিযী ৩/১৬০]

আলবানী রহ. মনে করেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম তিরমিযী ২০ রাকাত তারাবীহ এর উক্তিটি মাজহুল সীগা (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ বর্ণিত হয়েছে ধরণের শব্দ) দ্বারা বর্ণনা করাটাই প্রমাণ যে এ উক্তিটি দুর্বল। কারণ ইমাম নববী রহ. বলেন, বিদগ্ধ গবেষক উলামায়ে কিরামের নিকট رُوِيَ শব্দ দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। [১]

জবাব : ইমাম শাফিঈ ও ইমাম তিরমিযী রহ. উভয়ের বক্তব্যের মধ্যেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, ২০ রাকাতের বর্ণনাটি দুর্বল নয়; বরং এটিই সবল। ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেছেন, 'আমার কাছে পছন্দনীয় ২০ রাকাত', তদ্রূপ ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, '২০ রাকাতের মতটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত এবং এটিই হযরত উমর, হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত'। তাদের এ বক্তব্যই অকাট্য প্রমাণ যে, তারা এখানে 'মাজহুল সীগা' দ্বারা দুর্বলতা বুঝাননি।

তাছাড়া, ইমাম নববী রহ. যে নীতির কথা বলেছেন তা ব্যাপক নয়। এমন প্রচুর বর্ণনা রয়েছে যা মাজহুল সীগা (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ বর্ণিত হয়েছে ধরণের শব্দ) দ্বারা বর্ণনা করা হলেও দুর্বলতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহুল বুখারীতে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার হাদীসের শুরুতে লিখেছেন,

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১. এখানেও শায়খ আলবানী রহ. উসূলে হাদীসের মারাত্মক অপব্যবহার করেছেন। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি মূলনীতিকে ব্যাপক করে দেওয়া উসূলে হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এখানে يُذْكَرُ অর্থাৎ বর্ণনা করা হয় 'মাজহুল সীগা' দ্বারা অবশ্যই দুর্বলতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এ হাদীসটিই ইমাম বুখারী রহ. সনদসহ অন্যত্র উল্লেখ করেছেন। সহীহুল বুখারী الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ অধ্যায়ে ঝাড়ফুঁক করার হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, হাদীস নং ৫৭৩৬)

তদ্রূপ বুখারী রহ. নামাযের অধ্যায়ে বলেছেন,

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ - أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

এখানেও ইমাম বুখারী রহ. হাদীসটি يُذْكَرُ অর্থাৎ বর্ণনা করা হয় 'মাজহুল সীগা' দ্বারা বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসটি সহীহ, যা ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। দেখুন সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৫।

এ জন্য ইবনুস সালাহ রহ. এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ ধরণের মাজহুল সীগাগুলো (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ বর্ণিত হয়েছে ধরণের শব্দ) দুর্বল ও শক্তিশালী সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইমাম সুয়ূতী কৃত 'তাদরীবুর রাবী'। [১]

---

১. স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ.ও আরো অনেক সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রে মাজহুল সীগা (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া অর্থাৎ 'বর্ণিত হয়েছে' ধরণের শব্দ) ব্যবহার করেছেন, যা তার সুনান অধ্যয়নকারীদের অজানা নয়। যেমন, তিনি ১২৪ নং হাদীসের আলোচনায় বলেন,

قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الجُنُبَ، وَالحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا. **وَيُرْوَى** عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ. **وَيُرْوَى** عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ: فَقَالَ: يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

অর্থ: সকল ফক্বীহদের মত হচ্ছে, জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবর্তী নারী যদি পানি না পায় তাহলে তারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। ইবনে মাসঊদ রা. থেকে **বর্ণিত আছে** যে, তিনি মনে করেন, যুনুবী ব্যক্তি পানি না পেলেও তায়াম্মুম করতে পারবে না। অবশ্য তার থেকে এ কথাও **বর্ণিত আছে** যে, তিনি তার মত প্রত্যাহার করেছেন এবং বলেছেন, পানি না পেলে

সারকথা, উভয় ইমামের এ ধরণের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে ২০ রাকাতের মতকে শক্তিশালী না বুঝে, একটি অস্পষ্ট উপস্থাপনাগত নীতি থেকে এ মতের দুর্বলতা আবিষ্কারের চেষ্টা অবশ্যই বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

৫ নং দলীল : আলী রা. এর আমল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য

জনৈক রাফেযী এর বক্তব্য (আলী রা. দিন রাতে হাজার রাকাত নামাজ পড়তেন) এর খণ্ডনে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নত সম্পর্কে অবগত ও তাঁর অনেক বেশি অনুগত ছিলেন। দিন-রাতে হাজার রাকাত নামাজ পড়া সম্ভব হলেও তা করে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করতে পারেন না। (কারণ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত নয়)।

আলবানী রহ. বলেন, চিন্তা করে দেখুন- 'ইবনে তাইমিয়া কিভাবে হযরত আলী রা. কে রাসূলের সুন্নাহ এর অতিরিক্ত নামাজ পড়া থেকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।' এ দ্বারা আলবানী রহ. বুঝাতে চান যে, আলী রা. ২০ রাকাত তারাবীহর ব্যাপারেও সন্তুষ্ট নন। কারণ, তাও (আলবানী রহ. রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী) সুন্নাহ পরিপন্থী।

জবাব : ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাই এই বক্তব্যের মর্ম স্পষ্ট হয় তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাহ' কিতাবের পূর্ব বক্তব্য দেখলে। সেখানে তিনি বলেছেন,

وَصَلَاةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، مَعَ الْقِيَامِ بِسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَكْلٍ وَنَوْمٍ، وَقَضَاءِ حَقِّ أَهْلٍ ، وَقَضَاءِ

তায়াম্মুম করবে। এটিই ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মত।

লক্ষ করুন, তিরমিযী রহ. তার উক্ত আলোচনায়, ইবনে মাসউদ রা. বিপরীতমুখী উভয় বক্তব্যকে মাজহুল সীগা (বর্ণিত আছে শব্দ) দ্বারা উল্লেখ করেছেন। তার সবল ও দুর্বল উভয় মতকেই 'বর্ণিত আছে' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন এবং সবল মতের পক্ষে সকল ফুকাহায়ে কেরামের মতের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছেন। অথচ আলবানী রহ. এর রীতি অনুযায়ী উভয় মতই দুর্বল। তাহলে সবল মত কোনটি?

সবল মতকে 'বর্ণিত আছে' ধরণের শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার এমন উদাহরণ ইমাম তিরমিযী ও শাফেয়ী রহ. এর গ্রন্থ অধ্যয়নকারীদের সামনে কম নয়। আরো দেখতে পারেন, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৭৮ ও ১৮৪ ইত্যাদি।

حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَسْتَوْعِبُ مِنَ الزَّمَانِ إِمَّا النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَالسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَّسِعُ لِثَمَانِينَ رَكْعَةً، وَمَا يُقَارِبُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْرًا كَنَقْرِ الْغُرَابِ، وَعَلِيٌّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُنَافِقِينَ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

অর্থ: সকল দায়িত্ব পালনসহ দিন রাতে হাজার রাকাত নামাজ পড়া অসম্ভব। কারণ, তার পানাহার, পরিবারের হক্ব আদায়, জনগণের হক্ব আদায়সহ আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে যা তার কমবেশি অর্ধেক সময় নিয়ে নেয়। আর বাকী অর্ধেক তথা ১২ ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় ৮০ বা তার কাছাকাছি রাকাত নামাজও পড়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, পড়া যেতে পারে তবে তা হবে কাকের ঠোকরের ন্যায়, যা হচ্ছে মুনাফিকদের নামাজ যেমনটি বর্ণিত আছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে। আর আলী রা. এর ব্যাপারে এমন ধারণা কখনই পোষণ করা যায় না। [মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৩১]

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে তাইমিয়া রহ. আলী রা.কে যেই অতিরিক্ত নামাজ পড়া থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন সেটি এমন নামাজ যার কারণে ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ পালন সম্ভব হয় না এবং অতি দ্রুততার কারণে নামজের রুকু-সেজদা হয়ে যায় কাকের ঠোকরের ন্যায়। ১১ রাকাতের চেয়ে বেশি তারাবীহ পড়ার অনুমতি প্রদান থেকে তাকে পবিত্র ঘোষণা করেননি। কারণ, ২০ রাকাত তারাবীহ পড়লে এ সবকিছু আবশ্যক হয়ে যায় না।

আর জনৈক রাফেজী যখন এই ফতোয়া প্রদান করল যে, ২০ রাকাত তারাবীহ হযরত উমর রা. এর চালু করা বেদআত ও গর্হিত কাজ। তখন ইবনে তাইমিয়া রহ. তার খণ্ডনে করে লিখলেন,

أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ - عملُ عمرَ في التراويح - قَبِيحًا مَنْهِيًّا عَنْهُ لَكَانَ عَلِيٌّ أَبْطَلَهُ لَمَّا صَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَلَمَّا كَانَ جَارِيًا فِي ذَلِكَ مَجْرَى عُمَرَ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، بَلْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: نَوَّرَ اللَّهُ عَلَى عُمَرَ قَبْرَهُ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا.

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ

رَكْعَةً، قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ.
وَعَنْ عَرْفَجَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا، قَالَ عَرْفَجَةُ: فَكُنْتُ أَنَا إِمَامَ النِّسَاءِ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

অর্থ: আলী রা. যদি তারাবীর ক্ষেত্রে উমর রা. এর আমলকে পছন্দই না করতেন তাহলে তিনি যখন খলিফাতুল মুসলিমীন হলেন তখন তিনি তা অবশ্যই বাতিল করতেন। কিন্তু তিনি যেহেতু এ ক্ষেত্রে উমর রা. পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল আলী রা.ও ২০ রাকাত তারাবীহকে পছন্দ করতেন। এ মর্মেই আলী রা. থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা হযরত উমর রা. এর কবরকে আলোকিত করুন যেমন তিনি আমাদের মসজিদসমূহকে আলোকিত করেছেন'। [১]

আবু আব্দির রহমান সুলামীর বর্ণনা

আবু আব্দির রহমান সুলামী বলেন, হযরত আলী রা. এক রমজানে কুরআনের হাফেজদের ডেকে তাদের থেকে একজনকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়াতে বললেন আর আলী রা. নিজে বিতর পড়াতেন।

আরফাযা আস সাক্বাফী বলেন, হযরত আলী রা. সকলকে রমযানের তারাবীহ পড়ার আদেশ দিতেন। পুরুষ ও মহীলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইমাম নির্ধারণ করতেন। আরফাযা বলেন, আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম। এই উভয় বর্ণনা রয়েছে ইমাম বাইহাকী রহ. এর সুনানে কুবরা গ্রন্থে। [মিনহাজুস সুন্নাহ ৮/৩০৮]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর পূর্ণ বক্তব্য দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আলী রা.কে **১১** এর অতিরিক্ত রাকাত তারাবীহ বহাল রাখা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেননি। বরং রাফেজীর বক্তব্য খণ্ডনে তার আবু আব্দির রহমান (২০ রাকাতের) বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করাই এ কথার প্রমাণ যে, ২০ রাকাত তারাবীহ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকটও আলী রা. থেকে প্রমাণিত।

---

[১]. এ বর্ণনাটির জন্য দেখুন, তারিখে দিমাশ্ক ইবনে আসাকির ৪৪/ ২৮০

আবু আব্দির রহমান সুলামীর বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি

অবশ্য এ বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. আপত্তি করেছেন যে, এর সূত্রে দুইজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাম্মাদ ইবনে শুআইব এবং আতা ইবনে সায়েব।

জবাব : এ বর্ণনাটি দুর্বল হলেও এর সমর্থনে আরো কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যার দ্বারা বিষয়টি শক্তিশালী বলে গণ্য হয়। [১] বর্ণনাগুলো এই,

১. সুওয়াইদ ইবনে গাফালার বর্ণনা

أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ : كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

অর্থ: আবুল খাসীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানে আমাদের ইমামত করতেন সুওয়াইদ ইবনে গাফালা। তিনি ৫ তারবিহায় (প্রতি ৪ রাকাতে ১ তারবিহা) মোট ২০ রাকাত নামাজ পড়াতেন। [আস সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৭ হাদীস নং : ৪৮০৩]

২. শুতাইর ইবনে শাকাল এর বর্ণনা

وَرُوِّينَا عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ.

অর্থ: আলী রা. এর শিষ্যদের একজন শুতাইর ইবনে শাকাল তিনি বলেন, আলী রা. তদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়াতেন। [আস সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৬ হাদীস নং : ৪৮০৩]

৩. আবুল হাসনা এর বর্ণনা

عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

---

[১]. এ কারণই হয়তো হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (৮/৩০৮) ও ইমাম যাহাবী রহ. 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৪২) হাদীসটিকে দলিলরূপে পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, হযরত আলী রা. তারাবীর জামাত, রাকাত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। [দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃষ্ঠা ৪২১]

অর্থ: আবুল হাসনা থেকে বর্ণিত, আলী রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ৫ তারবিহায় (প্রতি ৪ রাকাতে ১ তারবিহা) ২০ রাকাত নামাজ পড়াতে নির্দেশ প্রদান করেন। [আস সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৭ হাদীস নং : ৪৮০৫]

তাহলে আলী রা. এর ছাত্রদের আমল ও আলী রা. এর আমল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ২০ রাকাত তারাবীহ হযরত আলী রা. থেকে প্রমাণিত।

আবুল হাসনা এর বর্ণনা সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তিঃ

আবুল হাসনার বর্ণনা সম্পর্কেও আলবানী রহ. আপত্তি করেছেন যে, এ সূত্রে এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবুল হাস্‌না, যিনি মাজহুল তথা যার পরিচয় অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী ও হাফেজ আসকালানী রহ. তার ব্যাপারে এমনটি বলেছেন।

জবাবঃ এর জবাবে আমরা বলব যে, ইমাম দুলাবী রহ. 'আল কুনা ওয়াল আসমা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন,

أَبُو الْحَسْنَاءِ رَوَى عَنْهُ شَرِيكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ كُوفِيٌّ

অর্থ: আবুল হাস্‌না থেকে শরীক এবং হাসান ইবনে সালিহ দুজন শিষ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কূফী ছিলেন। [আল কুনা ওয়াল আসমা, দুলাবী ২/৪৬৭]

আর এটি হাদীস শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ নীতি যে, কারো থেকে যদি দুইজন ব্যক্তি বর্ণনা করে তাহলে সে মজহুল তথা অপরিচিত থাকে না। যেমনটি বলেছেন ইমাম দারাকুতনী রহ. 'আস সুনান' গ্রন্থে, ইবনু আব্দিল বার 'আল ইসতিযকার' গ্রন্থে এবং খতীব বাগদাদী 'আল কিফায়া' গ্রন্থে। [১]

---

১. এখানে আলবানী রহ. সুস্পষ্ট ভুল করেছেন। একই ভুল করেছেন মোবারকপুরীও। আসলে হাফেজ যাহাবী রহ. ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ. যে আবুল হাসনাকে অপরিচিত বলেছেন তিনি আর এই আবুল হাসনা দুই ব্যক্তি। আমাদের আলোচ্য আবুল হাসনা হযরত আলী রা. এর শাগরিদ, আর যাকে যাহাবী ও ইবেন হাজার অপরিচিত বলেছেন তিনি হযরত আলী রা. এর ছাত্রের ছাত্র হাকাম ইবনে উতাইবার শাগরিদ। অপরিচিত আবুল হাসনাকে ইবনে হাজার 'তাকরীব' গ্রন্থে ৭ম স্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। আর আলোচ্য আবুল হাসনার ছাত্র আবু সা'দ বাক্কালকে ৫ম স্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে তার উস্তাদ আবুল হাসনা অবশ্যই ৩য় বা ৪র্থ স্তরের হয়ে থাকবেন। সুতরাং দুজন এক ব্যক্তি হয় কিভাবে ?

এ জন্যই বাইহাকী রহ. বর্ণনাটিকে দুর্বল বললেও (দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করেননি। এর কারণ উল্লেখপূর্বক) ইবনুত তুরকুমানী 'আল জাওহারুন নাক্বী' গ্রন্থে লিখেছেন, এ বর্ণনার দুর্বলতা মূলত আবুল হাস্না এর কারণে নয়; বরং আবূ সা'দ সাঈদ ইবনে মারযুবান আল বাক্কাল এর কারণে। কারণ, তিনি বিতর্কিত বর্ণনাকারী। এমনটি হলেও বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আবু সা'দ বাক্কালের মুতাবে তথা সমর্থক রয়েছে। যেটি আমর ইবনে কায়স আবুল হাসনা থেকে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে মুতাবে তথা সমর্থক বর্ণনাটি উল্লেখ করা হল।

আবুল হাসনা থেকে আমর ইবনু কায়স এর বর্ণনা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

অর্থ: আবুল হাসনা থেকে বর্ণিত, আলী রা. এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ২০ রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৫/২২৩ হাদীস নং : ৭৭৬৩]

ইবনুত তুরকুমানী বলেন, আমার ধারণা, ইনি আমর ইবনু কায়স আল মুলায়ী হয়ে থাকবেন। যাকে ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবু হাতেম ও আবু যুরআসহ আরো অনেকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম মুসলিম রহ. তার 'সহীহ' গ্রন্থে তার থেকে হাদীস এনেছেন। [দেখুন, সহিহ মুসলিম হাদীস নং ২৭৬ ও ৫৯৬]

আমাদের আলোচ্য আবুল হাসনাকে সর্বোচ্চ মাসতুর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যার একাধিক বর্ণনাকারী ছাত্র আছে, কিন্তু তার ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে সুনাম বর্ণিত হয়নি। মাসতুরের বর্ণনা অনেকে নিঃশর্তে গ্রহণ করেছেন। দেখুন, 'আর রাফউ ওয়াত তাকমীল' এর পরিশিষ্ট। কেউ কেউ শর্ত আরোপ করেছেন সমর্থক বর্ণনাকারীর। অর্থাৎ তার সমর্থনে যদি অন্য কোন ব্যক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। (দেখুন, শরহুন নুখবাতিল ফিকার, হাসান লি যাতিহি এর আলোচনা) এখানে তাও পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, আবু আব্দির রহমান সুলামীও হযরত আলী রা. থেকে একই কথা উল্লেখ করেছেন।

তা ছাড়া আলী রা. এর বিশিষ্ট ছাত্র শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা ও আলী ইবনে রাবীআ প্রমুখ বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন ও পড়াতেন। (দেখুন, মুসান্নাফে ইবেন আবি শাইবা ৭৭৬২, ৭৭৬৫, ৭৭৮৪; সুনানে বাইহাকী; ক্বিয়ামুল লাইল)। [দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪২৪]

আর এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলী রা. থেকে ২০ রাকাত প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে আলবানী রহ. এর বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের তুলনায় ইমাম বাইহাকী, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুত তুরকুমানী রাহ. এর মত বড় বড় ইমামদের মতই অধিক শ্রেয় ।

৬ নং দলীল : আয়েশা রা. এর ১১ রাকাতের বর্ণনা [১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

অর্থ: আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাজ কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে ও রমযান ছাড়া অন্য মাসসমূহে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৩৮]

জবাব [২] **:** এ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই যে, তারাবীহ নামাজে ১১ রাকাত থেকে অতিরিক্ত রাকাত যোগ করা যাবে না। ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী রহ. 'তরহুত তাসরীব' গ্রন্থে বলেন,

তারাবীহ এর ব্যাপারে সকল আলেমগণ একমত যে, এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত রাকাত তারাবীহ পড়তেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন,

সা'দ ইবনে হিশামের সূত্রে বর্ণিত আয়েশা রা. এর হাদীসে আছে ৯ রাকাত।

---

১. ৬ নং দলীল এবং এর জবাব গ্রন্থকার ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করলেও আমাদের কাছে তৃতীয় অধ্যায়ের আওতায় এখানে উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে হয়েছে।

২. এ হাদীসটি তাহজ্জুদ নামাজের ক্ষেত্রে; তারাবীহ এর ক্ষেত্রে নয় এবং তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ এক নামাজ নয়; দুটি ভিন্ন ভিন্ন নামায। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দলীলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৩৪-৪৪০।

উরওয়া এর সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত বিতরসহ ১১ রাকাত, প্রতি ২ রাকাত পর পর সালাম। আর ফজরের আযান হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকাত পড়তেন।

হিশাম ইবনে উরওয়াসহ অন্যরা উরওয়া এর সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, ফজরের দুই রাকাতসহ ১৩ রাকাত।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ও তার বাইরে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। চার রাকত চার রাকাত এবং তিন রাকাত।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ রাকাত পড়তেন। আট রাকাত পড়ে বিতর পড়ে দুই রাকাত বসে আদায় করতেন। এরপর দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়তেন। আয়েশা রা. তার হাদীসে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এর মধ্যে দুই রাকাত ফজরের। [১]

আয়েশা রা. থেকে সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামাজ ছিল সাত ও নয় রাকাত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামাজ ১৩ রাকাত, আরো দুই রাকাত ফজরের সুন্নত।

যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত অল্প সময়ে পড়েছেন এর পর লম্বা দুই রাকাত পড়েছেন। এ হাদীসের শেষে এসেছে, এই মোট ১৩ রাকাত।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এ হাদীসগুলোতে হযরত ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও যায়দ রা. প্রত্যেকেই যা দেখেছেন সেটিই বর্ণনা করেছেন। আর আয়েশা রা. এর বর্ণনার বিভিন্নতার বিষয়টি কেউ বলেছেন, এটি আয়েশা রা. থেকেই, আবার কেউ বলেছেন, তার বর্ণনাকারীদের থেকে। তাই সম্ভাবনা আছে, ১১ রাকাতের বর্ণনাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তের রাকাত সালাত আদায় করতেন, অতঃপর সকালে আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৭০, পৃষ্ঠা ১/৫৬৬ তাওহীদ পাবলিকেশন্স)
সুতরাং বুঝা গেল এই ১৩ রাকাত ফজরের ২ রাকাত সুন্নত ব্যতীত।

সাল্লাম এর অধিকাংশ সময়ের আমল, আর তার থেকে বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনাগুলোর আমলও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাঝেমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা হচ্ছে, ফজরের দুই রাকাতসহ ১৫ রাকাত। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে ৭ রাকাত। এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে, সময়ের পর্যাপ্ততা বা সংকীর্ণতার কারণে কেরাত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা। যেমনটি বর্ণিত আছে হযরত হুযাইফা ও ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসে। অথবা বার্ধক্যের সময় ঘুম, অসুস্থতা বা অন্য কোন উযর, যেমনটি আয়েশা রা. বলেছেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন সাত রাকাত পড়তেন। অথবা, কখনো রাতের নামাজের পূর্বের দুই রাকাতও গণনা করা হত, যেমনটি বর্ণনা করেছেন, যায়েদ ইবনে খালেদ এবং আয়েশা রা. তার কিছু বর্ণনায়। আয়েশা রা. কখনো ফজরের দুই রাকাতকে গণনা করেছেন, কখনো বাদ দিয়েছেন, আবার কখনো তার কোন একটিকে গণনা করেছন। কখনো ইশার ফরজ নামাযকেও তার সাথে যোগ করেছেন, আবার কখনো বাদ দিয়েছেন।

সারকথা, কাযী ইয়ায রহ. বলেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, এ ক্ষেত্রে আসলে এমন কোন সীমারেখা নেই যা থেকে কম-বেশ করা যাবে না। বরং রাতের নামাজ হচ্ছে ঐ সকল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত যা যতই বৃদ্ধি করা হবে তার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে। হ্যাঁ, মতভেদ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করেছেন এবং নিজের জন্য কি পছন্দ করেছেন তা নিয়ে। [তরহুত তাসরীব ৩/৫০-৫১]

৭ নং দলীল : জাবির রা. এর ৮ রাকাতের মারফু বর্ণনা

ইমাম তাবারানী হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ.

অর্থ: হযরত জাবির রা. বলেন, রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ ও বিতর পড়লেন। পরের রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসবেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত আমরা মসজিদে অপেক্ষায় থাকলাম। এরপর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা গত রাতে মসজিদে সমবেত হয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম আপনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়বেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের উপর তারাবীহ ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয় করেছি।

[আল মুজামুস্ সগীর, তাবারানী ৫২৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১০৭০; সহীহ ইবনে হিব্বান ২৪০৯, ২৪১৫; মুসনাদে আবু ইয়ালা আল মাওসিলী ১৮০২; ক্বিয়ামু রমযান মুহাম্মদ ইবেন নসর পৃষ্ঠা ২১৭] [১]

জবাব : হাফেজ যাহাবী রহ. এর সনদকে মধ্যম পর্যায়ের বললেও (অন্যান্য অনেক হাদীস বিশারদ তার এ মতকে গ্রহণ করেননি যেমন,) নিমাভী রহ. তার এ মতকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করে বলেন, এর সনদ মধ্যম পর্যায় থেকেও নিচে। [দেখুন: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা ২০০ টীকা নং ২৭৭ মাকতাবা

---

১. এ হাদীসটিও যঈফ, প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা এর সনদেও পূর্বোক্ত ঈসা ইবনে জারিয়া আছেন। তাছাড়া এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, এটা কেবল এক রাতের ঘটনা ছিল। যেহেতু সে সময় তারাবী নামায জামাতের সঙ্গে পড়ার প্রচলন ছিল না, তাই এই হাদীসকে সহীহ ধরে নিলেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, অবিশষ্ট নামাজ জামাত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এটা নিছক অনুমান নয়। সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস থেকে এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তারাবীতে শরীক হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু নামায পড়েছেন যা আমাদের নিকট পড়েননি। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১১০৪]

এ হাদীসটি সহীহ না হওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এটি শায তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। সহীহ হাদীসসমূহে একাধিক সাহাবী কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তারাবী পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, হযরতু আয়েশা রা. এর বর্ণনা বুখারী ৯২৪ ও মুসলিম ৭৬১; হযরত আনাস রা. এর বর্ণনা মুসলিম ১১০৪; হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর বর্ণনা বুখারী ৭৩১ ও মুসলিম ৭৮১; আবু যর গিফারী রা. এর বর্ণনা আবু দাউদ ১৩৭৫ ও তিরমিযী ৮০৬; নুমান ইবনে বশীর রা. এর বর্ণনা সুনানে নাসায়ী ১৬০৬। এদের কারো বর্ণনাতেই রাকাত সংখ্যা উল্লেখ আসেনি। এসেছে শুধু হযরত জাবির রা. এর বর্ণনায়, ঈসা ইবনে জারিয়ার মত দুর্বল বর্ণনাকারীর সূত্রে। [দলীলসহ নামাজের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ ৪৪৪-৪৪৫]

হক্কানিয়া] [১]

[১]. তাছাড়াঃ

ক. আলবানী সাহেব আপন রীতি অনুসারে বর্ণনাকারী দেখে হাদীসের বিধান বলবেন। এখানে তিনি যাহাবী রহ. এর তাক্বলীদ করতে যান কেন?

খ. ইমাম যাহাবী রহ. এটিকে পরিচিত পরিভাষা - সহীহ, হাসান, জায়্যিদ ইত্যাদি না বলে নতুন শব্দ 'ওয়াসাত' বলাই প্রমাণ করে এতে দূর্বলতা রয়েছে।

গ. অনেক সময় বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলেও মতনে সমস্যা থাকায় হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই হয়ত যাহাবী রহ. হাদীস সম্পর্কে কিছু না বলে কেবল সনদ সম্পর্কেই বলেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তারাবীর নামাজ সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ

চতুর্থ অধ্যায়

তারাবীহ এর নামাজ সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত

এতে কোন রাকাত বৃদ্ধি করা যোহরের নামাজে অতিরিক্ত রাকাত যোগ করার মত অগ্রহণযোগ্য বা শবে বরাতের বিশেষ নামাজের মত গর্হিত নয়

বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তারাবীহ এর নামাজ সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে রাসূল সা. এর হাদীসসহ অনেক ইমামদের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল।

১. ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে নসর রহ. যাআফরানী এর সূত্রে ইমাম শাফিয়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ضِيقٌ وَلَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ.

অর্থ: মদীনা মুনাওয়ারায় আমি লোকদের ৩৯ রাকাত তারাবীহ পড়তে দেখেছি । তবে আমার নিকট, ২০ রাকাতই পছন্দনীয়। মক্কাতেও এভাবে পড় হত। আসলে এ (তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার) ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতা ও শেষসীমা নেই। কারণ, এটি নফল নামাজ। কেরাত লম্বা করে রাকাত কম করা উত্তম এবং এটিই আমার পছন্দ। আর কেরাত দীর্ঘ করে রুকু-সেজদা তথা রাকাত বৃদ্ধি করাও ভাল। [ক্বিয়ামু রমযান, মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী ২২২]

২. ইমাম তিরমিযী রহ. এর বক্তব্য

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالمَدِينَةِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً» وقَالَ أَحْمَدُ: «رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ».

অর্থ: রমযানের তারাবীহ সম্পর্কে আলিমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মত বিতরসহ ৪১ রাকাত। এটি মদীনাবাসীদের বক্তব্য এবং মদীনাতে তারা এ অনুযায়ী আমলও করেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত সেটাই যা বর্ণিত আছে হযরত উমর, হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অর্থাৎ ২০ রাকাত। এটিই ইমাম সওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেয়ী রহ. এর মতামত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমদের শহর মক্কা মুকার্‌রামায় আমি এমনটিই পেয়েছি যে, তারা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা বয়েছে, এ ক্ষেত্রে তিনি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি। ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, বরং আমরা ৪১ রাকাতকেই গ্রহণ করব, যা হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে বর্ণিত আছে। [সুনানে তিরমিযী ৩/১৬১]

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: كَمْ مِنْ رَكْعَةٍ تُصَلِّي فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: قَدْ قِيلَ فِيهِ أَلْوَانٌ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ ، قَالَ

إِسْحَاقُ: نَخْتَارُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ أَخَفَّ

অর্থ: ইসহাক ইবনে মনসূর বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে জিজ্ঞাসা করলাম, রমযানের তারাবীহতে আপনি কত রাকাত পড়েন? তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ পর্যন্ত মত রয়েছে। বাস্তবে এটি একটি নফল নামাজ। ইসহাক রহ. বলেন, আমরা ৪০ রাকাতকেই গ্রহণ করি, যাতে কেরাত ছোট ছোট হয়। [ক্বিয়ামু রমযান, মুহাম্মদ ইবনে নসর ২২২]

৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য

أَنَّ نَفْسَ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَلْ كَانَ هُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةِ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أبي بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

ثُمَّ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ يَقُومُونَ بِأَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَآخَرُونَ قَامُوا بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ وَهَذَا كُلُّهُ سَائِغٌ فَكَيْفَمَا قَامَ فِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ أَحْسَنَ. وَالْأَفْضَلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ احْتِمَالٌ لِطُولِ الْقِيَامِ فَالْقِيَامُ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَثَلَاثٍ بَعْدَهَا. كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ فَالْقِيَامُ بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ

وَإِنْ قَامَ بِأَرْبَعِينَ وَغَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُؤَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ

অর্থ: তারাবীহ এর ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়ে যাননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ও রমযান ছাড়া অন্য মাসে ১৩ রাকাতের অধিক পড়তেন না। তিনি রাকাত লম্বা করতেন। পরবর্তীতে যখন হযরত উমর রা. সকলকে হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. এর পিছনে একত্রিত করলেন তখন তিনি তাদের নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। তিনি যত রাকাত বৃদ্ধি করেছেন তার হিসাব করে কেরাত কম পড়তেন। কারণ, এক রাকাতকে দীর্ঘায়িত করার চেয়ে এ পদ্ধতি মুসল্লিদের জন্য বেশি আরামদায়ক ছিল।

সলফের এক দল ৪০ রাকাত তরাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। তাদের কেউ কেউ ৩৬ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। এ পদ্ধতিগুলোর সবগুলোই বৈধ। রমযানে এ পদ্ধতিগুলোর যে কোন পদ্ধতিতেই তারাবীহ পড়া উত্তম। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে, রাকাত সংখ্যা মুসল্লিদের অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ভিন্ন হওয়া। অর্থাৎ, যদি মুসল্লিদের দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকার ক্ষমতা থাকে তাহলে ১০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়া উত্তম। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রমযান ও রমযানের বাইরে পড়তেন। আর যদি তাদের এমন ধৈর্যক্ষমতা না থাকে তা হলে ২০ রাকাত পড়াই উত্তম। অধিকাংশ মুসলমান এ পদ্ধতি (২০ রাকাত) অনুযায়ী আমল করে থাকে। কারণ, এটি ৪০ ও ১০ এর মাঝামাঝি পদ্ধতি।

যদি কেউ ৪০ রাকাতের পদ্ধতি বা অন্য কোন পদ্ধতিতেও তারাবীহ পড়ে তাহলে সেটাও বৈধ। এ পদ্ধতিগুলোর কোনটিই মাকরুহ নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.সহ আরো অনেক ইমাম এমনটিই বলেছেন। কেউ যদি মনে করে যে, তারাবীহ এর ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যা রয়েছে যার মধ্যে কোন কম-বেশ করা যাবে না তাহলে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে। [মজমুউল ফাতাওয়া ২২/২৭২]

ঠিক এ ভুলেরই স্বীকার হয়েছেন শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী তার 'সালাতুত

তারাবীহ' নামাক পুস্তিকায়। এমনকি এই অত্যুক্তি করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি যে, '১১ রাকাতের সাথে অতিরিক্ত রাকাত যোগ করা যোহরের নামাজে ৫ম রাকাত বৃদ্ধি করার মতই'। সলফের তারাবীহ এবং ১১ থেকে অতিরিক্ত তারাবীহ পড়ার বৈধতা সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত ইমামদের সুস্পষ্ট বক্তব্যসমূহ সম্পর্কে যার নূন্যতম জ্ঞান রয়েছে তার থেকে এমন কথা প্রকাশ পেতে পারে না।

আলবানী রহ. এক উদ্ভট ও বিস্ময়কর এমন এক দাবী করেছেন যা মেনে নিলে ঐ সকল সলফে সালিহীনকে ভ্রান্তির স্বীকার বলতে হয় যারা ১১ রাকাতের চেয়ে বেশি তারাবীহ পড়তেন। তিনি লিখেছেন,

وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات، وفساد هذا لا يخفى على عاقل.

অর্থ: যারা এমনটি করছেন (১১ রাকাত থেকে বেশি রাকাত তারাবীহ পড়ছেন) তারা পদ্ধতি ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত তারাবীহ পদ্ধতির সুস্পষ্ট বিরোধিতায় লিপ্ত। তারা সাধারণ নামাজের দলীলসমূহ দিয়ে প্রমাণ পেশ করে পাশ কাটিয়ে যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট নির্দেশ- 'তোমরা আমাকে যেভাবে দেখেছ সেভাবেই নামাজ পড়'। তাদের এ নামাজ যোহরের নামাজ ৫ রাকাত ও ফজরের সুন্নত ৪ রাকাত বা দুই রুকু ও অনেকগুলো সেজদাসহ নামাজ পড়ার মতই! এমন নামাজের অগ্রহণযোগ্যতা কোন বিবেকবান ব্যক্তির নিকটেই অস্পষ্ট নয়!! [সালাতুত্ তারাবীহ আলবানী পৃ: ৩৭]

আমিও বলি, আলবানী সাহেবের এ কথার অগ্রহণযোগ্যতা ও অসারতাও কোন বিবেকবান ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নয়।

৫. আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «خَيْرٌ مَوْضُوعٌ، مَنْ شَاءَ أَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ».

অর্থ: হযরত আবু যর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কেমন ইবাদত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত, কেউ চাইলে কম পড়তে পারে কেউ চাইলে বেশিও পড়তে পারে। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ২১৫৪৬; মুসনাদুল বায্যার, হাদীস নং : ৪০৩৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং : ৩৬১]

হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী 'আল মুগনী আন হামলিল আসফার' গ্রন্থে ১/১৪৬, তার পুত্র ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী 'তরহুত তাসরীব' গ্রন্থে ৩/৭৮, ইবনে হিব্বান ও হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তারাবীহর এর নামাজ এবং সালাতুর রাগাইব এক নয়

আলবানী রহ. কর্তৃক তারাবীহ নামাজকে 'সালাতুর রাগাইব' তথা শবে বরাতে বিশেষ নামাজ ও এ ধরণের নামাজের সাথে তুলনা করা সঠিক নয় যা উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী 'নামাজ সর্বোত্তম ইবাদত' এর আওতাভুক্ত নয়। সুবকী রহ. এ পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে 'ইশরাকুল মাসাবীহ' গ্রন্থে বলেছেন,

لو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة، كما في الرغائب ليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب، فكان يجب إنكارها، وبطلانها معلوم بالضرورة من الدين.

অর্থ: তারাবীহ এর নামাজ যদি শরীয়তে কাঙ্ক্ষিত না হত তাহলে তা শবে বরাতের বিশেষ নামাজ এবং রজব মাসের প্রথম জুমার নামাজের ন্যায় নিন্দিত বিদআতে পরিণত হত। তখন তা অস্বীকার করতে হত এবং সেটি যে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না, তা তো স্পষ্টই। [ইশরাকুল মাসাবীহ পৃ: ৮২ (২৬) মাকতাবাতুস সাঈ রিয়াদ থেকে যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ.কৃত 'শরহুস সদর বিযিকরি লাইলাতিল কদর' এর সাথে মুদ্রিত]

ইবনু দাক্বিকিল ঈদ রহ. 'ইহকামুল আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, সালাতুর রাগাইব (ও রজবের প্রথম জুমার নামাজ) এর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিশেষ দলীল থাকায় তা নফল নামাজের ব্যাপক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[ইহকামুল আহকাম পৃ: ১২২]

কিন্তু তারাবীহর এর নামাজের ক্ষেত্রে এমন কোন বিশেষ দলীল নেই যা তাকে সাধারণ নামাজের উল্লিখিত দলীল থেকে বের করে দেয়; বরং সলফের আমল এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারাবীহ এ হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে শামিল।

৬. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস

ক্বিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা অনির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে হযরত আবু হুরাইরা রা. এর সূত্রে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ... أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».

অর্থ: তোমরা পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এর চেয়েও বেশি রাকাত বিতর পড়।
[ইবনুল মুনযিরকৃত 'আল আউসাত' হাদীস নং : ২৬৬২; সুনানে কাবীর, বাইহাক্বী : ৪৮১৬; আল মুস্তাদরাক : ১১৩৭। হাদীসটিকে হাফেজ ইরাকী রহ. সহীহ বলেছেন, দেখুন নাইলুল আওতার ৩/ ৪৫ ; তুহফাতুয যাকিরীন ১/ ১৯৪]

৭. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য

হাফেজ আসকালানী রহ. এ হাদীসের মাধ্যমে জনৈক রাফেযীর এ উক্তি খণ্ডন করেছেন যে, '১৩ রাকাত থেকে বেশি সালাতুল লাইল বর্ণিত নেই'। আসকালানী রহ. বলেন,

وَفِيهِ نَظَرٌ، فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ: أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

অর্থ: রাফেযীর এ উক্তিতে আপত্তি আছে, মুনযিরী রহ. এর টীকাতে আছে, রাতের নামাজ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সর্বোচ্চ

১৭ রাকাত বর্ণিত আছে। দিন-রাতের ফরজ নামাজের রাকাত সমষ্টির মতই।

ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনুল মুনযির ও হাকেম রহ. ইরাক ইবনে মালেক এর সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এর চেয়ে বেশি রাকাত বিতর পড়। [আত তালখীসুল হাবীর ২/৩১]

১৩ থেকে বেশি রাকাত বিতর পড়ার হাদীস সম্পর্কে আলবানী রহ. এর আপত্তি

আলবানী রহ. তার 'সালাতুত তারাবীহ' এর ৮৪-৮৫ এর ১নং টীকায় বলেছেন, এ হাদীসের (أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) এই অংশটুকু 'মুনকার' তথা আপত্তিকর। কারণ, আমি রিজাল শাস্ত্রের মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি কোন গ্রন্থেই তাহির ইবনে আমর এর পরিচয় পাইনি এবং এ অংশটুকু মওকুফ হিসাবে বর্ণিত আছে। মরফু হিসাবে নেই।

জবাবঃ আলবানী রহ. এর এই বক্তব্য একেবারেই দলিলহীন কথা। যেখানে এই অতিরিক্ত অংশসহ উক্ত হাদীসকে ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনে হাজার ও হাফেজ ইরাকী প্রমুখ ইমামগণ সহীহ বলেছেন, সেখানে আলবানী সাহেবের এ কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া তাহির ইবনে আমর কোন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী নয়। ইমাম বাইহাকী রহ. তার 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেন,

أَبُو الْحُسَيْنِ طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ نَهِيكَ بْنِ مُجَاهِدٍ الْهِلَالِيُّ بِمِصْرَ

অর্থ: মিসরে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল হুসাইন তাহির ইবনে আমর ইবনে রাবী ইবনে তারিক ইবনে কুররা ইবনে নুহাইক ইবনে মুজাহিদ আল হিলালী। [আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৩/৩১ হাদীস নং : ৫০১১]

খতীব বাগদাদী রহ. 'আল মুযিহ লি আওহামিল জামই ওয়াত তাফরীক' গ্রন্থে ; এবং ইবনুল জাওযী রহ, 'তালক্বীহু ফুহুমি আহলিল আসার' গ্রন্থে বলেন,

طَاهِر بن عَمْرو ابْن الرّبيع بن طَارق الْمصْرِيّ روى عَنهُ أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم وَهُوَ حبشِي ابْن عَمْرو الَّذِي روى عَنهُ أَبُو بكر بن خُزَيْمَة وَالْحسن بن حبيب الدِّمَشْقِي

অর্থ: তাহির ইবনে আমর ইবনে রাবী ইবনে তারিক আল মিসরী থেকে বর্ণনা

করেছেন আবুল আব্বাস আল আসাম্ম, তিনি হচ্ছেন হুবশি ইবনে আমর যার থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর ইবনে খুযাইমা এবং হাসান ইবনে হাবীব আদ দিমাশকী। [তারক্বীহু ফুহুমি আহলিল আসার পৃ ৩৮২]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. 'ইলামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে এই তাহির ইবনে আমর এর সূত্রেই এই হাদীস মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

ولـه شـاهد آخـر بإسـناد صـحيح: ثنـا أبـو العبـاس محمـد بـن يعقـوب ثنـا طـاهر بـن عمـرو بـن الربيـع بـن طـارق ثنـا ابـن أبـي الليـث ثنـا يزيـد بـن أبـي حبيـب عـن عـراك بـن مالـك عـن أبـي هريـرة فـذكر مثلـه سـواء وزاد «أوتـروا بخمـس أو سـبع أو تسـع أو بإحـدى عشـرة ركعـة أو أكثر من ذلك».

হাদীসটি ইবনুল কায়্যিম রহ. দৃঢ়তার সাথে সহীহ বলেছেন এবং এটিকে সহীহ মুহকাম সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করার ৫৩তম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৭৩]

তাছাড়া হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন, কেউ যদি হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেন তাহলে তাতেও সমস্যা নেই।

৮. ইমাম সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য

ইমাম সুয়ূতী রহ. 'আল মাসাবিহ ফি সালাতিত তারাবীহ' গ্রন্থে লিখেন,

إن العلماء اختلفوا في عددها – أي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد – ولو ثبت ذلك – أي التحديد – من فعل النبي ﷺ لم يختلف فيه كعدد الوتروركعات الرواتب.

অর্থ: উলামায়ে কেরাম তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন। তাদের এ মতবিরোধ সুন্নাহ বিভিন্নতার, বৈপরীত্যের নয়। বাস্তবেই যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারাবীহর এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যা প্রমাণিত থাকত তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন মতভেদ হত না, যেমন বিতরের রাকাত সংখ্যা ও ফরজ নামাজসমূহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কোন মতভেদ নেই। [আল হাভী লিল ফাতাওয়া ১/৩৩৬]

৯. শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর বক্তব্য

শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ. 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থে লিখেন,

أما عدد الركعات فلم يحد رسول الله ﷺ فيه بحد لا يجوز تجاوزه، فهو على إطلاق قوله : «صلاة الليل مثنى مثنى»، وقوله : «الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر». رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة، قال العلقمي : بجانبه علامة الصحة.

অর্থ: রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে যাননি যা লঙ্ঘন করা যাবে না; বরং এ বিষয়টি উন্মুক্ত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত। তিনি আরো বলেন, নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত, কেউ যদি বেশি পড়তে চায় তাহলে সে পড়তে পারে। হাদীসটি ইমাম তাবারানী রহ. তার 'আল আউসাত' গ্রন্থে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। [১] আলকামী রহ. বলেন, এর পাশে সহীহ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। [ফাতহুল মুলহিম ৫/৮৭]

১০. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বক্তব্য

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أبي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. وَاسْتَحَبَّ آخَرُونَ: تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْقَدِيمِ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ: قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿أَنَّ

[১]. আলাবানী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন, সহীহুল জামিইস সগীর, হাদীস নং ৩৮৭০; সহিহুত তারগীব, হাদীস নং ৩৮৬

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً﴾ وَاضْطَرَبَ قَوْمٌ فِي هَذَا الْأَصْلِ لَمَّا ظَنُّوهُ مِنْ مُعَارَضَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ. وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَسَنٌ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يتوقت فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ﴿أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ فَكَانَ طُولُ الْقِيَامِ يُغْنِي عَنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ﴾ . وأبي بْنُ كَعْبٍ لَمَّا قَامَ بِهِمْ وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُطِيلَ بِهِمْ الْقِيَامَ فَكَثَّرَ الرَّكَعَاتِ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ وَجَعَلُوا ذَلِكَ ضِعْفَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِاللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ ضَعُفُوا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ فَكَثَّرُوا الرَّكَعَاتِ حَتَّى بَلَغَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ.

এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. লোকদের (সাহাবা ও তাবিয়ীদের) নিয়ে রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। এই জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামে মত হচ্ছে এটিই সুন্নত। কারণ, তিনি এ নামাজ পড়িয়েছেন আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে নিয়ে, তাদের কেউ এটির বিরোধিতা করেননি। এ ছাড়া অনেকে ৩৬ রাকাতকে পছন্দ করেছেন। কারণ, এটিই মদীনাবাসীদের পুরাতন আমল।

এক দল লোক বলেন, সহীহ বুখারীতে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামযান ও অন্যান্য মাসে ১৩ রাকাতের বেশি

পড়তেন না। ফলে কিছু লোক এ হাদীসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে, কারণ এই সহীহ হাদীসের সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নত ও সকল মুসলমানদের আমল সাংঘর্ষিক। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এ রাকাত সংখ্যাগুলোর সবগুলোই সিদ্ধ। যেমনটি বলেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি বলেন, রমযানের তারাবীহ এর ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত রাকাত সংখ্যা নেই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রে কোন সংখ্যা নির্ধারিত করে দিয়ে যাননি। তাই কেরাত দীর্ঘ ও ছোট হওয়ার ভিত্তিতে রাকাত সংখ্যা কম-বেশ হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা দীর্ঘ কেরাত পড়তেন। সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকাতে সূরা বাকারা, নিসা ও আলে ইমরান তেলাওয়াত করতেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে দীর্ঘ কেরাতের কারণে রাকাত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হত না।

পক্ষান্তরে উবাই ইবনে কা'ব রা. যখন সকলকে নিয়ে এক জামাতে নামাজ পড়াতে শুরু করলেন তখন দীর্ঘ কেরাত পড়া সম্ভব ছিল না, এজন্য তিনি রাকাতসংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। যাতে অতিরিক্ত রাকাতগুলো দীর্ঘ কেরাতের পরিবর্তে হয়ে যায়। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তুলনায় রাকাত সংখ্যা দ্বিগুণ (২৩) করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন **১১** বা **১৩** রাকাত। এরপর মদীনাবাসীদের নিকট দ্বিগুণ রাকাতের কেরাতও ভারি মনে হতে লাগল তখন তারা আরো রাকাত বৃদ্ধি করে ৩৬ রাকাত পর্যন্ত পৌঁছালেন। [মজমুউল ফাতায়া ২৩/১১২]

তিনি আরো লিখেছেন,

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَهُ بِاللَّيْلِ هُوَ وِتْرَهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُصَلِّيهَا طِوَالًا. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ قَامَ بِهِمْ أبي بْنُ كَعْبٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِشْرِينَ رَكْعَةً يُوتِرُ بَعْدَهَا وَيُخَفِّفُ فِيهَا الْقِيَامَ فَكَانَ تَضْعِيفُ الْعَدَدِ عِوَضًا عَنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُومُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً فَيَكُونُ قِيَامُهَا أَخَفَّ وَيُوتِرُ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُومُ بِسِتِّ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً يُوتِرُ بَعْدَهَا

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামাজ ছিল বেজোড় রাকাত। তিনি রমযান ও রমযানের বাইরে অন্যান্য মাসে ১১ বা ১৩ রাকাত পড়তেন। কিন্তু এগুলো পড়তেন খুব দীর্ঘ কেরাতে। কিন্তু এই লম্বা কেরাত যখন মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল তখন উবাই ইবনে কা'ব রা. হযরত উমর রা. এর যুগে সকলকে নিয়ে ২০ বিশ রাকাত পড়া শুরু করলেন। ২০ রাকাত পড়ে বিতর পড়তেন এবং কেরাত খুব হালকা পড়তেন। তাই তার রাকাত সংখ্যা দ্বিগুণ করা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীর্ঘ কেরাতের পরিবর্তে। পূর্বসূরিদের কেউ কেউ ৪০ রাকাত পড়তেন, তখন কেরাত আরো সংক্ষিপ্ত হত। এর পর ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। তাদের কেউ কেউ তো ৩৬ রাকাত পড়তেন ও বিতর পড়তেন। [মজমুউল ফাতায়া ২৩/১২০]

তাঁর 'আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ' গ্রন্থে আরো রয়েছে,

والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي، وأحمد : عشرين ركعة أو : كمذهب مالك ستا وثلاثين، أو ثلاث عشرة ، أو إحدى عشرة فقد أحسن . كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره.

অর্থ: তারাবীহ কেউ যদি ইমাম আবু হানীফ, শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর মত অনুসারে ২০ রাকাত পড়ে বা ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব অনুসারে ৩৬, ১৩ বা ১১ রাকাত পড়ে তাহলে সে উত্তম পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। কারণ, ইমাম আহমদ রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী তারাবীর রাকাত সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়, বরং কেরাত দীর্ঘ ও ছোট হওয়ার ভিত্তিতে রাকাত কম-বেশ হবে । [আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া : ৫৭]

তারাবীহ নামাজ নির্ধারিত রাকাতে সীমাবদ্ধ না হওয়া সংক্রান্ত হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের ইমামদের এ সকল বক্তব্য থেকে আলবানী রহ. এ দাবীর অসারতা সুস্পষ্ট যে, 'যোহরের নামাজ ৫ রাকাত ও ফজরের সুন্নত ৪ রাকাত বা দুই রুকু ও অনেকগুলো সেজদাসহ নামাজ পড়ার মতই'।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মানুষের মনে দ্বীনের ব্যাপারে অনাস্থা সৃষ্টি ও সলফ সালিহীনকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করা থেকে হেফাজত করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করার তাউফিক দান করুন। আমীন।

পুস্তিকার সারসংক্ষেপ

১. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা রা. থেকে বর্ণিত খুলাফায়ে রাশিদীন এর দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. এর যুগের ২০ রাকাত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটিতে কোন ধরণের ত্রুটি নেই। সকল ইমাম হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

২. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফার এই হাদীস ও ইমাম মালেক রহ. কৃত মুআত্তা গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য সাংঘর্ষিক নয়।

৩. সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আয়েশা রা. এর হাদীসে তারাবীহ বা ক্বিয়ামুল লাইল নামাজের রাকাত সংখ্যার সীমাবদ্ধ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত। কারণ, এর সবগুলোই সাধারণ নফলের অন্তর্ভুক্ত।

৪. ১১ অতিরিক্ত রাকাত তারাবীহকে অস্বীকার করা ইমাম মালেক, শাফেয়ী, তিরমিযী ও সুয়ূতী রহ. এর মাযহাব নয়, যেমনটি ধারণা করেছেন আলবানী রহ.। তিনি তার 'সালাতুত তারাবীহ' গ্রন্থে তাদের প্রতি এ মতকে সম্পৃক্ত করে এক অবাস্তব দাবী করেছেন, যার কোন প্রমাণ নেই। আমরা তার এ দাবীর অসারতা উল্লিখিত ইমামদের সুস্পষ্ট অনেক বক্তব্য এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হযরত আলী রা.কে ১১ রাকাত অতিরিক্ত তারাবীহ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেননি - যেমনটি ধারণা করেছেন আলবানী রহ.।

সর্বশেষ কথা হচ্ছে, কেউ যদি কোন গবেষণাধর্মী রচনা লেখার ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন সে বিষয়ে কলম ধরার পূর্বে ভালভাবে প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হয়ে নেয় এবং তার লেখায় সে যেন কোন পক্ষপাতিত্ব না করে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং শায়খ আলবানীসহ সকলকে এ বিষয়ে তাউফিক দান করুন। আমীন।